সৈনিক-রমণী।

সুপ্রসিদ্ধ নবন্যাসলেখক রেণাল্ডের

"সোলজার্স ওয়াইফ্"

নামক গ্রন্থ হইতে

অনুবাদিত।

নূতন সংস্করণ।

কাশীপুর।

শঙ্কর প্রেসে শ্রী ব্রজগোপাল শেঠ দ্বারা মুদ্রিত।

শ্রী যোগেন্দ্র নাথ দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১২৯৫ সাল।

সৈনিক-রমণী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:※:—

সৈন্য-সংগ্রাহক।

শ্যামল-শস্য-পরিপূর্ণ মনোহর পল্লীগুলি ইংলণ্ডের কৃষি-বিভাগের নৈসর্গিক শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। পাঠক, আসুন, আমরা একটি পল্লীতে গমন করি। আমাদের উপন্যাস অনেক পরিমাণে সত্য-ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। তজ্জন্য আমরা উক্ত ঘটনা-সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণের কাল্পনিক নাম প্রদান করিলাম। পল্লীটিকে 'ওক্‌লে' এই কাল্পনিক নামে অভিহিত করারও কারণ তাই। এই পল্লী ও ইহার নিকটবর্ত্তীস্থানে চারিশত বৎসরের বড় বড় ওক্‌বৃক্ষ বিরাজিত ছিল—কতকগুলি বৃক্ষ অদ্যাপি পূর্ব্ব-গৌরবের সহিত বর্দ্ধিত হইতেছে; অবশিষ্ট-গুলি এখনও পত্রশূন্য শাখাপ্রশাখা লইয়া দণ্ডায়মান; নিম্নের শাখা প্রশাখাগুলি লতাদিতে আবৃত হইয়াছে। গ্রামবাসীরা এই সমস্ত ওক্‌বৃক্ষকে দেবতার ন্যায় ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিত। এই কারণে পল্লীটিকে 'ওক্‌লে' নাম প্রদান করা গেল। পল্লীটি ইংলণ্ডের মধ্য-দেশস্থ কোন বিভাগের অন্তর্ব্বর্ত্তী। গ্রামে একশতের অধিক বাসগৃহ ছিলনা, ইহার

অধিকাংশই গ্রাম্য কৃষকগণের সামান্য সামান্য কুটীর। গ্রামের মধ্যে যাতায়াতের একটি মাত্র রাস্তা; এই রাস্তার ধারে একস্থানে কয়েকখানি দোকান ছিল। তন্মধ্যে একখানি ডাক্তারি দোকান; ডাক্তার কলিসিন্সের গ্রামে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল; সুতরাং তিনি একটি ঘোড়া ও একখানি দুচাকার গাড়ী রাখিয়াছিলেন। গাড়ী ঘোড়া ছিল বলিয়া ডাক্তার ও তাঁহার তিন কন্যা, আপনাদিগকে অতিশয় সৌখীন মনে করিতেন। ডাক্তারের কন্যা তিনটির—বিশেষতঃ সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী মধ্যমা কন্যা কুমারী কিটীর—পরিচ্ছদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ডাক্তারের দোকানের দুখানি বাটীর পর ক্ষৌরকার ওবাডিয়া-বেট্‌সের দোকান। ক্ষৌরকারের দোকানের পরেই নানাবিধ খাদ্য-দ্রব্য-সজ্জিত রুটি-শালার দোকান; তাহার পরেই মুদির দোকান; নিকটে একখানি দর্জ্জির এবং একখানি মুচির দোকান ছিল। পার্শ্বেই এক বৃদ্ধা ফল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়া অতি কষ্টে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত। বৃদ্ধার দোকানের পার্শ্বস্থ অনাবৃত অল্পপরিমিত স্থানে একখানি কুটীরের দগ্ধাবশেষ ছিল। উপন্যাস-লিখিত ঘটনারম্ভের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক বৃদ্ধা ঐ কুটীরে দগ্ধ হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিল। অতঃপর আমরা এই ঘটনার সবিশেষ উল্লেখ করিব। ইতিমধ্যে পল্লীস্থ 'রয়ালওক্‌' নামক হোটেলের উল্লেখ আবশ্যক। হোটেলটী রাস্তার ও অন্যান্য বাটীর অনতিদূরে; ইহার পশ্চাদ্ভাগে একটী ক্রীড়াভূমি ছিল। বুশেল-দম্পতী এই হোটেলের তত্ত্বাবধান করিতেন। তাঁহারা এই প্রদেশস্থ সর্ব্বোৎকৃষ্ট 'এল' মদ্য প্রস্তুতকারী বলিয়া

বিখ্যাত ছিলেন। হোটেলে একটি মদ্যপানের ঘর ও একটি সুসজ্জিত বৈঠকখানা ছিল। রাত্রিতে উক্তস্থলই জনপূর্ণ হইত। কিন্তু তথায় কাহাকেও মাতাল হইতে দেওয়া হইত না বলিয়া বুশেলের সুনাম প্রচারিত হইয়াছিল। বুশেলের এরূপ নিয়ম প্রতিপালনের অন্য কারণও ছিল—স্থানীয় জমীদার ও গ্রামের বিচারপতি এখন হোটেলের সত্বাধিকারী।

মনোহর বসন্তকালে এই ক্ষুদ্রপল্লী অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করে— যখন বিটপীকুল নবপল্লব ধারণ করে এবং মুকুলরাজি তরুশাখায় স্তবকে স্তবকে সুশোভিত হয়—যখন বিহঙ্গকুল উল্লাসিত মনে কানন মধ্যে ও শূন্য-পথে গান করে—যখন স্নিগ্ধ সূর্য্যরশ্মিতে আনন্দিত হইয়া ছোট ছোট নদী গুলি কলকল শব্দে খেলা করে—যখন প্রাতঃকালে গাছের পাতা ও ফুল অল্প অল্প শিশির সিক্ত হয় ও সুশীতল সমীরণ, সৌরভ বহনকালে মানবের কপোল-দেশে ব্যজন করে; যখন সুবিমল তুষার-কণা সুদূর-প্রস্থিত শীতকালের স্মরণচিহ্ন রূপে বিরাজমান থাকে—যখন কুলবধূ আবরণ-মধ্য দিয়া অর্দ্ধনিমিলীত নয়নে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করে, কেহবা আবরণ বহির্ভাগে আসিতেও সঙ্কুচিত হয়না—তখনই 'ওকলে' পল্লী অনির্ব্বচনীয় শোভায় শোভিত হয়।

নিকটেই স্থানীয় উপাসনামন্দির। চতুষ্পার্শ্বে শত শত বর্ষবয়স্ক এলম্ বৃক্ষ প্রায় সম্পূর্ণরূপে মন্দিরটি আবৃত করিয়াছে। এই বিশাল এলম্ বৃক্ষসমূহের অধোদেশে পল্লীবাসীগণের পূর্ব্ব-পুরুষেরা অনন্ত-নিদ্রায় নিদ্রিত; স্মরণার্থ-চিহ্নগুলি

আজিও তাঁহাদের গুণগান করিতেছে। প্রাঙ্গনের অপর-প্রান্তে, গ্রামের অন্যান্য বাটীর ন্যায় সেকেলে ধরণের একটি অট্টালিকার সম্মুখভাগ দ্রাক্ষালতায় আবৃত; লতাগুলি জানালা পর্য্যন্ত আপনাদের অধিকার-বিস্তার করিয়াছে। বিবিধ পুষ্প লতায় বারাণ্ডাটি সুশোভিত। বলা বাহুল্য অট্টালিকাটি ধর্ম্মযাজক পাদরী আর্ডেনের বাসস্থান।

প্রকৃত উপন্যাস আরম্ভের পূর্ব্বেই আমরা আর একটি বিষয় বর্ণনা করিব। ওক্‌লে-পল্লীর একক্রোশ দূরে পর্ব্বত-প্রান্তে একটি প্রকাণ্ড প্রাসাদ, আগন্তুক মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চতুর্দ্দিকে সুবিস্তৃত উদ্যান, প্রাসাদের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। অট্টালিকার শোভা-সমৃদ্ধি প্রভুর ধনরত্নের পরিচয় দিতেছে। এই অট্টালিকা সার আর্চ্চিবাল্ড রেভবর-ণের উদ্যানবাটী। তিনি সেই প্রদেশের প্রাচীনতম বংশ-সম্ভূত। তাঁহার সুবৃহৎ জমীদারী আছে, বিশেষতঃ ওকলে পল্লীটি সমস্তই তাঁহার জমীদারী-ভুক্ত। অর্চ্চিবাল্ড অন্যান্য অনেক ধনাঢ্য লোকের ন্যায় মনে করেন যে, দরিদ্রেরা তাঁহাদিগের দাসত্ব করিতেই জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে। প্রচুরধনও ক্ষমতাশালী হওয়ায় তিনি সর্ব্ব-বিষয়েই আপনার মত স্থাপন করিতেন। গ্রামের মধ্যে কাহার সাধ্য তাঁহার গতিরোধ করে? আমাদের উপন্যাস আরম্ভ সময়ে অর্চ্চিবাল্ডের বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর এবং তাঁহার পুত্র একবিংশতি বর্ষ বয়স্ক যুবক। আর্চ্চিবাল্ডের সহিত তাঁহার একটি অবিবাহিতা কনিষ্ঠা ভগিনী বাস করি-তেন। ইনি আর্চ্চিবাল্ডের অপেক্ষা দশ এগার বৎসরের ছোট।

১৮২৮ খৃঃঅব্দের মে মাসে একদিন সায়ংকালে 'রয়ালওক্' হোটেলের সম্মুখে একখানি ডাকগাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। শকটখানি প্রত্যহ ওক্লে পল্লীর মধ্য দিয়া দুই দিকে দুইটি নগরে যাতায়াত করিত। অশ্বদিগকে তৃণ ও জল দিবার নিমিত্ত চালক কিছু পূর্ব্বে ঘণ্টা বাজাইয়া কুশেলকে সঙ্কেত করিত। ডাকগাড়ীর গমনাগমনে ওক্লে-বাসীগণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। কারণ প্রাতঃকালে মিডলটন নগরে গমন-কালীন এই গাড়ী গ্রামবাসীদিগের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের তালিকা লইয়া যাইত এবং সায়ংকালে দ্রব্যাদি আনয়ন করিত। সুতরাং ঘণ্টা বাজিলেই পল্লীবাসীরা প্রয়োজন মত রয়ালওকের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইতেন।

বর্ত্তমান স্থলে গাড়ীতে একজন সৈনিক-বেশধারী আরোহী ছিলেন। তাঁহার আগমনে শান্ত-প্রকৃতি ওক্লেবাসীরা ভীত ও চকিত হইলেন। তিনি দৃঢ়কায়, সুদীর্ঘ ও বলবান, তাঁহার পার্শ্বদেশে তরবারি লম্বমান। আরোহীর গর্ব্বপূর্ণ আকৃতিতে ও পরিচ্ছদে বোধ হইল, যেন তিনি সৈনিক-বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। উপস্থিত গ্রামবাসীরা তাঁহাকে সসম্মান অভিবাদন করিলেন, তিনি ও স্বীয় শিরোস্ত্রাণ স্পর্শ করিয়া প্রতিদান করিলেন। মিডলটন হইতে ওক্লে পর্য্যন্ত ১৮ পেন্স গাড়ীভাড়া প্রদানান্তর তিনি তাঁহার জিনিষপত্র আনিতে আজ্ঞা দিয়া হোটেলে প্রবেশ করিলেন।

সৈনিক-পুরুষ দৃষ্টি-বহির্ভূত না হওয়া পর্য্যন্ত বিস্মিত গ্রাম-বাসীরা নিস্পন্দভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহাকে

অগ্রগামী কর্ণেল মনে করিয়া তাঁহারা একদল সৈন্যের আগমন প্রতীক্ষায় পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন; কিন্তু সৈন্য-দলের কোন চিহ্ন দেখিতে না পাইয়া আগন্তুক কে? ও কি প্রয়োজনে গ্রামে আসিয়াছেন, এই বিষয় তর্ক বিতর্ক আরম্ভ করিলেন। পরে শকট-চালককে জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল যে তিনি কভেণ্ট্রী-স্থিত সৈন্য-দলের সার্জেণ্ট; আপাততঃ মিডলটনে বাস করিতেছেন এবং তথা হইতে ওকূলে পর্য্যন্ত তাহারি গাড়ী ভাড়া করিয়া আসিয়াছেন। সে আরও বলিল "তোমরা যদি আমার পরামর্শ শুনিতে চাও, তবে ওকূলে গ্রামের যুবক-দিগকে সাবধান হইতে বল।"

অনন্তর মাংস-বিক্রেতা ছুরি শাণাইতে শাণাইতে বলিল, 'ইনি সৈন্যসংগ্রাহক সার্জেণ্ট'। এই কথা শুনিয়া উপস্থিত পল্লিবাসীরা ভয়-বিহ্বল হইল। সৈনিক পুরুষের আগমন-বার্ত্তা গৃহে গৃহে প্রচারিত হওয়ায়, অল্পক্ষণের মধ্যেই তথায় বহুলোকের সমাগম হইল। সকলেরই ভয় হইল পাছে তাঁহাদের আত্মীয় বন্ধুরা সার্জ্জেণ্টের কুহক-জালে জড়িত হয়। প্রায় সকলেই তাঁহাকে দেখিবার জন্য প্রাঙ্গন অতিক্রম পূর্ব্বক বৈঠকখানার গবাক্ষ-সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যে সৈনিক-পুরুষ চেয়ারে বসিয়া ধূমপান করিতেছেন ও সম্মুখে বুশেল-প্রস্তুত উৎকৃষ্ট এল্-মদ্য-পূর্ণ পাত্র রহিয়াছে।

সার্জ্জেণ্ট, তাঁহাদের দেখিয়াও দেখিলেন না; সরল-ভাবে উপবিষ্ট হইয়া সুখে ধূমপান ও মধ্যে মধ্যে মদ্যপান করিতে লাগিলেন। ক্ষৌরকার বেট্স্ স্বকার্য্য বিস্মৃত হইবার লোক নহেন, তিনি চিন্তা করিলেন, সার্জ্জেণ্টকে নিশ্চয়ইদাড়ী পরিষ্কার

রাখিতে হইবে; সুতরাং সৈনিক-পুরুষ বলিয়া তাঁহার সহিত অপ্রণয় না রাখাই ভাল।

উপস্থিত অপরাপর ব্যবসায়ীরা জ্ঞাত ছিলেন যে সৈন্য-সংগ্রাহকেরা অপরিমিত অর্থ ব্যয় করেন, সুতরাং সকলে সার্জেন্টের সহিত প্রণয় রাখিয়া, স্বকার্য্য-সিদ্ধির উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। ডাকগাড়ীও মৃদু-গমনে নগরাভিমুখে গমন করিল। ওকৃলে পল্লিতে পুনরায় নিস্তব্ধতার রাজত্ব হইল। কেবল বেট্‌সের দোকানে দুচারি জন লোক তাঁহার মতামত শুনিতেছিল; কেননা তিনি ওকৃলে পল্লীর একজন সুবিজ্ঞ ব্যক্তি!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

——:※:——

প্রণয়ী যুগল।

স্থানীয় হোটেলে এই ঘটনা ঘটিবার সময় অনতিদূরে আমাদের উপন্যাস-সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ও অধিকতর কৌতুক-জনক ব্যাপারের সূচনা হইয়া ছিল। গাড়ীর ঘণ্টা বাজিবামাত্র শ্রমজীবী-বেশ-ধারী জনৈক যুবক বিষন্ন মুখে মৃদু-গমনে নদী-তীর দিয়া সন্নিহিত অরণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। যুবক ষড়বিং-

শতি বর্ষ বয়স্ক; সুশ্রী, সবল, ও সুদীর্ঘ। তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সতেজ ও বলিষ্ঠ; যুবকের নাম 'ফ্রেডরিক্ লন্‌সডেল' তাঁহার আকার প্রকার প্রতিবেশী কৃষকগণাপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তিনি কার্য্যক্ষেত্র হইতে বাটী প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পরিষ্কার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আসিয়াছিলেন। যুবক যে অন্যের উপর নির্ভর না করিয়া পরিশ্রমদ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহের পক্ষপাতী ছিলেন, সূর্য্য-তাপবিকৃত মুখমণ্ডল তাহার পরিচায়ক। তাঁহার চক্ষু, কেশ ও শ্মশ্রুরাজি কৃষ্ণবর্ণ, দন্ত-শ্রেণী মুক্তা-সদৃশ, স্বাধীনতা-প্রদীপ্ত ভাষা গ্রাম্য কৃষকাপেক্ষা বিভিন্ন; তাঁহার জন্ম সম্বন্ধে গূঢ়-রহস্য ছিল কিন্তু বাল্যকাল হইতেই ওকলে পল্লীতে ছিলেন বলিয়া, তাঁহার লালনপালন ও শিক্ষা-কার্য্য কাহার ও অগোচর ছিল না। বিধবা গ্রাণ্ট তাঁহাকে মানুষ করেন। বিবি গ্রাণ্টের একখানি সামান্য দোকান ছিল, কিন্তু দোকানের আয় হইতে তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহ হইত না। তাঁহার অন্য বিধ আয়ও ছিল, কিন্তু পল্লীবাসীরা তাহার বিন্দু বিসর্গ জানিতেন না। গ্রাণ্ট, ফ্রেডরিককে পাঠ-শালায় পড়িতে দেন। গুরুমহাশয় ফ্রেডরিকের বিনয় বুদ্ধিতে মোহিত হইয়া, তাঁহার শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিতেন। ক্রমে ক্রমে ফ্রেডরিক সেই ক্ষুদ্র পল্লীর আয়ত্তাধীন সমস্ত পুস্তক সমাপ্ত করিলেন সুতরাং তিনি পাঠশালার শিক্ষাপেক্ষা অধিক পরিমাণে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। এইরূপে অষ্টাদশ বর্ষ অতীত হয়। গ্রাণ্ট তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। কিন্তু ফ্রেডরিকের ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা এ পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই। গুরুমহাশয় তাঁহাকে, আপনার সহকারী করিবার

ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু মৃত্যু সে আশা পূর্ণ করিতে দিল না। একদিন ফ্রেডরিক, গ্র্যাণ্টের কার্য্যোপলক্ষে মিডলটন নগরে গমন করিয়াছেন এমন সময়ে রাত্রিতে বিধবার কুটীরে অগ্নি লাগিয়াগেল। কাঠের গৃহ অল্পক্ষণের মধ্যে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। গ্রাণ্ট রুগ্নশয্যায় শায়িতা ছিলেন সুতরাং প্রতিবেশীরা আসিতে না আসিতেই অগ্নি-দেব তাঁহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সহিত ফ্রেডরিকের জন্ম-রহস্য যেন লুপ্ত হইয়াগেল। ফ্রেডরিক আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার একমাত্র আত্মীয় গ্রাণ্ট নাই—গৃহ নাই, অর্থ নাই। দয়ার্দ্র পল্লীবাসীরা তাঁহার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ পূর্ব্বক কিছুকাল সাহায্যও করিলেন। কিন্তু তাঁহারা দরিদ্র, অধিককাল ফ্রেডরিকের সাহায্যোপযোগী অর্থ কোথায় পাইবেন? ফ্রেডরিকও তাঁহাদের ভার-স্বরূপ হইয়া থাকিতে ইচ্ছুক নহেন, সুতরাং তৎক্ষণাৎ স্বীয় জীবিকা নির্ব্বহার্থে অর্থোপার্জ্জন করিতে মনস্থ করিলেন। এক্ষণে আর একজন গুরুমহাশয় পূর্ব্ব গুরুমহাশয়ের পদ গ্রহণ করায় ফ্রেডরিকের কোন আশাই রহিল না। অন্যত্র অর্থোপার্জ্জন কিম্বা গ্রামে কৃষকের কার্য্যকরা ভিন্ন ফ্রেডরিকের উপায়ান্তর ছিলনা। তিনি প্রথম পথই অবলম্বন করিতেন, কিন্তু কোন দুশ্ছেদ্য বন্ধন তাঁহার ওকূলে পরিত্যাগের অন্তরায় হইল। সুতরাং তিনি শেষোক্ত উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার উপকারিণীর পরলোক-প্রাপ্তির পর ফ্রেডরিক, ক্ষৌরকার বেট্‌সের বাটীর একটি প্রকোষ্ঠে বাস, করিতেন ও এক্ষণে সার আর্চ্চিবাল্ডের ক্ষেত্রে কৃষিকার্য্যে

নিযুক্ত হইলেন। পল্লীতে ফ্রেডরিক্ সচ্চরিত্রতার দৃষ্টান্তস্থল হইয়াছিলেন কিন্তু এক বিষয়ে তিনি তাঁহার সর্ব্বনাশের কারণ, হন—শাসনে তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইত; এবং উক্ত জমীদার ও গ্রাম্য-যাজক দরিদ্র পল্লীবাসীর চক্ষে বড়লোক হইলেও, ফ্রেডরিক্ তাঁহাদের তোষামোদ করিতে পারিতেন না। আমরা উপন্যাসারম্ভের সময় যে দগ্ধাবশেষ-পূর্ণ ভূমির উল্লেখ করিয়াছি, সেইস্থলেই হতভাগিনী গ্রাণ্টের কুটীর ছিল।

পাঠক, ফ্রেডরিক্ লন্‌স্‌ডেলের আবশ্যকীয় পরিচয় পাইয়াছেন; এখন চলুন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নদী-তীর দিয়া গমনকরি। ফ্রেডরিক্ অরণ্যমধ্যে নদী-তীর দিয়া গমন পূর্ব্বক শীঘ্র একটি প্রাচীন সেতুর নিকট উপস্থিত হইলেন। ক্ষণমধ্যে এক যুবতী তাঁহার সহিত একত্রিত হইলেন। লুসি ডেভিস্ সার আর্চ্চিবাল্ড রেডবরণের গোমস্তার কন্যা। পরমাসুন্দরী লুসির বয়স একবিংশ বর্ষ। ফ্রেডরিক্ যেরূপ পল্লীবাসী যুবকগণের শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ মনোহারিণী লুসিও রূপে গুণে গ্রাম্য-যুবতীদিগের শীর্ষ-স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। লুসির কেশ-রাশি ঘন ও কৃষ্ণবর্ণ, আয়ত নয়ন গাঢ় নীলবর্ণ; ভ্রূযুগল ধনুর ন্যায়; গণ্ডদেশ লোহিতের আভাযুক্ত, মুখ খানি হাসি হাসি, দন্তশ্রেণী মুক্তারাজি সদৃশ; তাঁহার পরিচ্ছদ, পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। সংক্ষেপতঃ, লুসির রূপরাশি ভাস্করের আদর্শোপযোগী।

পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন, কি দুশ্চ্ছেদ্য-বন্ধনে ফ্রেডরিক্ ওকূলে পল্লীতে বদ্ধ হইয়াছিলেন; অনেক দিন

হইতে ফ্রেডরিক্ ও লুসির অনুরাগ জন্মিয়াছিল। বাল্যকালে তাঁহারা একত্রে খেলা করিতেন; তখনকার সেই ভালবাসা, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধিত হইয়া গভীর অকপট প্রণয়ে পরিণত হইয়াছিল। ফ্রেডরিক্ লুসির পিতাকে কখন এই অনুরাগের কথা বলেন নাই। লুসির পিতা ডেভিস, সঙ্গতিপন্ন ছিলেন। তিনি মনে করিতেন লুসির অনুপম রূপরাশি, আর্চ্চিবাল্ড রেভবরণের এক মাত্র পুত্র ও অতুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী জেরাল্ড রেভবরণকে মোহিত করিতে পারিবে। আর্চ্চিবাল্ড যে এ বিবাহে অসম্মত হইবেন, তাহাও তিনি জ্ঞাত ছিলেন। তৎকালীন বিধি অনুসারে আর্চ্চিবালন্ডের বিষয় হস্তান্তর-ক্ষমতা ছিলনা; সুতরাং জেরাল্ড বয়ঃপ্রাপ্ত হইবামাত্র পিতার অসম্মতিতে কার্য্য করিলেও বিষয় হইতে বঞ্চিত হইবেন না। ঈদৃশ চিন্তা স্রোত ডেভিসের চরিত্র হীনতার স্পষ্ট পরিচায়ক। ধূর্ত্ত ডেভিস্ তাঁহার মনের ভাব গোপন করিতেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি বিপত্নীক; লুসি তাঁহার একমাত্র কন্যা ও উত্তরাধিকারিণী; লুসিকে সম্ভ্রান্ত গৃহে বিবাহ দিয়া, স্বয়ং সম্ভ্রান্ত পদবাচ্য হইতে তাঁহার ঔৎসুক্য জন্মিল। পূর্ব্বোক্ত অপরাহ্নে সূর্য্যাস্তের কিয়ৎ পূর্ব্বে ফ্রেডরিক্ লনস্-ডেল ও লুসি-ডেভিস্ সেতুর নিকট মিলিত হইলেন। এই স্থানে প্রদোষ কালে ফ্রেডরিক্ ও লুসি কতবার সাক্ষাৎ করিয়াছেন। ফ্রেডরিকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত লুসি হাসি হাসি মুখে, মৃদুগমনে সেতু পার হইলেন। কিন্তু আমোদে মত্ত হইয়া ফ্রেডরিকের মুখের বিষাদ রাশি দেখিতে পাইলেন না। লুসির আলিঙ্গনে সেই বিষাদ রাশি অন্তর্হিত

হইয়াছিল। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই বিরানন্দ, ফ্রেডরিকের আনন্দ দূর করিল। পরস্পরের বাহুবল্লী একত্রিত করিয়া ফ্রেডরিক্ ও লুসি নদীতীর দিয়া অধিকতর গহন বনে প্রবেশ করিলেন। এক্ষণে এই প্রণয়ীযুগলের মিলন দেখিলে কাহার না চিত্ত বিমোহিত হয়? কিন্তু কঠোর সামাজিক নিয়ম এই শুভ মিলনের বিষম অন্তরায় হইয়াছিল।

কিছুদূর গমন করিলে পর, লুসি দেখিলেন, ফ্রেডরিকের মুখখানি বিষাদ-পূর্ণ। তদ্দর্শনে তিনি পর্য্যটনে ক্ষান্ত হইলেন, এবং কিছুকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া, মৃদু স্বরে বলিলেন, "ফ্রেডরিক্ তোমার কি হইয়াছে। মনে কি কিছু অসুখ হইয়াছে?"

যুবক বলিলেন "প্রিয় লুসি তোমার নিকট কিছুই গোপনীয় নহে। অদ্য আমি অত্যন্ত অপমানিত হইয়াছি। কেবল উচ্চ বংশোদ্ভূত বলিয়াই লোকে যাহাকে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে, এরূপ কোন ব্যক্তি আমার যৎপরোনাস্তি অপমান করিয়াছে।"

লুসি ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে করিল?" পরক্ষণেই যুবতীর আয়ত নয়ন হইতে দর দর করিয়া অশ্রুবিন্দু নিঃসৃত হইতে লাগিল।

ফ্রেডরিক্ উত্তর দিলেন, "জেরাল্ড রেডবরণ। একবার ইচ্ছা হইল আমি তাহাকে অশ্ব হইতে নামাইয়া পদাঘাত করি। কিন্তু পরক্ষণেই সে ইচ্ছা দমন করিলাম। কারণ দুর্ব্বলকে প্রহার করা কাপুরুষের কার্য্য। কিন্তু, লুসি, সেই অপমানে আমি মর্ম্মাহত হইয়াছি।

সরলহৃদয়া লুসি বলিলেন "তুমি যখন এরূপভাবে কথা বলিতেছ, আর তোমার মনের বেগ এত প্রবল, তখন নিশ্চয়ই তোমার হৃদয় ব্যথিত হইয়াছে। বোধ হয় আমি তোমার ন্যায় মর্ম্মাহত হইলে, তোমার সহবাসে সান্তনাপ্রাপ্ত হইতাম"—অনন্তর কুমারী-জনোচিত শিষ্টাচার বহির্ভূত কার্য্য করিয়াছেন মনে করিয়া তিনি লজ্জায় অধোবদনা হইলেন।

ফ্রেডরিক্ লুসির হস্ত-চুম্বন করিয়া বলিলেন, "প্রিয়তম, তোমার সুমধুর সহবাসে আমারও সান্তনা প্রাপ্ত হওয়া উচিত—হৃদয় যতই আঘাত প্রাপ্ত হউক না কেন, তোমার মিষ্ট কথায় শান্তি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কেবল অপমান চিন্তায় আমি দুঃখিত নহি, ভবিষ্যতের ভাবনায় আমি আকুল হইয়াছি।"

লুসি নূতন বিপদ আশঙ্কায় চমকিত হইয়া বলিলেন "সেকি?"

ফ্রেডরিক বলিলেন "প্রিয়লুসি, দুষ্ট জেরাল্ড আমায় ভৎর্সনা করিয়াও সন্তুষ্ট নহে; সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে আমাকে তাহার পিতার ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে দিবে না; বরং যাহাতে আর্চ্চিবাল্ডের প্রজারাও আমাকে নিযুক্ত না করে সে চেষ্টা করিবে। প্রিয় লুসি, এরূপ নিষ্ঠুরতা কার্য্যে পরিণত হইলে, আমায় পল্লি হইতে নির্ব্বাসিত হইতে হইবে; আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে জেরাল্ডের চেষ্টা নিশ্চয়ই সফল হইবে।"

ব্যাকুলতা দূর হইলে পর গভীর বিষাদ রাশি লুসির

মুখ-মণ্ডল অধিকার করিল। মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া উভয়ে নদীতীরে ধীরে ধীরে ভ্রমণ করিলেন। অনন্তর লুসি দাঁড়াইয়া বলিলেন "প্রিয় ফ্রেডরিক্, তুমিত জেরাল্ডের সহিত বিবাদের সমস্ত কথা বল নাই।"

ফ্রেড। প্রিয় লুসি, তুমি জান যে কি আর্চ্চিবাল্ড, কি তাঁহার পুত্র, কি পাদরী আর্ডেন, আমি কাহারও প্রিয়পাত্র নহি। আমি সুচারু-রূপে শিক্ষিত হইয়াছি এবং সাধ্যমত শাস্ত্র-চর্চ্চা করিয়াছি, সেই কারণেই, বোধ হয়, তাঁহারা আমার বিদ্বেষী। উচ্চপদস্থ লোকেরা আমার ন্যায় সামান্য লোকদিগের উচ্চ-শিক্ষার পক্ষপাতী নহেন। তাঁহারা মনে করেন, যে সকল কাঠোর দেশাচার অল্প সংখ্যক লোককে ধনশালী করিতে, লক্ষ লক্ষ লোককে নির্ধন করিয়াছে, উচ্চ-শিক্ষা, সামান্য লোকের চক্ষু ফুটাইয়া সেই আচার ব্যবহারের পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়া দেয়। আরো তুমি জান, তাঁহারা মনে করেন আমি পল্লিমধ্যে সমাজদ্রোহী মত প্রচার করিতেছি। কিন্তু অন্যকে আমার মতাবলম্বী করিয়াছি কি না, ঈশ্বর জানেন। আমি হোটেলে যাতায়াত না করায় প্রতিবেশীদিগের মত-পরিবর্ত্তনের সুবিধা পাই না, এবং সে সুবিধা অন্বেষণও করিনা। যাহা হউক কোন রূপে আমায় পল্লীচ্যুত করিতে পারিলেই আর্চ্চিবাল্ড ও পাদরী আর্ডেন পরম প্রীতি লাভ করিবেন।

লুসি। প্রিয় ফ্রেডরিক্, সাধারণে তোমায় এত ভাল বাসে যে আর্চ্চিবাল্ড ও আর্ডেন প্রকাশ্যে, বিনাপরাধে, তোমার প্রতি কোন অত্যাচার করিতে সাহস করিবেন না।

ফ্রেড। প্রিয় লুসি ঘটনা ও ঠিক তাই, কিন্তু তাঁহাদের সুযোগ উপস্থিত। আমি অদ্য ক্ষেত্রে কার্য্য করিবার সময় জেরাল্ড অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন। আমি আমার টুপি স্পর্শ করিলাম, কিন্তু তিনি গ্রাহ্য ও করিলেন না। অক্সফোর্ড হইতে বাটী আসিয়া তিনি আমার সহিত এইরূপ উদ্ধত ব্যবহার করেন। কিন্তু আমি তাহাতে বিন্দুমাত্র দুঃখিত নহি। বরং তিনি যাহাতে আমার প্রতি অত্যাচার করিবার কোন অবসর না পান, বিধিমতে তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। অল্প পরেই তিনি ক্ষীণ-স্বরে বলিয়া উঠিলেন "ওরে ফ্রেডরিক, এদিকে আয়।" প্রথমে, এই অবজ্ঞাপূর্ণ কথা শুনিব না মনে করিয়া ছিলাম, কিন্তু সেই ইচ্ছা দমন করিয়া শীঘ্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন 'চাবুক্‌টা তুলিয়া দে।' ক্রোধে আমার সর্ব্ব-শরীর জ্বলিয়া উঠিল। আমি তাঁহার দিকে সরোষ নয়নে চাহিয়া রহিলাম, তাহাতে তিনি রুষ্ট হইয়া বলিলেন "নীচাশয়, শীঘ্র আমার আদেশ পালন কর্; চাবুক তুলিয়া দে; নচেৎ ঘোড়া হইতে নামিয়া, তোর পৃষ্ঠে চাবুক বসাইব।" আমি সাধ্যমত চিত্ত-সংযত করিয়া বলিলাম, "মিঃ রেডবরণ, মিষ্ট কথায় বলিলে আমি সকল কার্য্য করিতে পারি," তাহাতে তিনি যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিয়া তৎক্ষণাৎ চাবুক কুড়াইতে বলিলেন। লুসি, আমার আর সহ্য হইল না।

যুবতী ও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন 'ফ্রেডরিক্ আমি বেশ বুঝি-

য়াছি তুমি তখন ধৈর্য্যচ্যুত হইয়াছিলে। তুমি বশ্যতা স্বীকার করিলে কাপুরুষতার কার্য্য হইত।

ফ্রেড। জেরাল্ড ক্রোধান্ধ হইয়া আমায় গালাগালি দিলেন আমার জন্ম সম্বন্ধে বিদ্রূপ করিলেন, আর ও বলিলেন যে অল্প লেখা পড়ার অহঙ্কার না করিয়া, বড় লোকের পদধূলি চুম্বনের নিমিত্ত আমার প্রস্তুত থাকা উচিত। আমি শেষ পর্য্যন্ত শুনিয়া তাঁহার ঘৃণিত ব্যবহারের প্রতিবাদ করিলাম। কিন্তু তখনও তাঁহার চাবুক কুড়াইয়া দিই নাই। আমার কথা ও ভাব ভঙ্গিতে তিনি উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিলেন এবং চাবুক তুলিয়া দিলাম না দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত ভীতি প্রদর্শন করিলেন। প্রিয় লুসি, সেই জন্য আমার কার্য্যচ্যুতির আশঙ্কা করিতেছি, আর তোমার পিতাই আমায় এই অশুভ সংবাদ দিবেন।

লুসি। হায়! ফ্রেডরিক আমি কি পিতার পায় ধরিয়া সমস্ত কথা নিবেদন করিব?

ফ্রেড। প্রিয়তম লুসি, এমন কর্ম্ম করিওনা। কেন তুমি আমার জন্য পিতার বিরাগ ভাজন হইবে? না, না—আমার দুঃখের কথা বলিয়া তোমায় কষ্ট দিতে চাহি না। আজ আমার স্বর্গ-স্বপ্ন ভাঙ্গিল, এতদিন আশা ছিল ভাগ্যলক্ষ্মী একদিন আমার প্রতি প্রসন্না হইবেন এবং প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিয়া তোমার পাণিগ্রহণে উপযুক্ত হইব। এরূপ দুরাশা করার আমার উন্মত্তের ন্যায় কার্য্য করা হইয়াছে। কিন্তু তোমায় হৃদয়ের সহিত ভাল বাসি বলিয়া এ দুরাশা পোষণ করিয়াছি—আর ভালবাসাই আশা! লুসি তোমায় কত ভাল

বাসি; তুমি জান না। হৃদয় যাহা অনুভব করে, মন যাহা চিন্তা করে, জিহ্বা কি তৎসমুদয় ব্যক্ত করিতে পারে? এই স্থানে তটিনীর শব্দ নাই; কিন্তু এই স্থানের গভীরতা অধিক; আমার ভালবাসাও তদ্রূপ। এই ভালবাসাই পরিশ্রমের সময় আরাম প্রদান করিয়াছে, সায়ংকালে কার্য্য সমাপ্ত হইলে আমার সহচরী হইয়াছে; যদি কখন সুরাপানে ইচ্ছা হইয়া থাকে এই ভালবাসাই আমাকে নিবারণ করিয়াছে। যখনই ভাবিয়াছি আমার ভাগ্য মন্দ এবং যখনই মনে হইয়াছে, অদৃষ্ট-রহস্য ভেদ হইলে হয়ত আমার এ সামান্য অবস্থা থাকিবে না—প্রিয় লুসি, তখনই তোমার ছবি হৃদয়-পটে অঙ্কিত হইয়াছে, সমস্ত দুঃখ দুরে গিয়াছে, অন্তঃকরণ আনন্দে পরিপ্লুত হইয়াছে। লুসি, এই আমার ভাল বাসা! এই তোমার মোহিনী মূর্ত্তির প্রভাব!

লুসি রোদন করিতে লাগিলেন, মনের আবেগে কথা কহিতে পারিলেন না। ফ্রেডরিক্ স্বীয় নয়ন যুগল হস্তাবৃত করিয়া বলিলেন "লুসি, কেঁদনা কেঁদনা; বোধ হয়, এমন সময় আসিতেছে, যখন আমাদের সম্পূর্ণ সহিষ্ণুতার প্রয়োজন।" আসিতেছে কেন বলি, সে সময় আসিয়াছে। প্রশান্ত ও দৃঢ় সংকল্প হইয়া আমাদিগকে সংসারের ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিতে হইবে। আমার কোন আশাই নাই। প্রিয়তম লুসি, তুমি কি মনে কর, আমি তোমায় আমার সহিত দুঃখ-সাগরে মগ্ন করিব? না, আমি কখনই তাহা পরিবনা। কারণ আমার প্রণয় স্বার্থ-শূন্য। এ প্রণয় আমার সুখের অগ্রে, তোমার সুখ অন্বেষণ করিবে এবং তোমার কল্যাণ-চিন্তা করিবে।

লুসি। ফ্রেডরিক্ তুমি কি বলিতেছ? তোমার কথা শুনিয়া যে আমার ভয় হইছে।

ফ্রেড। প্রিয় লুসি, তুমি প্রগাঢ় ভালবাসায় মগ্ন হইয়া আমার কাছে যে দিব্য করিয়াছ তদ্বারা তোমায় জড়িত করিতে চাহি না; কারণ তাহাতে কোন ফল হইবে না। এক কথায় এই বলি, আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হই সেও ভাল—তুমি আমায় বিস্মৃত হইতে চেষ্টা কর, তাহাও ভাল—তুমি আমার চিন্তা পর্য্যন্ত না করিতে শিক্ষাকর সেও ভাল—কিন্তু—"

লুসি। ফ্রেডরিক্, আমরা যে সকল দিব্যদ্বারা পরস্পর আবদ্ধ হইয়াছি, তুমি যে সে বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা কর আমি তাহা সন্দেহ করি না। বাল্যকাল হইতে আমরা পরস্পরের নিকট পরিচিত। তুমি যে কত সত্যপ্রিয়, তোমার হৃদয় কত উন্নত, তাহা আমি জানি। আমার ভাগ্যে যাহাই থাকুক—তোমার বিপক্ষেরা যতই অত্যাচার করুক্—ঘটনা স্রোত তোমাকে যত দূরেই লইয়া যাক্ আমার পিতা যাহাই মনে করুন্, যিনিই কেন আমার বিবাহার্থী হউন—তোমার প্রতি ভালবাসা অচল ও অটল থাকিবে—মৃত্যু পর্য্যন্ত আমি কোন ক্রমেই বিচলিত হইব না। ফ্রেডরিক্ আমার কথা শেষ হইল, আমার হৃদয় হইতে একটী গুরুভার চলিয়াগেল।

ফ্রেড। প্রিয়তম লুসি, কি বলিয়া তোমার অক্ষয়-প্রণয়ের প্রতিদান করি? না লুসি, আমি হতাশ হইব না। আমি মনকে বিষাদ-সাগরে মগ্ন হইতে দিব না। নারী-জাতির

প্রণয়ে নিশ্চয়ই কোন স্বর্গীয়-পদার্থ আছে, নতুবা কি শক্তি-প্রভাবে তোমার ভালবাসা, আমার হৃদয়কে নবোৎসাহে উৎসাহিত করিল! লুসি; তোমার পবিত্র প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলাম। আমিও তোমার নিকট তাদৃশ পবিত্র প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলাম।

পবিত্র-প্রেমে মগ্ন হইয়া প্রণয়ীযুগল বাহ্য-জগত বিস্মৃত হইলেন। সেই মুহূর্ত্তে ক্রোধ ও বিস্ময়যুক্ত একটী চীৎকার তাঁহাদের কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল। সহসা বনমধ্য হইতে এক জন পুরুষ বহির্গত হইলেন। ফ্রেডরিক্ ও লুসি তাঁহার সম্মুখে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। ইনি লুসির পিতা, মিঃ ডেভিস্; তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, "পাপিষ্ঠা লুসি, এই জন্যই কি সচরাচর সন্ধ্যাকালে ভ্রমণে বহির্গত হও।" অনন্তর ফ্রেডরিকের দিকে ক্রোধ-পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "তুই কোন সাহসে আমার কন্যার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা করিস্।" ফ্রেডরিক্ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "আমি আপনার কন্যার সহিত পবিত্র-প্রেমে আবদ্ধ। বাল্যকাল হইতে আমাদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা আরম্ভ হইয়া পবিত্র অনুরাগে পরিণত হইয়াছে।" ডেভিস অধিকতর কর্কশস্বরে বলিলেন "আর না। বেশী কথার প্রয়োজন নাই। লুসি, এখানে এস।" অনন্তর লুসিকে বল-পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, "বাটী গিয়া তোমার ভ্রমণের বিহিত করিব। ফ্রেডরিক্, আমি তোমায় দুই একটী কথা বলি। আমি তোমার বাসায় বলিতে যাইতে ছিলাম যে স্যর আর্চিবাল্ডের হুকুম—তোমায় অন্যত্র কার্য্য

অন্বেষণ করিতে হইবে। এই তোমার দুই সপ্তাহের বেতন; তুমি যত শীঘ্র দূর হও ততই মঙ্গল।” এই কথা বলিয়া গোমস্তা কয়েকটী রৌপ্য মুদ্রা ফ্রেডরিকের পদতলে নিক্ষেপ করতঃ কন্যাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। লুসি, ফ্রেডরিকের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়াদিলেন। ফ্রেডরিক্ ঈষৎ হাস্য করিয়া তাহার উত্তর দিলেন।

যতক্ষণ লুসি ও তাঁহার পিতা দৃষ্টিপথের অতীত না হইলেন, ততক্ষণ ফ্রেডরিক একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন; পরক্ষণেই নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। বিষম চিন্তা আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। কিন্তু ডেভিস্ অবজ্ঞা সহকারে যে রৌপ্যমুদ্রা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহা তটিনী-তটে পড়িয়া রহিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

——:※:——

হোটেলের বৈঠকখানা।

রাত্রি নয়টা—রয়ালওক্ হোটেলের বৈঠকখানার পরদা ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে—টেবিলের উপর বাতি জ্বলিতেছে—অন্যদিন অপেক্ষা হোটেলে লোকের সমাগম

ও অধিক। অন্ততঃ দ্বাদশ জন লোকে ধূম পান ও বুশেল প্রস্তুত উৎকৃষ্ট মদ্যপান করিতেছে। হোটেলস্বামী বুশেল এক পার্শ্বে উপবিষ্ট; তাঁহার সম্মুখে অন্যতর কোণে সার্জ্জেণ্ট ল্যাংলে সরল ভাবে উপবেশন করিয়াছেন, সকলেই তাঁহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার বদন-মণ্ডলে গাম্ভীর্য্য বিদ্যমান, কথাগুলি দাম্ভিকতায় পরিপূর্ণ। পূর্ব্বেই বলাহইয়াছে তাঁহার শরীর সুদীর্ঘ ও সবল; মুখ রক্তবর্ণ, কেশ ছোট ছোট, মস্তকের সম্মুখভাগ ও মধ্যস্থল কেশ হীন; ছোট ছোট চক্ষুগুলি মিট্‌ মিট্‌ করিতেছে, একটু পর্য্যবেক্ষণ করিলে চাতুরী ও ধূর্ত্ততাপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়; তাঁহার বয়স ন্যূনাধিক পঁয়তাল্লিশ বৎসর। তিনি ধূম পান করিতে করিতে কথোপকথন করিতে ছিলেন; ক্ষৌরকার আগ্রহ সহকারে স্বীয় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিবার অবসর প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন। কথা কহিবার জন্য ক্ষৌরকার বেটস্ এত উৎসুক হইয়াছিলেন যে তাঁহার হস্তের চুরট নিবিয়া গিয়া হস্তে রহিল; সম্মুখে এলমদ্যের পাত্র ও রহিল। ল্যাংলে বুঝিতে পারিলেন যে ক্ষৌরকার অবসর পাইলেই কথা একচেটিয়া করিবেন; সুতরাং ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে এই অবসর প্রদান করিলেন না।

মুদি, দর্জ্জি, রুটীওয়ালা, মাংসবিক্রেতা, জুতাওয়ালা এবং গ্রামের অন্যান্য মাতব্বর লোকেরা আগ্রহসহকারে সার্জ্জেণ্টের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গল্প শুনিতেছিলেন। কিন্তু সৈনিক-জীবনের সুন্দর চিত্র প্রদান করাই তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য; তিনি অত্যন্ত কৌশল ও চতুরতা সহকারে এই উদ্দেশ্য সাধনের উদ্যোগ

করিতেছিলেন। সৈনিক-জীবনের মনোহর চিত্র অঙ্কনকালে সার্জ্জেণ্টকে সততার মস্তকে পদাঘাত করিতে হইয়াছিল। তিনি সমাগত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে নবসৈন্যসংগ্রহের আশা করেন নাই। অধিকন্তু ইহাদের মধ্যে কেহই সৈনিক কার্য্যের উপযোগী ছিলেন না। কারণ মাংসবিক্রেতা অত্যন্ত দৃঢ়কায়; ক্ষৌরকার অত্যন্ত কৃশ; রুটীওয়ালা অতিশয় খর্ব্বকায়; মুদি বক্রপদ; দর্জ্জি কুব্জাকার এবং অবশিষ্টের শারীরিক অবস্থা সৈনিকোপযোগী ছিলনা; তবে, পাছে গ্রামের সুগঠন, সুশ্রী, সবল যুবকেরা ইহাদের কথা শুনিয়া সৈনিক কর্ম্মে প্রবেশ না করে, এইজন্য তিনি সৈনিক জীবন সম্বন্ধে কুসংস্কার দূর করিতেছিলেন।

সার্জ্জেণ্ট বলিলেন "সৈনিক-জীবন দুঃখময় বল! ইহা-অপেক্ষা সুখের জীবন আমি অনুভব করিতে পারিনা; তোমাদের বড় বড় জমীদার ও ধনাঢ্য লোকেরা স্ব স্ব ধনাগার হইতে অর্থরাশি ব্যয় করিয়া নূতন নূতন ঘটনা দেখিবার জন্য ও ভ্রমণের নিমিত্ত ইউরোপ খণ্ডে গমন করেন; কিন্তু সৈনিক পুরুষ নিজের এক কপর্দ্দকও ব্যয় না করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেছেন। সম্রাট তাঁহার ব্যয়ভার বহন করিতেছেন। মহাশয়, ইহাই ভাবিয়া দেখুন না কেন, সম্রাট ভ্রমণ ব্যয় দিতেছেন, ইহা অপেক্ষা সম্মানের বিষয় আর কি আছে! আমি যখন মনে করি যে ত্রিশবৎসর—কারণ আমি অল্পবয়সে সৈনিক বিভাগে বাদ্যকরের কার্য্যে নিযুক্ত হই—রাজব্যয়ে পৃথিবীর সমস্ত অংশ দেখিয়াছি, আমি অহঙ্কারে স্ফীত হই। প্রচুর সম্মান! প্রচুর সম্মান! যদি

কেহ ইহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন, আমি বলি তিনি, সম্মান কি পদার্থ জানেন না।

এইস্থানে সার্জ্জেণ্ট মুহূর্ত্তকাল নিবৃত্ত হইলেন। ক্ষৌরকার অবসর পাইয়া বলিল "কিন্তু আমি বলি, যদিও—"। ক্ষৌরকারকে নিবৃত্ত হইতে ইঙ্গিত করিয়া সার্জ্জেণ্ট বলিলেন "আমি আপনাদিকে সমস্ত সত্য কথাই বলিলাম। আমার ন্যায় পরিচ্ছদ ধারীরা কখনই মিথ্যা বলেন না। সৈনিক পুরুষকে কোন ক্লেশই সহ্য করিতে হয় না; যথাসময়ে তাহার খাদ্য উপস্থিত; কেহ কি কখন সৈনিক-পুরুষের অগ্নিমান্দ্য শুনিয়াছেন! চিকিৎসকেরা বলেন নিয়মিতখাদ্য অপেক্ষা উপকারী আর কিছুই নাই। ব্যায়াম সম্বন্ধে শিক্ষা-ভূমি অপেক্ষা মনোহর আর কি আছে! ব্যারাকগৃহ—কি মনোহরস্থান! প্রকৃত সুখ সেইখানে! প্রচুর বন্ধুবান্ধব—কথোপকথন—আর সমস্ত চিত্তহারী পদার্থ বিদ্যমান। উচ্চকর্ম্মচারীরা কি অমায়িক! কি দয়ালু! গোপনে সৈনিক দিগের সহিত সমভাব; তবে প্রকাশ্যে একটু গম্ভীর; আমারদিকে চাহিয়া দেখুন, আমি একজন উচ্চ কর্ম্মচারী: আপনারা দেখিতেছেন যে আমার অহঙ্কার নাই— সাধারণ সেনাদের সহিত আমি তুল্য ব্যবহার করি— তাহাদের উৎসাহ প্রদান করি—আমি তাহাদের উন্নতির চেষ্টা করি এবং তাহারা আমায় প্রকৃত বন্ধু মনে করে ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে? আমরা যেন একটী ভ্রাতৃসম্প্রদায়! আঃ, আপনাদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছি, সৈনিক দলের কশাঘাতের কথা আপনারা জানেন! আমি আপনাদের বলি শুনুন্—যদিও

আমার কথা আপনারা আশ্চর্য্য মনে করিবেন—কশাঘাত বড় সুখের। কশাঘাত নূতন উৎসাহ প্রদান করে—দেহ মধ্যে প্রীতিকর পরিবর্ত্তন উপস্থিত করে—রক্ত সঞ্চালনের সহায়তা করে—কেবল ইহাই নহে কশাঘাত হৃদয়কে বিশুদ্ধ করে—আত্মাকে পবিত্র করে—সৈনিক পুরুষ সমস্ত মহত্ব সত্ত্বেও যে ক্ষুদ্রনর তাহা স্মরণ করাইয়া দেয়; আর মহাশয়, এই গুলি যে বিশেষ উপকারী ফল সে বিষয়ে আপনাদের সন্দেহ নাই। আমি আর একটী কথা বলি শুনুন, আমি দেখিয়াছি কাহাকে একবার কশাঘাত করিলে, সে দশবার সহ্য করিতে আইসে। সেনারা কশাঘাত যে ভাল বাসে, সে বিষয়ে ইহা অপেক্ষা আর কি প্রমাণ আছে? ইহাও যথেষ্ট প্রমাণ না হইলে আমি আর কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না।

ক্ষৌরকার চেয়ার হইতে লম্ফ দিয়া বলিয়া উঠিল "কিন্তু—"

সার্জ্জেণ্ট। মহাশয় একটু অপেক্ষা করুন পরে আপনার সারগর্ভ বক্তব্য বলিবেন। সৈনিক জীবন যে সুখপূর্ণ, তাহা বোধ হয় আপনাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। আর দুঃখ-পূর্ণ সৈনিক জীবনের কথা শুনিতে হইবে না। এ জীবনের গৌরব একটু চিন্তা করুন। যে হস্তে এখন চুরটের নল ধরিয়া আছি, এই হস্তের কার্য্য হইয়া গিয়াছে, মহাশয়—যে শত্রু আমাদের মাতৃ ভূমি আক্রমণ করিত— যে শত্রু বীরদর্পে শান্তির আলয় ওকূলে পল্লী মধ্যে প্রবেশ করিত—যে শত্রু আপনাদের গৃহাদি লুণ্ঠন করিত—স্ত্রী সমূহ হরণ করিয়া লইয়া যাইত—আপনাদের সঞ্চিত খাদ্য ভক্ষণ করিত ও বিপণী-

শ্রেণী লুণ্ঠন করিত, আমি ওয়াটার্লু ক্ষেত্রে এই হস্তে সেই নিষ্ঠুর শত্রু নিহত করিয়াছি। সৈনিক-জীবনে দুঃখ! আমি কয়েকটী সুখের কথা বলিতেছি। পৃথিবী দর্শনের ন্যায় সুখকর আর কি আছে? আর কোন্ ব্যক্তিই বা সৈনিক পুরুষ অপেক্ষা অধিক সংখ্যক দেশ দর্শন করিয়াছেন? মহোদয়গণ যদিও আপনারা সকলেই বুদ্ধিমান্, তথাপি আমি যে দেশে গিয়াছি, তাহার সৌন্দর্য্য ও অপূর্ব্ব পদার্থের বিষয় আপনারা চিন্তা ও করেন নাই। বোধ হয় আপনারা "গাভী-তরুর" কথা শুনিয়াছেন, এই বৃক্ষে ছিদ্র করিয়া দিলেই সুমিষ্ট দুগ্ধ বহির্গত হয়। সেই দ্বীপেই আর এক প্রকার বৃক্ষ আছে যাহাতে ছিদ্র করিলে উৎকৃষ্ট বিয়ার নির্গত হয়। সে বিয়ার, আমরা যে এল পান করিতেছি তাহা অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে, আরো আশ্চর্য্য এই যে, ইহাতে লোক মাতাল হয় না, সুতরাং যত ইচ্ছা ততই পান করা যায়। আরো এক কথা, বোধ হয় সকলেই সুমিষ্ট ফল ভালবাসেন; এরূপ দেশে গিয়াছি যেখানের বাগানের বেড়ায় সুমিষ্ট আঙ্গুর ফল ফলিয়াছে। পথ পার্শ্বে গাছ গুলি সত্য সত্যই ফল ভরে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে মহাশয়, সেই দেশই বাসের উপযোগী।" এই কথা বলিয়া সার্জ্জেণ্ট চতুর্দ্দিকে তাঁহার বিস্মিত ও পুলকিত শ্রোতাবর্গের প্রতি ধীরে ধীরে দৃষ্টিপাত করিলেন। ক্ষৌরকার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু মহাশয় অনুমতি দিলে একটা কথা—"

সার্জ্জেণ্ট তৎক্ষণাৎ বলিলেন "বন্ধু, আপনি যাহা বলিবার উদ্যোগ করিতেছেন, তাহা [illegible]

পৃথিবীর অন্যান্য অংশের সুমিষ্ট ফলের কথা জানিতে চান? বোধ হয় আপনারা সকলেই নারিকেল ভালবাসেন। অন্য দেশীয় নারিকেলের নিকট, ইংলণ্ডের নারিকেল শুপারির ন্যায়। আমি জয়ঢাকের ন্যায় বড় বড় নারিকেল দেখিয়াছি; তাহার শাঁস নিরেট; আবশ্যক হইলে ছুরী দ্বারা কাট আর খাও। অন্যদেশে যেরূপ শাক্ সবজী হয় ইংলণ্ডে তাহার কিছুই দেখেন নাই। বড় বড় গাছে কপি ফলিয়া রহিয়াছে, আবার ঈশ্বরের এমনি সৃষ্টিকৌশল, যে যেখানেই কপির গাছ, সেই দেশে হৃষ্টপুষ্ট শূকর আছে; তাহারা সর্ব্বদা সাগর জলে অবগাহন করিয়া লবণাক্ত হইয়াছে। সুতরাং একটা শূকর মারিয়া ফেল; যে স্থান খুসী সেই অংশটী কাটীয়া লও; গাছ হইতে একটা কপি পাড়িয়া আন, একটা হাঁড়ীও চড়াইয়া দাও; যথাসময়ে সুমিষ্ট খাদ্য প্রস্তুত হইবে; অথচ তোমার একটী পয়সাও ব্যয় হইবেনা। মহাশয়, ইংলণ্ডে ইহার সমকক্ষ কিছু আছে, আমি বিশ্বাস করিনা। "এখন আমার মনে যাহা উদয় হইল; তাহারাই দুই একটী সামান্য ঘটনার উল্লেখ করিলাম। এই সকল দেশ দর্শন ও সুখ সেবন যদি দুঃখময় হয়, তবে সৈনিক পুরুষের জীবন সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখপূর্ণ!" অনন্তর বুশেলের দিকে চাহিয়া বলিলেন "বন্ধু বুশেল, ইংলণ্ডে মিল্কপঞ্চ প্রথমে কি করিয়া আসিল? আমি বলিতেছি শুন। যে গাভী-তরুর কথা বলিতেছিলাম, তাহা হইতেই ইহার আরম্ভ। গ্রীষ্মকালে উপরের শাখার দুগ্ধ সূর্য্যতাপে ফুটিয়া স্পিরিট পরিণত হয়। এই

স্পিরিট, গাছের গুড়ির দুগ্ধের সহিত মিলিত হইয়া সুমধুর মিল্ক-পঞ্চ প্রস্তুত করে। যে দিন আমাদের সৈন্যদল ঐ দ্বীপে উপস্থিত হইল, সেই দিনেই কর্ণেল হইতে বাদ্যকর পর্য্যন্ত সকলেই গাভী-তরুতে ছিদ্র করিলাম কিন্তু গ্রীষ্মকাল বলিয়া বৃক্ষ হইতে মিল্ক-পঞ্চ বাহির হইল। সৈন্যদল মাতাল হইল; দ্বাদশ ঘণ্টা গাঢ় নিদ্রার পর সকলের নেশা ছুটীয়াগেল। কিন্তু আমরা অধিকতর আশ্চর্য্যরূপে প্রকৃতিস্থ হইলাম; কারণ নিকটস্থ ফোয়ারার জল পান করিয়াদেখি, যে সেই জল সুমিষ্ট সোডাওয়াটার; ফোয়ারাটী খড়ীমাটির মধ্যস্থল দিয়া আসাতেই ভূগর্ভের আবদ্ধ বায়ুতে জলের ঐরূপ আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। ঈশ্বরের কেমন সৃষ্টিকৌশল দেখুন, যেখানেই মাতাল হইবার গাছ, সেইখানেই নেশা ছাড়াইবার সোডাওয়াটার।" এই স্থলে সার্জ্জেণ্ট নিবৃত্ত হইয়া অবশিষ্ট এলমদ্য দ্বারা পিপাসা নিবারণ করিলেন। ক্ষৌরকার এতক্ষণের পর অনেক সাধের কথা কহিবার সময় পাইলেন।

ক্ষৌরকার সুবিজ্ঞ বক্তার ন্যায় গম্ভীরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন "বন্ধুগণ, আমাদের নবাগত বন্ধু যাহা বলিলেন, তজ্জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু তিনি যখন সৈনিক-জীবনের সমস্ত সুখ বর্ণনা করিলেন এবং বলিলেন যে সেনাগণ পরমসুখে পানাহার করেন, নিদ্রা যান এবং বিনাব্যয়ে পরিচ্ছদ প্রাপ্ত হন, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি "ষ্টপেজ" ※ অর্থ কি? এবং সৈনিক পুরুষ নিজ

※ (ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বেতনের অংশ গ্রহণ)

ব্যয়ের জন্য কত অর্থ প্রাপ্ত হন। আমি আরও জিজ্ঞাসা করি—”

সার্জ্জেণ্ট সম্পূর্ণ বিশ্রাম করিয়া বাগযুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া বলিলেন “এক একটী করিয়া জিজ্ঞাসা করুন। মহাশয়গণ, আমায় সৈনিকের বেতন জিজ্ঞাসা হইয়াছে; আর আমি ‘ষ্টপেজের’ আভাসও শুনিলাম। ‘ষ্টপেজ’ বলিয়া সৈনিকের কিছুই নাই। বিপক্ষেরা সবল ও দেশ-হিতৈষী যুবকদিগকে সেনাদলে প্রবেশ করিতে দিবেনা বলিয়াই এই কাল্পনিক কথার সৃষ্টিকরিয়াছেন। ব্রিটীশ সেনা মদ্যপানের জন্যই প্রত্যহ তের পেন্স প্রাপ্ত হন। সেনা দলে অর্থের অভাব নাই। আমাদের টাকা কিসে খরচ করিব, তাহাই স্থির করিতে পারিনা। আমার বিশ্বাস, আমাদের সম্রাট অত্যন্ত দানশীল। মহাশয়, যখন সাধারণের এতঅর্থ সৈনিক বিভাগে ব্যয়িত হয়, তখন আপনাদের ট্যাক্স সম্বন্ধে আপত্তি করার কারণ আছে। মহাশয় দেখুন—” ল্যাংলে কতকগুলি রৌপ্য মুদ্রা, কতিপয় স্বর্ণ মুদ্রা এবং অধিক-সংখ্যক তাম্র মুদ্রা বাহির করিলেন। অনন্তর তাচ্ছল্য পূর্ব্বক মুদ্রা গুলি পকেটে ফেলিয়া বলিলেন “ইহা কিছুই নয়; আমরা ইচ্ছা মত প্রচুর অর্থ ব্যয় করি। বুশেল, আর খানিক মদ্য দাও।” তিনি কিরূপে অর্থ ব্যয় করেন, জানাইবার জন্যই যেন এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল। এক্ষণে আশানুরূপ ফল হইয়াছে দেখিয়া ধূর্ত্ত সার্জ্জেণ্ট চতুর্দ্দিকে চাহিয়া বলিলেন “বুশেল, একটু অপেক্ষা কর। উপস্থিত মহোদয়গণের সহিত পরিচিত হইলে আমি বিশেষ গৌরবান্বিত

মনে করিব; তজ্জন্য আমি মনস্থ করিয়াছি যে, ইহারা সকলেই সম্রাটের স্বাস্থ্য পান করিবেন; আমার নিজের জন্য এক গ্লাস এলমদ্য না আসিয়া দুই গ্যালন এল আনে।”

সার্জ্জেন্টের ব্যবহারে চতুর্দ্দিকে বাহবা পড়িয়াগেল, এবং হোটেল-স্বামীর ভাগ্যে যাহা কখন ঘটে নাই তাহাই ঘটিল। হোটেল স্বামী চলিয়াগেলে ল্যাংলে ক্ষৌরকারকে বলিলেন “মহাশয়, আপনাকে অন্যান্য প্রশ্ন করিবার অবসর দিই নাই তজ্জন্য ক্ষমা করুন। কিন্তু আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা করি; আপনিই কি এই গ্রামের কেশসংস্কারক ও সুগন্ধি-বিক্রেতা?”

এইরূপ জাকাল উপাধিতে সম্ভাষিত হইয়া ক্ষৌরকার আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন; এবং বলিলেন “আজ্ঞা হাঁ। তীক্ষ্ণক্ষুর, উজ্জ্বল, উৎকৃষ্ট সাবান, পরিস্কার তোয়ালে প্রভৃতিতে আমার দোকান অদ্বিতীয়।”

সার্জ্জেন্ট উত্তর করিলেন “তাহার আর সন্দেহ কি? আপনাদের মনোরম ক্ষুদ্র পল্লীতে যত দিন আছি তত দিন আমার শ্মশ্রুতে আপনার গুণপনা পরীক্ষা করিব। আমি পমেটম ও ব্যবহার করি এবং আপনার পমেটমই পরীক্ষা করিব। আর এক কথা, যখন কোন ব্যক্তিকে সৈনিক দলে নিযুক্ত করিবার জন্য ক্ষৌরকার আমায় অনুরোধ করেন, আমি তাহাকে নিযুক্ত করিয়াই, তাঁহার দ্বারা ক্ষৌর সম্পন্ন করাইয়া লই এবং প্রত্যেক নবাগত সৈন্যের ক্ষৌরের জন্য অর্দ্ধ ক্রাউন দিয়া থাকি। এই যে এল মদ্য উপস্থিত।”

নবসৈন্যের প্রতি সার্জ্জেন্টের ব্যবহার শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্ট ক্ষৌরকার তাঁহার প্রশ্নের কথা বিস্মৃত হইলেন। ল্যাংলেকে বাধা দেওয়া দূরে থাকুক তিনি অধিকতর মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিতে লাগিলেন। সুতরাং বাক্য-রাজ্যে ল্যাংলের একাধিপত্য। সরল-বিশ্বাসী পল্লীবাসীরা হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। মদ্য পানে সকলেরই অল্লাধিক নেশা হইল। সার্জ্জেণ্ট সময় বুঝিয়া নূতন নূতন কাল্পনিক উপন্যাস আরম্ভ করিলেন, পূর্ব্বের আরব্ধ গল্পগুলিও উহাদের কাছে পরাভব মানিল। রাত্রি দ্বিপ্রহর হইল। হোটেলে এত রাত্রি পর্য্যন্ত কখন আলো জ্বলিতনা। বুশেল-পত্নী ভাবিলেন—সার্জ্জেণ্ট, এত রাত্রে তাঁহার স্বামীর সহিত উপস্থিত হ্‌ইয়া শান্তির শিরশ্চেদন করিতেছেন; সুতরাং ব্যাপারটা কি? বুঝিবার জন্য হোটেলে প্রবেশ করিলেন। পল্লীবাসীরা উঠিয়া স্ব স্ব গৃহে চলিলেন। বিদায়কালে সার্জ্জেণ্ট সকলের কর-মর্দ্দন করিয়া পর দিন সন্ধ্যাকাল এইরূপে অতিবাহিত করিবার জন্য সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পিতা পুত্রী।

চিত্তহারিণী লুসির পিতার বয়স পঞ্চান্ন বৎসর। তাঁহার গঠন সুন্দর, আকার মধ্যম, শরীরে বেশ বল ও ছিল; সুপক্ব

কেশ-রাজি সরল হইয়া মস্তকে বিরাজিত। ললাট ও মুখ মণ্ডলে সুগভীর রেখা সমূহ তাঁহার কোপন স্বভাব প্রকাশ করিতেছে। স্বকার্য্য-সাধনের নিমিত্ত তিনি সকল কার্য্যই করিতে পারিতেন। তাঁহার স্বর কর্কশ ও হৃদয় কঠিন; পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, ডেভিস্ বিপত্নীক ছিলেন। তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পত্নী পরলোক গমন করিয়াছিলেন। সুতরাং লুসি শৈশবে ও বালিকা বয়সে মাতৃস্নেহে লালিত পালিত হন। লুসির মাতা উচ্চ বংশ-সম্ভূতা ও কোমল-প্রকৃতি ছিলেন; সকলেই তাঁহাকে ভাল বাসিত। যদিও লুসির মাতা এ বিবাহে সুখী হইতে পারেন নাই, তথাচ তিনি গ্রাম্য পত্নী দিগের আদর্শ স্থানীয়া হইয়া ছিলেন। লুসি এই গুণবতী জননীর নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হন। এই কারণে আমাদের নায়িকা শিক্ষা ও শিষ্টাচার বিষয়ে গ্রাম্য বালিকা দিগের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ডেভিস্ কুপতি কিম্বা কুপিতা ছিলেন না। তিনি কখন প্রগাঢ় প্রণয় কিম্বা প্রগাঢ় স্নেহ অনুভব করেন নাই, কিন্তু বিনাকারণে কাহার ও প্রতি রুষ্ট হইতেন না। ডেভিস্-পত্নী স্বামীর স্বভাব বুঝিতে পারিয়াই সকল কার্য্যে স্বামীর মতানুসরণ করিতেন, সুতরাং কোন রূপে তাঁহাদের পারিবারিক সুখে বাধা পড়ে নাই। লুসিও মাতার ন্যায় কোমল প্রকৃতি ছিলেন, পিতাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। সর্ব্ব বিষয়ে লুসি বিনয়ী, কর্ত্তব্যপরায়ণা ও পিতার অনুগতা ছিলেন। এই প্রথম লুসিকে পিতার অজ্ঞাতসারে কার্য্য করিতে হইয়াছিল।

বন হইতে মাঠে পৌঁছিবামাত্র ডেভিস্ বলিলেন “লুসি তুমি ফ্রেডরিকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, বোধ হয় তাহাকে উৎসাহ দিয়াছ। আরও বোধ হয় তোমাদের মধ্যে প্রণয় প্রতিজ্ঞা ও সম্পন্ন হইয়াছে!”

লুসি। পিতঃ, আমি যে ফ্রেডরিক্‌কে ভালবাসি, তাহা আপনার নিকট গোপন করিতে চাহিনা, আমি তাঁহাকে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি, আমি আর কাহাকে ও ভাল-বাসিতে পারিবনা।

ডেভিস্ অতি কষ্টে ক্রোধসম্বরণ করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, কন্যাকে স্ববশে আনিতে হইলে চাতুরী ও কৌশল আবশ্যক; ক্রোধ ও ভয় প্রদর্শনে সফল হইতে পারিবেননা; সুতরাং দীন ভাবে কন্যাকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন “লুসি এই কি তোমার উচিত? আমি কি তোমার পিতা নহি? আর তোমায় কি কন্যার ন্যায় লালন পালন করি নাই।”

লুসি অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন “সকলই সত্য—আমি ও সাধ্যমত আজ্ঞাপালন করিয়াছি, কিন্তু মনের আবেগ কে নিবারণ করিতে পারে! পিতঃ কোন মানুষেরই এক্ষমতা নাই।”

ডেভিস্। কিন্তু সমস্ত বুদ্ধিমতী যুবতীই মনোভাব দমন করেন। লুসি তোমার অসদাচরণের পক্ষে কোন সদুত্তর নাই।

লুসি। আমি আমার দোষ খণ্ডন করিতেও চাহি না। ফ্রেডরিকের সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করা যে অন্যায়, তাহা

আমি অস্বীকার করিনা। কিন্তু আমি বিলক্ষণ জানিতাম যে আপনি তাঁহার ন্যায় সামান্য লোকের সহিত আমার বিবাহের অনুমতি দিবেন না। তথাপি মধ্যে মধ্যে আমার ইচ্ছা হইত যে আপনার চরণে ধরিয়া অনুমতি গ্রহণ করি।

ডেভিস্। লুসি তুমি উন্মত্তের ন্যায় কথা কহিতেছ। তুমি যে উহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে ইচ্ছা কর, ইহাতেই আমার রাগ হয়।

লুসি। পিতঃ, আপনি ফ্রেডরিক্‌কে বাল্যকাল হইতে জানেন; আপনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, তিনি অতিশয় সচ্চরিত্র, তাঁহার স্বভাব কোমলতাপূর্ণ এবং সর্ব্ববিষয়ে তিনি যুবকদিগের আদর্শ স্থল।

ডেভিস্। তুমি যাহা বলিলে তাহা উপন্যাসে সুন্দর দেখায়, কাল্পনিক নায়কদিগের পক্ষেই শোভাপায়; কিন্তু আমরা প্রকৃত মনুষ্য এবং সমস্তই প্রকৃত ঘটনা; তুমিও জান যে, এই দরিদ্র কর্ম্মচ্যুত যুবকের হস্তে আত্মসমর্পণ করা কতদূর উন্মত্তের কার্য্য।

লুসি। তিনি কেন কর্ম্মচ্যুত হইলেন? আপনি সমস্ত বৃত্তান্ত জানেন! পিতঃ, আমি আপনাকে অনুরোধ করি, যদি আপনার হৃদয়ে দয়া থাকে, তবে সার অর্চিবাল্ড রেডবরণকে বলিয়া ফ্রেডরিকের বিষয় সুবিচার করুন।

ডেভিস্। তোমার কথা ক্রমেই অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। লুসি এখনও আমি তোমায় বলিতেছি যে, তুমি ফ্রেডরিকের

আশা ত্যাগকর। আমি তোমার পিতা, তোমাকে সুখী করাই আমার কর্ত্তব্য। তুমি আমার গৌরব স্থল, তুমি আমায় লজ্জাস্পদ করিও না।

লুসি। না পিতা কখনই না।

ডেভিস্। তুমি আমার কথা বুঝিতে পারিতেছনা। তুমি যে সরলান্তঃকরণ, তাহা আমি বেশ জানি; নতুবা ফেডরিক্ কি প্রতারণা পূর্ব্বক তোমার হৃদয় অধিকার করিতে পারে?

লুসি। পিতঃ, ফ্রেডরিকের চরিত্রে দোষারোপ করিবেন না, তিনি স্বার্থপর বা বিশ্বাস ঘাতক নহেন।

ডেভিস্। তাহা, তাহার ব্যবহারেই জানাগিয়াছে! লুসি আমি তোমায় তিরস্কার করিতে চাহিনা। তোমার প্রসূতি সদ্বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং সদ্বংশে বিবাহোপ-যোগী শিক্ষা দিয়াছেন। তুমি আমার সুন্দরী কন্যা; তুমি আমার গৌরব স্থল। যদি তুমি এরূপ নীচলোকের সহিত প্রণয়াবদ্ধ হও, আমার ক্রোধের সীমা থাকিবেনা; আমি তোমায় চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিব। তুমি বুদ্ধিমতী বালিকা, নিম্নদিকে দৃষ্টি না করিয়া উচ্চদিকে দৃষ্টি কর। নীচবংশে বিবাহাপেক্ষা যুবতীদিগের আর কি দুর্দ্দশা আছে! প্রিয় লুসি, আমি তোমার সম্বন্ধে অনেক আশা করিয়াছি, সে আশাপূর্ণ হইবার ও সম্ভাবনা আছে। কোনমতেই তুমি আমার আশা ভঙ্গ করিতে পারিবেনা।

লুসি পিতার কথা শুনিতেপাইলেনা; তিনি দুশ্চিন্তায় মগ্ন হইয়াছিলেন এবং তাঁহার হৃদয় গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন

হইয়াছিল। তাঁহার পিতা ক্রুদ্ধ হইলে, বোধহয় লুসির এতদূর আত্মগ্লানি হইতনা। কিন্তু ডেভিস্ এরূপ ধীর ভাবে কথা কহিতেছিলেন, এরূপ মৃদুভাবে তিরস্কার করিতেছিলেন, যে লুসি বুঝিতে পারিলেন, পিতার তাঁহাকে তিরস্কার করিবার ক্ষমতা আছে, সমাজের অবস্থানুসারে তাঁহার পিতার উপদেশ অনেক পরিমাণে সত্য এবং ফ্রেডরিকের সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করা অন্যায়; কিন্তু মুহূর্তের জন্যে ও লুসির অনুরাগ হ্রাস হইল না। তিনি ইহাও বুঝিতে পারিলেন যে, পিতা তাঁহার মঙ্গলের চেষ্টাই করিতেছেন কিন্তু পিতার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারিবেন না বলিয়া তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছিল। এই জন্যই তিনি দুশ্চিন্তায় মগ্ন; এই জন্যই তাঁহার হৃদয় গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন।

এতক্ষণে তাঁহারা বাটীতে পৌঁছিলেন। বাসগৃহের চতুঃপার্শ্বে একটি উদ্যান; লুসি যত্নপূর্ব্বক বাগানের ছোট ছোট ফুলের গাছ রোপন করিয়াছিলেন; বাটীরভিতর ও তেমনি পরিস্কার। যেখানে লুসি বিরাজমান সেখানে কি অপরিস্কন্নতা অসিতে পারে! অল্পবয়স্কা পরিচারিকা মার্থা দ্বারোদঘাটন করিলে পর লুসি সত্বরে স্বীয় শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অশ্রু বিসর্জ্জনে হৃদয়ের ভার কিয়ৎপরিমানে হ্রাস প্রাপ্ত হইল। ক্ষণকাল পরেই মার্থা, লুসিকে পিতার সহিত ভোজন করিতে ডাকিবার নিমিত্ত তাঁহার দ্বারে ধীরে ধীরে শব্দ করিল। লুসি রোদন-চিহ্ন অপনয়নের জন্য চক্ষুধৌত করিলেন এবং

সাধ্যমতে মনোভাব সম্বরণ পূর্ব্বক ভোজন গৃহে গমন করিলেন গৃহের পর্দা বন্ধ ছিল এবং টেবিলের উপর আলোক ছিল পিতা পুত্রী ভোজনে বসিলেন—পিতা উত্তম রূপে আহার করিতে পারিলেন না—লুসির একেবারেই আহার হইল না মার্থা ভোজন-পাত্র স্থানান্তরিত করিলে, ডেভিস্ বলিলেন "যদিও আমাদের গত কথোপকথন সুখজনক নহে, তথাপি তৎসম্বন্ধে শেষ আলোচনা আবশ্যক। লুসি, আমি বলিতে ছিলাম তোমার সম্বন্ধে আমার অনেক আশা আছে। এবং সে আশা ব্যক্ত করিবার ও সময় উপস্থিত; স্থির হইয়া মনোযোগ পূর্ব্বক আমার কথা শুন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি তুমি পরমাসুন্দরী ও তোমার মাতা তোমায় সুশিক্ষিতা করিয়াছেন। এই পল্লীতে কোন বলিকাই রূপে গুণে তোমার সমকক্ষ হইতে পারে না। তজ্জন্যই তোমার উচ্চ দৃষ্টির অধিকার আছে।"

পিতা তাঁহার জন্য অন্য কোন পাত্র স্থির করিয়াছেন মনে করিয়া, লুসি কম্পমান হইয়া বলিলেন "পিতা, আমি আপনার কথা বুঝিতে পারিলাম না।" লুসি সত্য কথাই বলিল, কারণ তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির প্রতিকূল নূতন কথা শুনিয়া তিনি হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন।

ডেভিস্। তবে আমি সুস্পষ্ট বলিতেছি, অদ্যকার সন্ধ্যা কালের ঘটনা পর, আমার মনোগত ভাব গোপনে রাখা অনাবশ্যক। লুসি, (সম্মুখে অগ্রসর হইয়া)"—তুমি কি চাও —সামান্য শ্রমজীবিকে বিবাহ করিয়া সামান্য কুটীরে বাস করিবে? না, সম্ভ্রান্ত ধনশালী যুবকের পানিগ্রহণ করিয়া

অট্টালিকার শোভা সম্বর্দ্ধন করিবে।" বালিকার হৃদয় প্রথমোক্ত প্রস্তাবটী গ্রহণ করিল; কিন্তু ভয় ও বিস্ময়ে কোন উত্তর দিতে পারিল না; দ্বিতীয় প্রশ্নে বালিকার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। লুসি পিতার দিকে চহিয়া রহিলেন।

ডেভিস্। (সক্রোধে) লুসি, তুমি কি তবে বুঝিবে না! তুমি যদি নিতান্তই ঐ নির্গুণ যুবকের প্রতি অনুরক্তা হও, আমি তাহার উপায় করিতেছি। রেভ্ বরণের কোন প্রজা তাহাকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবে না সুতরাং তাহাকে পল্লী পরিত্যাগ করিতে হইবে, বোধ হয় তুমি এত অবাধ্য নও যে তাহাকে গোপনে চিঠি পত্র লিখিবে। আমি দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, আমি তোমার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিব। কিন্তু আরো বলি—আমার মতানুসারে তোমায় চলিতে হইবে। বালিকে, তুমি অনায়াসে সর্ব্বোচ্চ অবস্থা লাভ করিতে পার; আমি তৎসম্বন্ধে সমস্তই স্থির করিয়াছি—উচ্চ বংশে তোমার বিবাহ দেওয়াই আমার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সফল হইবার সুযোগ ও উপস্থিত। এখন তুমি নীচের প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া আমার আশা নৈরাশ করিলে কখনই তোমার ভাল হইবেনা।

ডেভিসের কথা শেষ হইতে না হইতে লুসি চীৎকার করিয়া উঠিল। যে পিতাকে তিনি এতদিন সচ্চরিত্র ও ধার্ম্মিক মনে করিয়াছিলেন, অদ্য দেখিলেন তিনি এক জন ঘোর সংসারী, স্বীয় কার্য্য-সিদ্ধির জন্য ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতে কুণ্ঠিত নন এবং কন্যার চিরসুখে জলাঞ্জলি দিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর।

ডেভিস্। লুসি, আমি তোমায় সকলই খুলিয়া বলিলাম। এখন তুমি আমার উদ্দেশ্য বুঝিয়াছ? আমার আজ্ঞা পালনই তোমার কর্ত্তব্য কার্য্য। তুমি স্থির চিত্তে বিবেচনা করিলে আমার মতেই মত দিবে। তাহা না করিলে তোমার পাগলের ন্যায় কার্য্য করা হইবে। অন্যান্য বুদ্ধিমতী ও সুন্দরী যুবতীদিগের ন্যায় তোমারও উচ্চ আশা আছে। যখন দেখিবে আমার অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখন তুমি উপস্থিত প্রণয় অল্প কাল মধ্যে বিস্মৃত হইবে!

লুসি। (প্রস্থানোদ্যত হইয়া) পিতঃ, আর না, আর না। অন্যের প্রণয়-পাশে বদ্ধ না হইলেও আপনার মতাবলম্বী হইতাম না।

ডেভিস্ লুসিকে বলপূর্ব্বক চেয়ারে বসাইয়া সক্রোধে বলিলেন তোমায় হইতেই হইবে, আর আমি সহ্য করিব না। ফ্রেডরিকের সহিত গুপ্ত প্রণয়ের জন্য তোমায় তিরস্কার না করিয়া ভাল কথাই বলিয়াছি। ভাল কথায় না হয়, আমি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিব। আমি তোমায় বলিতেছি, তুমি অনায়াসেই নির্ব্বোধ জেরাল্ড রেড্‌বরণের হৃদয়াধিকার করিতে পারিবে এবং তোমায় বিবাহ করিবার জন্য তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন। তাহাতে ও সম্মত না হও আমি যে সহজে ছাড়িবার লোক নহে, বুঝিতে পারিবে। এখন কি বুঝিতে পারিলে?

লুসি কাতর স্বরে বলিলেন, "বেশ বুঝিলাম।" অনন্তর তিনি বাতি লইয়া সত্বর শয়নাগারে গমন করিলেন। বাল্যকাল

হইতে লুসি পিতার নিকট বিদায় না লইয়া এবং তাঁহার মুখ চুম্বন না করিয়া শয়নাগারে গমন করিতেন না। কিন্তু তিনি এই প্রথম চির-পদ্ধতি অতিক্রম করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

——:০:※:০:——

রেড্‌বরণ-পরিবার।

ঐ দিন সন্ধ্যাকালেই সার আর্চ্চিবাল্ড রেড্‌বরণ ও তাঁহার পরিবারের সহিত বিশেষ রূপে পরিচিত করিবার জন্য আমরা পাঠকবর্গকে রেড্‌বরণ প্রাসাদের বৈঠকখানায় আহ্বান করিতেছি। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সার আর্চ্চিবাল্ডের বয়স প্রায় পঞ্চান্ন বৎসর, তিনি সুদীর্ঘ ও সুশ্রী। রেডবরণ-পত্নী স্বামী অপেক্ষা প্রায় দশ বৎসরের ছোট। কঠোর কাল এখন ও তাঁহার অনুপম সৌন্দর্য্য রাশিতে হস্তক্ষেপ করিতে পারে

নাই। যৌবনের জ্যোতি এখনও তাঁহার আয়ত নয়ন পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, মুক্তা-সদৃশ দন্ত-রাজি এখনও মুখ-মণ্ডলের অপূর্ব্ব শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। স্বাভাবিক স্বর্ণের অবিদ্যমানে, অস্বাভাবিক উপায়ে সুকৌশলে, গণ্ডদেশ রঞ্জিত হইত বটে, কিন্তু পল্লীবাসীরা তাহা স্বাভাবিক বর্ণ মনে করিয়া চমৎকৃত ও মোহিত হইত। কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ তদ্রূপ মনোহর ছিলনা। তাঁহার হৃদয় অতিশয় সঙ্কীর্ণ, অহঙ্কারে পরিপূর্ণ, যাহা কিছু সামান্য, তাহাই তিনি অবজ্ঞা-চক্ষে দর্শন করিতেন। স্বামীর ন্যায় রেড্‌বরণ-পত্নী মনে করিতেন যে নির্ধন, ধনীর দাসত্ব করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তজ্জন্যই তিনি ভিন্নমতাবলম্বী ব্যক্তিগণকে দুষ্ট, সমাজবিদ্রোহী ও অসচ্চরিত্র বলিতেন। আর্চ্চিবাল্ডের ভগিনী কুমারী রেডবরণ রেড্‌বরণ-পত্নীর সমবয়স্কা, সূক্ষ্ম গণনায় তাঁহার বয়স উনচল্লিশ বৎসর। কিন্তু তাঁহার আকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। তিনি দীর্ঘকায় ও কৃশ, তাঁহাকে চর্ম্মাবৃত কঙ্কাল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; বেশ ভূষাতেও তিনি কৃশতা গোপন করিতে পারেন নাই। তাঁহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ, চক্ষু প্রভাহীন, ঠোঁট দুখানি পাতলা— অভ্যাস বশতঃ সর্ব্বদাই একত্রিত থাকিত; মুখশ্রী প্রীতি জনক নহে; মুখ দেখিয়া বোধ হয় যেন তাঁহার হৃদয়ে স্ত্রীজাতি সুলভ কোমলতা লুপ্ত হইয়াছে। তিনি অল্প কথা কহিতেন; তাহাও আবার অপ্রিয় কথা। তিনি লোক সমাজে মিশিতে ভাল বাসিতেন না। ক্বচিৎ তাঁহাকে বাটীর বাহিরে দেখা যাইত। কেবল রবিবারে পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে উপাসনা

মন্দিরে নিয়মিত গমন করিতেন। অধিক বয়স্কা কুমারীরা, স্বামী অভাবে পক্ষী, বিড়াল প্রভৃতিকে প্রিয়পাত্র করেন; কিন্তু কুমারী রেড্‌বরণের এসব কিছুই ছিলনা। তিনি কোন জীবিত প্রাণীকেই ভাল বাসিতেন না—সর্ব্বদাই বিষাদ সাগরে মগ্ন থাকিতেন। কিন্তু তিনি চিরকাল ঐরূপ ছিলেন না। এক কালে তিনি সুন্দরী ছিলেন; যৌবনের প্রথমাংশে মুখ খানি হাসি হাসি ছিল। ক্রমে ক্রমে মুখের হাসি মুখেই শুকাইল; সোনার অঙ্গ দিন দিন মলিন হইয়া আসিল। যেন কোন হলাহল শরীর-মধ্যে প্রবেশ করিয়া অল্পে অল্পে শারীরিক ও মানসিক সৌন্দর্য্য গ্রাস করিতেছিল। ইহার কারণ কি? কেহই জানিত না। পাঠক, প্রণয়-নৈরাশ্যই এই পরিবর্ত্তনের কারণ মনে করিতে পারেন; কিন্তু যাঁহারা তাঁহাকে বাল্যাবধি দেখিয়াছেন, তাঁহারা তাহা বলেন না।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে জেরাল্ড রেড্‌বরণের বয়স প্রায় একবিংশ বৎসর। তিনি পাণ্ডুবর্ণ, দুর্ব্বল, ও ক্ষীণ-স্বর। ইন্দ্রিয় সেবাতেই তাঁহার জীবনের সারাংশ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তাঁহার উন্নতির লক্ষণ ছিল। তিনি দুই বৎসর নগরে কুসঙ্গে কালাতিপাত করেন, এবং দুই বৎসর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সময় পূর্ব্ব-স্বভাব বশতঃ তাঁহার স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইল। তখন তাঁহার পিতা মাতার স্বপ্ন ভাঙ্গিল। যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রেড্‌বরণ দম্পতীকে জানাইলেন যে তাঁহাদের পুত্র ইন্দ্রিয়দোষে মৃত্যুর নিকটস্থ হইয়াছেন, তখন তাঁহারা লেখা পড়া বন্ধ করিয়া জেরাল্ডকে বাটীতে আনিলেন। পিতা মাতা মনে করিলেন, পল্লীর

স্বাস্থ্য-কর সমীরণ, প্রলোভনাভাব, ও নিয়মিত আহার বিহারে জেরাল্ডের শরীর সুস্থ হইবে। তাঁহাদের চেষ্টা কিয়ৎ-পরিমাণে সফল হইয়াছিল। তথাপি তাঁহার শরীরের মালিন্য ও দৌর্ব্বল্য যায় নাই এবং তিনি যে সবল, সুস্থ ও সুশ্রী রেড্‌বরণ-দম্পতীর সন্তান, তাহা অপরিচিত ব্যক্তির বুঝা কঠিন হইত।

পাঠক, এখন রেড্‌বরণ পরিবারের কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন। রাত্রি প্রায় দশটার সময় তাঁহারা সকলে সুসজ্জিত বৈঠকখানায় উপবিষ্ট। আর্চিবাল্ড "মর্ণিং পোষ্ট" পত্রিকা পাঠ করিতেছেন। তাঁহার পত্নী জমিদারীর প্রজা ও শ্রমজীবি-দিগের উন্নত অবস্থার বিষয় বর্ণনা করিতেছেন; জেরাল্ড একখানি নূতন উপন্যাস পুস্তক পাঠ করিতেছেন, এবং কুমারী রেড্‌বরণ বা জেন্-পিসী সরল ভাবে চেয়ারে বসিয়া অবজ্ঞাসূচক হাস্য সহকারে তাঁহার ভ্রাতৃজায়ার অহঙ্কার-পূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিতেছেন।

আর্চিবাল্ড সংবাদপত্র খানি জানুদেশে স্থাপন পূর্ব্বক পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন আমি গেজেটে দেখিলাম, তোমার কলেজ-বন্ধু ফ্র্যাঙ্ক ড্যশউড্‌ কর্ণেট (অশ্বারোহীসেনা-ধ্যক্ষ বিং) হইয়াছেন।

জেরাল্ড। তবে তিনি যাজকতা ত্যাগ করিয়াছেন। যাজকতা তাঁহার উপযুক্ত কর্ম্ম নয়। এতদ্ভিন্ন ছয় ফিট ছয় ইঞ্চ উচ্চ লোককে বেদীতে ভাল দেখায় না; তাঁহার চেহারা দেখিয়াই উপাসক-বৃন্দ হাস্য করিয়া উঠিবেন।

জেন্-পিসী। হাঁ, তুমি যদি আগে পথ দেখাও।

আর্চ্চিবাল্ড। আমি যদি আর একবার যুবক হই তবে সৈনিক কার্য্য অবলম্বন করি।

রেড্‌বরণ-পত্নী। সার আর্চ্চি, জেরাল্ডের মস্তিষ্কে ও সব ভাব প্রবেশ করাইও না। সৈনিকের পোষাকে জেরাল্ডের শরীর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে না এবং ভারি টুপিতে মস্তক কেশ শূন্য হইবে। তুমি জান আমার এক ভাই কর্ণেল ছিলেন—বাইশ বৎসরের সময় কেমন সুশ্রী—

জেন্। বোধ হয় আমাদের জেরাল্ডের মত সুপুরুষ!

আর্চ্চিবাল্ড, ভগ্নীর দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, জেন্ তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না।

জেরাল্ড। পিসি তুমি যেমন খিট্‌খিটে তোমার কথাও তেম্‌নি। তা বলে তুমি আপনাকে সুন্দরী মনে করিও না। শস্য পাকিবার সময় তুমি একবার আমাদের মাঠে দাঁড়াইও ভয়ে কাক পক্ষী উড়িয়া যাইবে।

জেন্। তুমি দাঁড়াইলে আরো ভাল হয়।

জেরাল্ড। তুমি মর না কেন? (পিতার দিকে) আপনি যখন বলিয়াছেন, তখন আমি সৈনিক-দলেই প্রবিষ্ট হইব।

রেড্‌বরণ-পত্নী এই কথায় চমকিত হইয়া বলিলেন "বাছা, তুমি ওবিষয়ে মনোযোগ করিও না। কি! একমাত্র পুত্র—অতুল বিভব ও উপাধির উত্তরাধিকারী—যুদ্ধ বাধিলে গুলি লাগিতে ও পারে—

জেন্। ভয় নাই! জেরাল্ড সর্ব্বদাই পশ্চাতে থাকিবে!

রেড্‌বরণ-পত্নী। তুমি আমায় বাধা দিওনা। সার আর্চ্চি, তুমি জেরাল্ডের মস্তিষ্কে কি ভাব প্রবিষ্ট করাইলে দেখ দেখি।

জেরাল্ড। পিতার কথায় নয়, আমি নিজেই মস্তিষ্কে আনিয়াছি।

জেন্। ভাগ্য ভাল, তবে তোমার মস্তিষ্কে কিছু আছে!

জেরাল্ড। আমি অনেক দিন হইতে এ বিষয় ভাবিতেছি। কিন্তু আমি অশ্বারোহী দলে যাইতে চাহি না, আমি উহাদের পরিচ্ছদ পসন্দ করি না। আমি লাল জামা ভাল বাসি তজ্জন্য পদাতিক দলেই যাওয়া স্থির করিয়াছি। হর্স গার্ডে আপনার যে প্রতিপত্তি আছে আপনি কক্স এণ্ড গ্রিন উডের নিকট টাকা জমা দিলেই কমিশন* আনাইতে পারেন। কোন্ সৈন্য দলে প্রবেশ করিব, তাহাও স্থির করিতে পারেন। অন্ততঃ যে সৈন্য দল সম্প্রতি যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগত হইয়াছে, এবং নিশ্চয়ই কয়েক বৎসর ইংলণ্ডে থাকিবে, সেই দলে নিযুক্ত করিতে পারেন।

রেড্‌বরণ-পত্নী। তাহা হইলে ত অন্য কথা। জেরাল্ড তুমি সৈনিকবেশে গ্রামে উপস্থিত হইলে তোমার আত্মীয় বর্গ কত চমৎকৃত হইবেন! সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ তোমায় কতই ভাল বাসিবেন!

আর্চিবাল্ড। আরও জেরাল্ডের আগামী তিন চারি বৎসর কিছু কার্য্য করা উচিত, এবং ততদিন একটী "কমিসন" গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ।

জেন্। জেরাল্ড এত কার্য্যের উপযুক্ত, যে কার্য্য মনোনীত করাই কঠিন।

---

* উচ্চপদস্থ সৈনিক কর্ম্মচারীর-নিযুক্তি পত্র।

জেরাল্ড। মহাশয় আমি এ কার্য্যে বিশেষ উপযুক্ত। আপনি কবে আমার কার্য্যের চেষ্টা করিবেন, কবেই বা টাকা জমা দিবেন?

আর্চি। আমি ও তোমার জননী এ বিষয়ে আরও একটু আলোচনা করিব, এবং যদি এ বিষয়ে এই মতই থাকে আমি দুই এক দিনের মধ্যেই লণ্ডনে পত্র লিখিব। ভাল কথা—তোমার ইচ্ছা মত সেই দুর্ব্বৃত্তকে তাড়াইবার জন্য ডেভিসকে আজ্ঞা দিয়াছি—তাহার নাম কি?

জেরাল্ড। ফ্রেড্রিক্ লনস্ডেল, অমন বদমাইস্ পৃথিবীতে দুটী নাই।

জেন। (কর্কশ ভাবে) সে কি তোমার গালে চড়্ মারিয়াছিল?

জেরাল্ড। ঈস, আর একটু থাকিলেই তাহাকে আচ্ছা করিয়া চাবুক লাগাইতাম। যেম্‌নি আমি ঘোড়া হইতে নমিয়া চাবুক তুলিয়াছি ফ্রেড্রিক্ ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। গ্রাম্য চাষারা নিতান্ত কাপুরুষ।

জেন। কয়েক জন ভদ্রলোক ও ঐরূপ।

জেরাল্ড পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—কারণ তিনি জেন-পিসীর বিদ্রূপ গ্রাহ্য করিতেন না—"ঐ দুর্ব্বৃত্ত যাহাতে আমাদের জমীদারীতে কার্য্য না পায়, ডেভিসকে বোধ হয় এরূপ আজ্ঞাও দিয়াছেন।"

আর্চি। হাঁ আমাদের জমীদারীতে এরূপ দুরন্ত লোক রাখিব না। সে বহিষ্কৃত হইলে গ্রামের মঙ্গল। আমি শুনিয়াছি দুর্ব্বৃত্ত গ্রামবাসীদিগের রীতি নীতি দূষিত করি-

তেছে। কি! শ্রমজীবীদিগের আবার অধিকার! নিতান্তই অসম্ভব!

জেন্। ঠিক্ বটে, তাহারা অত্যাচার সহ্য করিতেই জন্মিয়াছে!

আর্চি। অনেক দিন হইতে দুর্ব্বৃত্তকে পল্লীচ্যুত করিবার ইচ্ছা করিয়াছি, কিন্তু কোন সুযোগ পাই নাই। এখন সুযোগ উপস্থিত। গ্রামত্যাগ ভিন্ন তাহার আর অন্য উপায় নাই।

এই সময়ে দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল, দ্বারবান সংবাদ দিল পাদ্রী আর্ডেন উপস্থিত। আর্ডেনের বয়স পঞ্চাশ ও ষাইটের মধ্যে; তিনি খর্ব্বকায়, কৃশ, ও বিবর্ণ; কিন্তু যৌবনে বেশ সুশ্রী ছিলেন। আর্ডেন বিবাহিত। তিনি বহুদিনের বন্ধুর ন্যায় অনাহূত হইয়া উপবেশন করিলেন। আর্চিবাল্ড কিম্বা তাঁহার পত্নী কোন অভ্যর্থনা করিলেন না।

আর্ডেন। আপনাকে একটি সংবাদ দিতে আসিয়াছি।

রেড্‌বরণ-পত্নী। কি সংবাদ?

আর্ডেন। সন্ধ্যাকালে বুশেলের হোটেলে একজন সৈন্য-সংগ্রাহক আসিয়াছেন।

আর্চিবাল্ড। সুসংবাদ; কারণ তাঁহার সহিত গ্রামের অনেক দুষ্ট লোক বিদায় হইবে। কয়েকজন নিষ্কর্ম্মা লোকে গ্রামের ভার-স্বরূপ হইয়াছে, ইহাদিগের সকলেরই কাজ পাওয়া দুষ্কর এদিকে দরিদ্র-কর বর্দ্ধিত হওয়ায় প্রজারা অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছে। ইহারা সৈন্য-সংগ্রাহকের সহিত চলিয়া গেলেই আমাদের মঙ্গল।

আর্ডেন। ঠিক কথা। ঈশ্বরের নিয়ম এই যে জগতে ধনীও নির্ধন উভয়ই থাকিবে। আমাদেরও সৌভাগ্য যে সৈনিক বিভাগ সবলকায় নিষ্কর্ম্মা দরিদ্রলোকদিগের গ্রহণ করিতেছে। গভর্ণমেণ্টের ইহাদিগকে বলপূর্ব্বক সৈন্য দলে নিযুক্ত করা উচিত।

আর্চিবাল্ড। বড় সারগর্ভ কথা। তাহা হইলে ট্যাক্স কত কমিয়া যায়। আর্ডেন তুমি এই বিষয়ে সংবাদ পত্রে আন্দোলন কর। কিন্তু বিনামা পত্র লিখিও।

আর্ডেন। যে আজ্ঞা। ভাল কথা, আজ আসিবার সময় ফ্রেড্রিক্ লন্স্‌ডেলকে বলিলাম, তোমার সমাজদ্রোহী মতের কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে? সে বলিল; পরিবর্ত্তন হওয়া দূরে থাকুক তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে। ধনশালীরা কিরূপে দরিদ্রের প্রতি অত্যাচার করেন, আমি অদ্য তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি তাঁহাকে তিরস্কার করিলাম, কিন্তু সে তাচ্ছল্য ভাবে আমার সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিল।

রেড্বরণ-পত্নী। সমাজ যে ছারখার হয়!

জেন। তাহারা কেহই তোমাদের দেখিলে টুপি খুলিবে না।

প্রাতঃকালে জেরাল্ডের সহিত ফ্রেড্রিকের যে কলহ হইয়াছিল, জেরাল্ড তাহার অতিরঞ্জিত বর্ণনা প্রদান করিলেন এবং অনেক কথোপকথনের পর জেন্ পিসী ভিন্ন সকলেই স্বীকার করিলেন যে সৈন্য সংগ্রাহকের সহিত গমন করাই ফ্রেড্রিকের পক্ষে শ্রেয়ঃ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

——:※:——

নব-সৈন্য।

পরদিন প্রাতঃকালে সার্জ্জেণ্ট ল্যাংলের ক্ষৌরের জন্য, ক্ষৌরকার বেট্স্ "রয়ালওক্" হোটেলে আহূত হইলেন। ক্ষৌর সমাধার পর ল্যাংলে একটী শিলিং ফেলিয়া দিলেন। বেট্স্ স্বীয় পারিশ্রমিক বাদে অবশিষ্ট প্রত্যর্পণ করিবার জন্য পকেট হইতে একটী অচল পেনি, এক গোছা চাবি ও একখানি ছুরি বাহির করিলেন; সার্জ্জেণ্ট তাহার সুকৌশল-সম্পন্ন ক্ষৌর কার্য্যের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, শিলিংটীই তোমার প্রাপ্য। লম্বা সেলাম করিয়া বেট্স আনন্দিত মনে প্রস্থান করিলেন। প্রস্থান কালে সার্জ্জেণ্টের নিকট শপথ করিলেন যে "আপনার কার্য্য করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিব।" পাঠক, সার্জ্জেণ্টের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি জানিতেন ক্ষৌরকারের দোকানে গ্রামের লোক নানাবিষয় আলোচনা করে। আরও জানিতেন যে বেট্স্ ঐ গ্রামে বিজ্ঞ বলিয়া পরিচিত এবং অনেকেই তাহার বাক্যকে শিরোধার্য্য করে. তজ্জন্যই বেট্সের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করা তাঁহার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছিল। প্রত্যেক নূতন সৈনের ক্ষৌরকার্য্যে এক একটী অৰ্দ্ধ ক্রাউন প্রাপ্তির আশায় এবং প্রাতঃকালে শিলিং প্রাপ্ত হওয়ায় বেট্সের মন গলিয়া গিয়াছিল।

দোকানে উপস্থিত হইয়াই বেটস্ দেখিলেন যে, ফ্রেড্রিক্ লনস্‌ডেল এককোনে বসিয়া একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছেন। বেট্‌স্ তাঁহার ক্ষৌর সম্পন্ন করিলেন। পল্লীবাসীরা ক্ষৌর জন্য একে একে দোকানে আসিতে লাগিলেন। ক্ষৌরকার বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। তিনি কথায় কথায় সৈনিকদলের কথা উত্থাপন করিলেন এবং তাহাতে তাঁহার কোন স্বার্থ নাই এইরূপ ভাবে আলোচনা করিতে লাগিলেন। প্রথমে সার্জ্জেণ্টের বহুতর প্রশংসা করিলেন, অবশেষে চতুরতা সহকারে সৈনিক জীবনের গৌরব, সুখ সচ্ছন্দতা ও যথেষ্ট অর্থলাভের প্রশংসাপূর্ণ বিবরণ প্রদান করিলেন।

ফ্রেড্রিক্ ক্ষৌর সমাধারপর, পুনরায় পুস্তক পাঠ আরম্ভ করিলেন; কিন্তু অল্পক্ষণেই পুস্তক খানি তাঁহার জানুদেশে পতিত হইল। তিনি যে ক্ষৌরকারের কথায় মোহিত হইয়াছিলেন তাহা নহে; কারণ তাঁহার একটি কথাও ফ্রেড্রিকের কর্ণে প্রবেশ করে নাই। তাঁহার হস্তে অল্প সংখ্যক শিলিং ছিল, কারণ ডেভিস দত্ত অর্থ তিনি গ্রহণ করেন নাই। অর্থাগমের কোন উপায় না দেখিয়া তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। কোন মতেই তিনি জেরাল্ডের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পারিবেন না; সুতরাং রেড্‌বরণের জমীদারীতে তাঁহার কার্য্য হওয়া দুর্ঘট। অন্যান্য স্থলেও কার্য্য পরিমাণাপেক্ষা শ্রমজীবি-সংখ্যা অধিক; যাহাহই হউক ফ্রেড্রিক্ গ্রামান্তরে গিয়া কার্য্য করিতে মনস্থ করিলেন—কারণ নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকিতে তাঁহার এক বারেই ইচ্ছা ছিল না। ফ্রেড্রিক্ প্রাতর্ভোজন নিমিত্ত উপরে

আপনার কক্ষে যাইবার সময় একজন জিজ্ঞাসা করিল "তোমার কি কার্য্য গিয়াছে?" তিনি বলিলেন "হাঁ"; এবং কর্ম্মচ্যুত হইবার কারণ বলিবার জন্য কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিলেন।

বেট্‌স্। আমি শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। আচ্ছা ফ্রেড্‌রিক্ এখন ত তোমার এক উত্তম সুযোগ হইয়াছে।

ফ্রেড্‌রিক্। কি সুযোগ?

বেট্‌স্। (অগ্রসর হইয়া) কি সুযোগ? দেশে মান্য গণ্য হইবার, রেড্‌বরণ গোমস্তা ও কৃষকদিগের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবার, অতুল ধনরাশি, উচ্চপদ, সম্মান ও যশোলাভের—এবং বৃদ্ধ বয়সে কর্ণেল কি জেনারল হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিবার সুযোগ উপস্থিত।

এই বলিয়া বেট্‌স্ ক্ষুর শানাইতে আরম্ভ করিলেন। ফ্রেড্‌রিক্ কোন উত্তর করিলেন না, অনন্তর কিছুকাল চিন্তা করিয়া দ্রুত পদে স্বীয় কক্ষে গমন করিলেন। ফ্রেড্‌রিক্ চলিয়া গেলে, বেট্‌স্ সৈনিক জীবনের গৌরব ও সুখের বিষয় আরম্ভ করিলেন। সরল পল্লীবাসীরা অবাক্ হইয়া রহিল। বেট্‌সের বক্তৃতা কয়েক জনের হৃদয়ে অঙ্কিত হইল; এক কোণে দুই তিন জন আপনাদের মতের সহিত বেট্‌সের মতের তুলনা করিতে লাগিল,—বেতন কম, কার্য্য পাওয়াও দুষ্কর—শুষ্ক ঘাস প্রস্তুতের সময় কার্য্য মিলিবার সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু আইরিশ মজুরের আমদানিতে সে পথ ও একেবারে বন্ধ। কিন্তু তাহারা কোন স্থির সিদ্ধান্ত না করিয়া, প্রাতঃকালে সার্জ্জেণ্টের নিকট সবিশেষ শ্রবণ করিতে মনস্থ করিল।

চারি পাঁচ জন পল্লীবাসী বেট্‌সের দোকান হইতে বহির্গত হইয়া "রয়াল ওক্" হোটেলের পার্শ্বদিয়া কার্য্য ক্ষেত্রে গমন কালে, সার্জ্জেণ্ট সদর্পে হোটেল হইতে বহির্গত হইলেন। পল্লীবাসীরা একটু পিছাইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার হাসি মুখ ও গতিবিধি যেন উপস্থিত ব্যক্তিগণকে বলিতে লাগিল—"আমি কি, দেখ। আমার মুখশ্রী কি আনন্দ-পূর্ণ নহে? আমার আকৃতি দেখিলে আমার কি কোন কষ্ট আছে বোধ হয়? আমার আকৃতি কি ভোগীর ন্যায় হৃষ্ট পুষ্ট নহে? হতভাগ্যগণ, তোমাদের কঠিন পরিশ্রম দেখিয়া আমার দয়া হয়, কিন্তু ইচ্ছা করিলেই তোমরা আমার ন্যায় হইতে পার।" তিনি পল্লীবাসীদিগের দিকে অগ্রসর হইয়া, দুই জনকে আপনার অভীষ্ট সিদ্ধির অনুকূল স্থির করিলেন এবং 'সুপ্রভাত' শব্দে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন—"কার্য্য করিতে যাইতেছ? এই সুন্দর প্রাতঃকাল মাঠে কার্য্য করিবার উপযুক্ত। কিন্তু মাঠের কার্য্যে পরিশ্রম অনেক—ঈশ্বরানুগ্রহে বোধ হয় আমায় কখন তাহা ভোগ করিতে হইবে না—তোমরা দেখিতেই পাইতেছ, রাজকার্য্যে প্রবেশ করিয়া আমি ভাল খাই, ভাল পরি, ভাল বাটীতে বাস করি, এবং ভাল বেতনও পাই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যিনি আমায় এই পদ দিয়াছেন।"

উপস্থিত গ্রামবাসীরা বিস্ময়-পূর্ণ লোচনে সার্জ্জেণ্টের হৃষ্ট পুষ্ট শরীরের দিকে চাহিয়া মনে করিতে লাগিল, ভাল ভাল খাদ্য না পাইলে কখনই এরূপ দেহ হয় না।

তিনি বলিতে লাগিলেন—"বন্ধুগণ, সৈনিক জীবনই

একমাত্র সুখের জীবন। স্বাধীনতার কথা বল—এ জীবনেই প্রকৃত স্বাধীনতা। বিলাস দ্রব্যের কথা বল—এখানে তাহার পূর্ণ মাত্রা। উৎসাহের কথা বল—উৎসাহ আর কোথায়? সুখের কথা বল—একটু একটু যুদ্ধ শিক্ষা আর প্রচুর খাদ্য ও প্রচুর বিয়ার!"

পল্লীবাসীদিগের রসনা সরস হইল। সার্জ্জেণ্ট তাহাদের মনোভাব বুঝিয়া বলিলেন "বন্ধুগণ, সৈনিক পুরুষদিগের প্রচুর অর্থ আছে বলিয়া তাঁহারা অতিশয় দয়ালু ও অতিথি-সৎকার-প্রিয়। সম্রাট তাঁহাদের অজস্র অর্থরাশি প্রদান করিতেছেন। বন্ধুগণ, আমাদের সম্রাটের স্বাস্থ্য পান করিবে আইস। উচ্চ কর্ম্মচারী বলিয়া আমি অহঙ্কারী নহি, আমি গ্রামবাসীদিগকে বড়ই ভাল বাসি এবং তোমাদের ন্যায় সজ্জনের সহবাসে আনন্দ অনুভব করি।" পল্লীবাসিরা এই প্রস্তাব অস্বীকার করিতে পারিল না; সার্জ্জেণ্টের পিছনে পিছনে "রয়াল ওক্" হোটেলে প্রবেশ করিল।

তিনি পল্লীবাসীদিগকে বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন—সার্জ্জেণ্ট সজোরে ঘণ্টা বাজাইলেন; হোটেল-স্বামী তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইল। সার্জ্জেণ্ট গম্ভীর স্বরে বলিলেন "মিঃ বুশেল, এক গ্যালন সর্ব্বোৎকৃষ্ট এল্ আন, খুব ভাল আনিবে, আমি সমাগত বন্ধুদিগের সহিত একটু আমোদ করিব।"

বুশেল সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না। ক্ষণকাল পরেই এল্ মদ্য ও আবশ্যকীয় গ্লাস্ আসিয়া উপস্থিত হইল। সার্জ্জেণ্ট সকলকে মদ ঢালিয়া দিতে লাগিলেন কিন্তু নিজে অল্প মাত্রই পান

করিলেন ও বলিলেন "আমি মধ্যাহ্ন ভোজনের পূর্ব্বে মদ্য পান করি না, তবে কখন কখন জল খাবারের সঙ্গে একটু মেদিরা মদ্য পান করি এবং ভোজনের পর এক বোতল মদ্য পান করি। বন্ধুগণ, আমার সৈন্যদলে সকলেই প্রত্যহ এক বোতল মদ, দুই কোয়ার্ট এল্ ও এক পিণ্ট জিন্ প্রাপ্ত হন। এইরূপে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাটিয়া যায়; অনন্তর সোফায় শয়ন করিয়া সুমিষ্ট ফল ভোজন করি।— এস, তোমাদের আর এক গ্লাস করিয়া মদ্য দিই।"

পুনঃ পুনঃ গ্ল্যাস পূর্ণ হইতে লাগিল, ল্যাংলের জিহ্বার বিশ্রাম নাই। সার্জ্জেণ্ট সেনানিবেশকে সুসজ্জিত রাজপ্রাসাদ-রূপে বর্ণনা করিলেন। চতুর্থ গ্ল্যাস পূর্ণ করিবার সময় বলিলেন যে, সৈনিক-পুরুষেরা অধিকাংশ সময় ফল ফুলে সজ্জিত, ফোয়ারা যুক্ত প্রমোদ-কাননে অতি বাহিত করেন। ষষ্ঠ গ্ল্যাসে মদ্য ঢালিবার সময় বলিতে লাগিলেন যে এই প্রমোদ কাননে পরমাসুন্দরী যুবতীরা বাস করেন; এক ঘণ্টা কাল যুদ্ধ শিক্ষার পর সৈনিক পুরুষেরা ইহাঁদের বাহুবল্লী বেষ্টিত হইয়া বিশ্রাম সুখ অনুভব করেন।

সমাগত পল্লী বাসীরা এখন কার্য্য-ক্ষেত্রে গমন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। কিন্তু সার্জ্জেণ্ট ল্যাংলে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির অনুকূল দুই ব্যক্তিকে প্রলোভন দেখাইয়া রাখিয়া দিলেন। ইহারা একটু বেশী মাতাল হইয়াছিল। তিনি ক্রমাগতই তাহাদিগকে মদ্য দিলেন, তাহারা এক বারও আপত্তি করিল না।

সৈনিক-জীবনের একটী সুন্দর চিত্র অঙ্কনের উপসংহার

কাঁদে, ল্যাংলে বলিয়া উঠিলেন—"বন্ধুগণ তোমাদের কি হইয়াছে বলিতে পারিনা, কিন্তু আমি বড় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি। আমার এখনও প্রাতর্ভোজন হয় নাই। সেনানিবেশে আমি এতক্ষণ নানা সুখাদ্য পাইতাম। এখানে কি পাওয়া যায় দেখা যাউক।"

সার্জ্জেণ্ট ল্যাংলে বৈঠকখানা হইতে বহির্গত হইয়া বুশেলের নিকট আসিলেন।

সার্জ্জেণ্ট। মিঃ বুশেল, বৈটক খানায় কিছু মাংস ও দুইটা গ্ল্যাস পাঠাইয়া দাও; এবং আমায় এক পিণ্ট ব্রাণ্ডি দাও। সার্জ্জেণ্ট দুটী গ্ল্যাসে ব্রাণ্ডি ঢালিলেন। এবং বুশেলকে বলিলেন—"খুব তীব্র পুরাতন এল্ মদ্যে গ্ল্যাস পূর্ণ কর—বিলম্ব করিতেছ কেন!"

বুশেল। মহাশয়, পাছে লোকে বলে আমি এই হতভাগাদিগকে ফাঁদে ফেলিতে সাহায্য করিয়াছি—

সার্জ্জেণ্ট। (সক্রোধে) তোমার ব্যবহারে তোমাকে রাজদ্রোহী বলিয়া মনে হইতেছে। মিঃ বুশেল জানিও আমি তোমায় ভয় প্রদর্শন করিতেছি না—রাজদ্রোহ-আইন বলিয়া সত্য সত্যই একটি পদার্থ আছে, এবং আমার ন্যায় সৈন্য-সংগ্রাহকের ক্ষমতার সীমা নাই।

বুশেল। (কাঁপিতে কাঁপিতে) আমি তাহা জানিতাম না—তা—তা—আমায় ক্ষমা করুন—

সার্জ্জেণ্ট। আচ্ছা আমি তোমার ক্ষমা প্রার্থনা মঞ্জুর করিলাম। এখন গ্ল্যাস পূর্ণ কর।

ল্যাংলে গ্ল্যাস দুইটী স্বয়ং বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন।

বুশেল মাংস লইয়া তাঁহার অনুসরণ করিল। সার্জ্জেণ্ট বলিলেন "প্রিয় বন্ধুগণ, এস আমরা কিঞ্চিৎ আহারাদি করি। রেজিমেণ্টের সৈন্যেরা এসব খাদ্য আহার করে না। কর্ণেল ভাল ভাল খাদ্য দিয়া তাহাদের নষ্ট করিতেছেন। আমাদের সৈন্য দলের কর্ম্মচারীরা অত্যন্ত শান্ত ও শিষ্ট। আহার আরম্ভ কর—আমার জন্য অপেক্ষা করিও না। সম্মুখে উৎকৃষ্ট এল্ মদ্য রহিয়াছে। সম্রাটের স্বাস্থ্য পান কর।"

উভয় গ্রামবাসীই উদর পূরিয়া ভোজন করিল। তীব্র সুরা শীঘ্রই স্বকার্য্য সাধন করিল। সার্জ্জেণ্টের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। সার্জ্জেণ্ট প্রীতমনে আরম্ভ করিলেন—"বন্ধুগণ, তোমরা বোধ হয় আর ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে ইচ্ছা কর না। কি বল? এস, সৈনিকের সুখময় জীবন চাও? প্রচুর অর্থ—প্রচুর সুখাদ্য—প্রচুর পরিচ্ছদ। সৈনিক-জীবন কত সুখের—কত গৌরবের। তোমাদের ন্যায় যোগ্য ব্যক্তির নিকট সর্ব্বদাই অর্থ থাকা উচিত। যিনি আমার সৈন্যদলে প্রবেশ করিবেন—তাঁহাকেই আমি তিন পাউণ্ড অগ্রিম দিব। বন্ধুগণ তোমরা কি তিন পাউণ্ড লইতে ইচ্ছা কর?" এই বলিয়া সার্জ্জেণ্ট টেবিলের উপর এক মুটা মুদ্রা ছড়াইয়া দিলেন। পল্লীবাসীদ্বয় অবাক্ হইয়া রহিল।

সার্জ্জেণ্ট। তোমরা আমার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলে? তোমাদের নিযুক্ত করিয়া সৈনিক বিভাগ উজ্জ্বল হইল। বন্ধুগণ তোমাদের সমস্ত টাকা একেবারে লইবার প্রয়োজন নাই, তোমরা অপব্যয় করিবে। আমার হস্তে কিছু জমা রাখিতে চাও? তোমাদের আকৃতিতেই তোমাদের ইচ্ছা

প্রকাশ করিতেছে—আপাততঃ তোমরা প্রত্যেকে দশ শিলিং (পাঁচ টাকা) লও; অবশিষ্ট প্রয়োজন মত প্রাপ্ত হইবে। দশ শিলিং করিয়া তুলিয়া লও; দেখিও, সম্রাটের নামে আমি এই অর্থ তোমাদিগকে দান করিলাম।

হতভাগ্যদ্বয় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দশ দশটী শিলিং তুলিয়া পকেটে ফেলিল।

সার্জ্জেণ্ট। এস তোমাদের সহিত হস্তকম্পন করি। এখন তোমরা রাজকার্য্যে প্রবেশ করিলে। তোমাদের উন্নতির পথ যদি পরিষ্কার না হয়, আমার সকলই মিথ্যা।

অনন্তর লিখনোপযোগী উপকরণ আনাইয়া তিনি দুই জন নবসৈন্যের নাম, ধাম প্রভৃতি লিখিয়া লইলেন; এবং তাঁহাদিগকে মদ্য-পান-কক্ষে যাইতে আজ্ঞা দিয়া ধূম পানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন; আর বলিলেন যে, তোমাদের আত্মীয় স্বজনের জন্য চিন্তিত হইবার প্রয়োজন নাই; আমি স্বয়ং গিয়া তাঁহাদিগকে তোমাদের সৈনিক-পদে নিযুক্তির কথা বলিব। কয়েক মিনিট পরেই, বুশেলকে সঙ্গে করিয়া সার্জ্জেণ্ট ল্যাংলে ঐ হতভাগ্য দিগের বাটীতে উপস্থিত হইলেন; এবং এক জনের পরিবার বর্গকে প্রলোভন ও অন্যের পরিজনকে ভয় প্রদর্শন বশীভূত করিয়া দুই দিনের নিমিত্ত নবসৈন্যদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিষেধ করিলেন। নব-সৈন্যদিগকে পরিবারের সহিত দুই দিবস সাক্ষাৎ করিতে না দেওয়ার কারণ এই যে, সৈন্য-বিভাগে নাম লিখিত হইবার আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই, তাহাদিগকে একখানি "নোটীস" দিতে হয়, তখন যদি তাহারা এক জন সাক্ষীর সম্মুখে স্বীকার করে

যে, স্বেচ্ছা পূর্ব্বক সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হইয়াছে, এবং স্থানীয় বিচার পতির নিকটে সেই কথা বলে তাহা হইলে অর্থদণ্ড ব্যতীত নিষ্কৃতির উপায় থাকে না। যাহাতে আত্মীয় বন্ধুর অশ্রুবিসর্জ্জনে ও অনুনয় বিনয় প্রভৃতিতে তাঁহার নব-সৈন্যদ্বয়ের মত পরিবর্ত্তিত না হয়, তজ্জন্য তিনি বিশেষ সতর্ক ছিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে হোটেল-স্বামী বুশেলের সমক্ষে তাহাদিগকে নোটীস দেওয়া হইল, এবং তাহারাও নোটীস গ্রহণে কোন আপত্তি করিল না। অনন্তর তাহারা রেড্‌বরণ প্রাসাদে "ওকৃলে" পল্লীর বিচারপতি আর্চ্চিবাল্ডের সম্মুখে আনীত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

-ঃ*ঃ—-

ফ্রেড্‌রিক্ লন্‌স্‌ডেল্।

সার্জ্জেণ্টের আগমনের এক সপ্তাহ মধ্যে সবল ও সুদৃঢ়কায় ছয় জন যুবক তাঁহার কুহক-জালে পতিত হইয়া সৈনিক দলে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। পরম বন্ধু বেট্‌স্ ফ্রেড্‌রিক্ লন্‌স্‌ডেলের দিকে তাঁহার লক্ষ্য আকর্ষণ করিলেন। ফ্রেড্‌রিকের সুন্দর আকৃতি, হৃষ্টপুষ্টদেহ ও সরল প্রকৃতিতে প্রীত হইয়া ল্যাংলে

মনে করিলেন, ফ্রেড্‌রিককে সৈন্যদলে প্রবিষ্ট করিতে না পারিলে, তাঁহার ‘ওকলে’ পল্লীতে আগমন সফল নহে। কিন্তু ফ্রেড্‌রিক্‌ এক সপ্তাহ কি করিতেছিলেন? প্রাতঃকালে কার্য্যের চেষ্টায় ভ্রমণ করিয়া সায়ংকালে বাসায় প্রত্যাগমন করিতেন। লুসির দর্শনাশায় কাননমধ্যে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিতেন। কিন্তু এক দিনও লুসিকে না দেখিয়া সন্দেহ করিলেন যে তাঁহার বাটী হইতে বহির্গত হইবার উপায় নাই। কার্য্যের চেষ্টায় ভ্রমণ সফল না হওয়ায় তিনি হতাশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অল্প অর্থ ক্রমে ক্রমে ফুরাইয়া আসিল। সপ্তম দিন সন্ধ্যাকালে দেখিলেন প্রাতর্ভোজনের সংস্থান নাই।

রাত্রি নয়টা বাজিল ফ্রেড্‌রিক্‌ তাঁহার দুরবস্থা-চিন্তায় মগ্ন। বেট্‌স্‌ ধীরে ধীরে দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া বলিলেন, “ফ্রেড্‌, আমি আর তোমার কষ্ট দেখিতে পারি না; তুমি ভাবিতেছ কেন? হতাশ হইওনা।”

ফ্রেড্‌। মিঃ বেট্‌স্‌ তুমি আমার অবস্থা সবই জান; আমি পরিশ্রম করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে চাই, আমার তাহাও জুটীতেছে না। আমি কি করি?

বেট্‌স্‌। কি করিবে? তোমার ন্যায় সবল ও সুস্থ কায় হইলে, আমি ভাল কার্য্যই যোগাড় করিতাম।

ফ্রেড্‌রিক্‌ বেট্‌সের ভাব বুঝিতে পারিয়া চমকিত হইলেন।

বেট্‌স্‌। তোমার আকৃতি দেখিলে বোধ হয়, সামান্য শ্রমজীবী হইবার জন্য তোমার জন্ম হয় নাই। সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ হইবার জন্যই তুমি পৃথিবীতে আসিয়াছ।

ফ্রেড্। (বিস্মিত হইয়া) কি! সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ পদস্থ হইব! তুমি কি বলিতেছ?

বেট্‌স্। আমি বলিতেছি যে ইদানীং লোকে সহজেই সামান্য সৈনিক হইতে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী হইতেছে। আমাদের পল্লীতে উপস্থিত সৈন্যসংগ্রাহক বলিলেন, তিনি এরূপ অনেক কর্ম্মচারী দেখিয়াছেন। যদি তুমি সৈনিক বিভাগে প্রবেশ কর, কয়েক বৎসরের মধ্যে উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীর বেশে 'ওকূলে' পল্লীতে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে বিস্মিত করিতে পারিবে।

ক্ষৌরকার কথা কহিবার সময় ফ্রেড্‌রিক্ ক্রমে ক্রমে চিন্তায় মগ্ন হইলেন। আশা মনোহর বেশে ফ্রেড্‌রিকের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তিনি কি অল্পবয়স্ক নহেন? লুসির বয়স কি আরও অল্প নয়? তিনি কি তাহার প্রগাঢ় অনুরাগের প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হন নাই?

যদি তিনি কয়েক বৎসরের মধ্যেই উচ্চ পদস্থ হইয়া, লুসির পাণিগ্রহণে সর্ব্বাংশে উপযুক্ত হন, তাহাতে ক্ষতি কি? তাহা হইলে কি বিলম্বে উপযুক্ত পুরস্কার হইল না? ফ্রেড রিক্ সৈনিক জীবন অবলম্বনে দৃঢ় সঙ্কল্প হইলেন। তিনি হঠাৎ চেয়ার হইতে উঠিয়া বলিলেন "মিঃ বেট্‌স্ আমার আর অর্থ নাই, আহার সংস্থানের উপায় নাই এবং আমি কাহারও দয়ার উপর নির্ভর করিতে চাহি না; সেই জন্যই স্থির করিলাম যে প্রাতঃকালে তোমার সহিত সৈন্য-সংগ্রাহকের নিকট উপস্থিত হইব।"

বেট্‌স্ অভীষ্ট সিদ্ধির প্রশস্ত সময় দেখিয়া বলিলেন—

"আজ রাত্রেই চলনা কেন? আমি কয়েটী বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য হোটেলে যাইতেছি এবং সার্জ্জেণ্ট ও সেখানে আছেন। তাঁহার আচরণ দেখিলে তুমি চমৎকৃত হইবে।"

ফ্রেড্। আমি হোটেলে যাইব না; কিন্তু আজ রাত্রে কার্য্য সমাধা করিতে আমার বিন্দু মাত্র আপত্তি নাই।

বেট্‌স্। তবে আমার সঙ্গে এস; আমি ল্যাংলেকে হোটেলের বাহিরে ডাকিয়া আনিব।

ফ্রেড্রিক্ বেট্‌সের সঙ্গে হোটেলের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। বেট্‌স্ উপরে গিয়া সার্জ্জেণ্টকে ডাকিয়া আনিলেন।

বেট্‌স্। ফ্রেড্, এস, মিঃ ল্যাংলের সহিত তোমার পরিচয় করিয়া দিই।

সার্জ্জেণ্ট। (ফ্রেড্রিকের হস্ত কম্পন পূর্ব্বক) মিঃ ফ্রেড্রিক্, তোমার সহিত পরিচিত হইয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। শুনিলাম, তুমি সম্রাটের কার্য্য করিতে ইচ্ছা কর। তোমার অভিপ্রায় অতি উচ্চ। (কয়েকপদ পশ্চাদ্গামী হইয়া) আঃ! সৈন্যদলে তুমি বীরশ্রেষ্ঠ হইবে। তুমি আমাদের কাপ্তেনের গৌরবস্থল হইবে এবং কর্ণেল তোমায় দেখিলে অতিশয় আহ্লাদিত হইবেন। অল্প দিনের মধ্যে তুমি যদি না সার্জ্জেণ্ট হও, আমার সকলই মিথ্যা।

ল্যাংলের ভাব গতিকে ও কথা বার্ত্তায় ফ্রেড্রিকের মনে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি কতক পরিমাণে সার্জ্জেণ্টের চরিত্র বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার সমস্ত আশা দূর হইল। কিন্তু অনন্যোপায় হইয়া উপস্থিত ক্লেশ নিবারণের জন্য সতেজে

বলিলেন "মিঃ ল্যাংলে, যদি আপনি সাতবৎসরের জন্য আমাকে নিযুক্ত করেন, আমি সৈনিক হইতে প্রস্তুত আছি।"

সার্জ্জেণ্ট। আচ্ছা সাত বৎসরই ভাল। মিঃ ফ্রেডর্‌রিক্ সম্রাটের নামে তোমায় সৈনিক পদে বরণ করিলাম। (ফ্রেড্‌রিকের হস্তে দশটী শিলং দান)।

ফ্রেড্। এখন আমায় কি করিতে হইবে?

সার্জ্জেণ্ট। এখন কিছুই করিতে হইবে না। তবে ইচ্ছা করিলে আমার সঙ্গে আসিয়া এক গ্লাস মদ্যপান করিতে পার।

ফ্রেড্। ক্ষমা করুন, তবে আমি যে কার্য্য করিলাম, তাহা হইতে পশ্চাৎপদ হইব না।

সার্জ্জেণ্ট। পুরুষের কথাইত তাই। দুইদিন তুমি যথা ইচ্ছা আমোদ প্রমোদ কর। আজ বৃহস্পতিবার; শনিবারে তোমায় একটা নোটীস দিব, সেটা আর কিছুই নয়, তবে তুমি যে সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছ তাহারই নিদর্শন। সোমবার সাড়ে নয়টার সময় অনুগ্রহ করিয়া আমার সঙ্গে বিচারপতির নিকট গেলেই সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইবে।

ফ্রেড। আমি তবে এখন বিদায় হই।

ফ্রেড্রিক্ দ্রুতপদে বাটী আসিয়া সৈনিক বিভাগে প্রবেশ সম্বন্ধে গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। মনে অত্যন্ত কষ্টও হইল; কিন্তু অনুতাপ করিলেন না কারণ এই পথ অবলম্বন না করিলে আর কি করিতেন?

শনিবার রজনী উপস্থিত। সার্জ্জেণ্ট স্বয়ং আসিয়া বেট্‌সের সমক্ষে নোটীস দিলেন। ফ্রেড্রিক্ স্বীকার

করিলেন, তিনি স্বেচ্ছাক্রমে সম্রাটের সৈনিক দলে প্রবিষ্ট হইয়াছেন ; সার্জ্জেণ্ট সন্তুষ্ট হইয়া বিদায় হইলেন এবংপ্রস্থান-কালে ফ্রেড্রিক্‌কে সোমবার বেলা নয়টার সময় তাঁহার নিকট যাইতে বলিলেন।

এখানে বলা আবশ্যক যে ফ্রেড্রিক্ সেদিন সন্ধ্যাকালে লুসির দর্শনাশয় কানন মধ্যে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু লুসি তথায় উপস্থিত হন নাই। এদিকে ওকুলে পল্লী পরিত্যগের দিন সন্নিকট হইল ; কিন্তু লুসির নিকট বিদায় না লইয়া প্রস্থান করিতে হইবে, এই চিন্তায় তাঁহার হৃদয় বিষাদ সাগরে মগ্ন হইল। মানসিক কষ্ট ও আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া ফ্রেড্রিক্ লনসডেল প্রাতঃকালীন উপাসনার সময় গির্জ্জায় গমন করিলেন। অদ্যকার দিন অতি রমণীয়। প্রাচীন ইউ বৃক্ষে সূর্য্যকিরণ পতিত হইয়াছে। গির্জ্জার চুড়া, গাছগুলি ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। টুং টাং করিয়া ঘণ্টা বাজিতেছে। পল্লীবাসীরা মনোহর বেশে উপাসনা মন্দিরে আগমন করিতেছেন। কেহ কেহ—প্রধানতঃ প্রাচীনেরা—প্রাঙ্গনে দণ্ডায়মান হইয়া পরলোক-গত আত্মীয় স্বজনের সমাধিস্থ স্মরণ-চিহ্ন দর্শন করিয়া কত প্রকার চিন্তা করিতেছেন। উপাসনা মন্দিরের দ্বারদেশে সার আর্চ্চিবাল্ড রেড্‌বরণের গাড়ী উপস্থিত হইল। রেড্‌বরণ, তাঁহার পত্নী ও জেনপিসী শকট হইতে অবতরণ করিলেন। কিন্তু জেরাল্ড কচিৎ উপাসনালয়ে আসিতেন—রবিবারে প্রায়ই তাঁহার শরীর অসুস্থ থাকিত! যখন আর্চ্চিবাল্ড, এক পার্শ্বে পত্নী ও অপর পার্শ্বে ভগ্নীকে লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন,

ফ্রেড্রিক্ ব্যতীত সকলে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিতে লাগিলেন। ফ্রেড্রিক্ ইচ্ছা পূর্ব্বক তথা হইতে অবসৃত হইলেন; তিনি এতদূর আত্মমর্য্যাদা বিস্মৃত হন নাই যে, শত্রুকে সম্মান প্রদর্শন করিবেন।

গ্রামবাসীরা সকলেই জানিতে পারিয়াছিলেন যে ফ্রেড্রিক্ সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন. সুতরাং তাঁহাকে দেখিয়া সকলেরই দয়া হইল। তিনি উপাসনামন্দিরে প্রবেশ করিয়া গ্যালারিতে উপবেশন করিলেন। ডেভিসের নির্দ্দিষ্ট আসনের দিকে চাহিয়া দেখিলেন; ডেভিস্ও নাই লুসিও নাই! উপাসনারম্ভের প্রাক্কালে সার্জ্জেন্ট প্রবেশ করিলেন—নব-সৈন্যেরা পশ্চাতে প্রবেশ করিল। উপাসনার সময় সার্জ্জেন্টকেই সর্ব্বাপেক্ষা মনোযোগী দেখা গেল। উপাসনা শেষ হইল, কিন্তু ডেভিসের নির্দ্দিষ্ট আসন তখনও শূন্য! অপরাহ্নেও উপাসনা হইবে, তখনও কি ডেভিস্ ও লুসি আসিবেন না? ফ্রেড্রিক্ মনে করিলেন এবার তাঁহারা আসিবেন, কিন্তু তাঁহার সে আশাপূর্ণ হইল না। সাতটার সময় তিনি বন মধ্যে নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। এই ফ্রেড্রিকের শেষ আশা। এ আশাতেও কি তিনি নৈরাশ হইবেন? আঃ, ও পারে গাছের ভিতর কিসের সর্ সর্ শব্দ হইতেছে? কে তাড়িতাড়ি সেতু পার হইল? কি আনন্দ! কি আনন্দ!! লুসি উপস্থিত!!! ফ্রেড্রিক্ লুসিকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "প্রিয় লুসি আজ কি আনন্দ!"

লুসি। "ফ্রেড্রিক্ আমায় বল দেখি—সত্যই কি?—"

ফ্রেড্রিক্ লুসির প্রশ্নের মর্ম্মাবগত হইয়া বলিলেন "সত্য"; শুনিয়া লুসির চক্ষু হইতে দর দর করিয়া অশ্রুনির্গত হইতে লাগিল।

ফ্রেড্। প্রিয়তম লুসি, আমায় আর অন্য উপায় ছিল না।

লুসি। (সভয়ে) আমা দের এস্থলে থাকা হইবে না। পিতা আমায় না পাইলে সর্ব্ব প্রথমে এই খানেই আসিবেন।

ফ্রেড্। তবে চল, আমরা আরও বনের ভিতর যাই।

লুসি। হাঁ হাঁ, যেখানে তুমি প্রথমে বলিয়া ছিলে, যে; তুমি আমায় বড় ভাল বাস। চল আমরা সেই খানেই যাই— আমাদের পক্ষে উহা পবিত্র ক্ষেত্র!

পরিশেষে তাঁহারা "পবিত্র ক্ষেত্রে" উপস্থিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন; এবং কিয়ৎকাল অনিমিষে পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ফ্রেড্রিক্ দেখিলেন লুসির হাসি হাসি মুখ খানি মলিন হইয়াছে, লুসি দেখিলেন মর্ম্মভেদী দুশ্চিন্তা তাঁহার প্রণয়ীর মুখশ্রী হরণ করিয়াছে।

লুসি। বাটীতে আমি একরূপ বন্দীছিলাম। পিতা বহিরে যাইবার সময় আমায় গৃহ মধ্যে বন্ধ করিয়া যাইতেন নতুবা প্রত্যহ আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতাম।

ফ্রেড্। প্রিয় লুসি, তোমায় দেখিবার আশায় প্রত্যহ সায়ংকালে এই নদীতীরে আসিয়াছি, উপাসনালয়েও গিয়াছি, এখন তুমি যে আসিয়াছ তজ্জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই।

লুসি। আমাদের দাসী মার্থার অনুগ্রহেই নির্দ্দয় পিতার

চক্ষে ধূলি দিয়া এস্থলে আসিয়াছি ; কিন্তু আমি অধিক কাল থাকিতে পারিব না, তাহা হইলে হতভাগিনী দাসীকে সমুচিত শাস্তি পাইতে হইবে। ফ্রেড্রিক্ তোমার কথাই আলোচনা করি এস। মার্থার মুখে জনরব শুনিলাম যে—কিন্তু একি সত্য? ইহার কি কোন উপায় নাই? আর কি তোমার ফিরিবার উপায় নাই?

ফ্রেড্। প্রিয়তম লুসি, কেন আমায় জিজ্ঞাসা করিতেছ? কার্য্য পাইবার জন্য আমি কত চেষ্টা করিয়াছি তাহা তুমি জান না ; কিন্তু সকলই বৃথা হইল।

লুসি। আমার ভালবাসার প্রতি কি তোমার বিশ্বাস ছিল না?

ফ্রেড্। ওঃ, প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। আমি মনে করিলাম আমরা উভয়েই অল্পবয়স্ক, আমাদের পরস্পরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস আছে, অতএব আমরা সুসময়ের প্রতীক্ষা করিতে পারি।

লুসি। (কাতর স্বরে) হায়! ফ্রেড্রিক্, আমি সে আশায় সান্ত্বনা পাই না। জগতে এত ঘটনা ঘটিতেছে যে একবার বিয়োগ হইলে, মন্দ আশঙ্কাই মনে হয়। যদি তুমি সেনাদলে প্রবেশ কর—উঃ একথা স্মরণ করাও কঠিন - তুমি যদি নিতান্তই যাও, তোমাদের সৈন্যদল বিদেশে প্রেরিত হইতে পারে, হয়ত ভারতবর্ষে কিম্বা অন্য স্থানে যাত্রা করিতে পারে, যে স্থলে সর্ব্বদাই যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতেছে, সাংঘাতিক পীড়া ও অন্যান্য অসংখ্য বিপদ—

এই কথা বলিতে বলিতে লুসির নয়ন যুগল হইতে অশ্রুধারার নির্গত হইতে লাগিল।

ফ্রেড্। প্রিয়তম লুসি, ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও। তোমায় দুঃখসাগরে মগ্ন করিয়া যাইব, এই চিন্তায় কি আমার কষ্ট হয় না? অতএব প্রিয়তম শান্ত হও।

লুসি। আমি স্থির হইয়াছি, কিন্তু বল দেখি তোমার নিষ্কৃতির কি কোন উপায় নাই?

ফ্রেড্। প্রিয়তম লুসি, আবার তুমি ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমি যে পথ অবলম্বন করিয়াছি তাহা পরিত্যাগ করিলে কি পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় নিরুপায় অবস্থায় পতিত হইব না?

লুসি। ফ্রেড্রিক শুন। আমি তোমায় যে কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছি, তাহাতে আমায় লজ্জাহীনা মনে করিও না, কারণ ঘোর বিপদে পড়িয়াই তোমায় এরূপ কথা বলিতেছি আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি এবং ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে আমি কখন আর কাহারও হইব না। আমি তোমাকে ভাবী স্বামী মনে করি, অতএব যদি তুমি কোন রূপে নিষ্কৃতি পাও, তোমায় বিবাহ করিতে আমি কোন আপত্তি করিব না।

এই বলিয়া লুসি লজ্জায় অধোবদনা হইলেন।

ফ্রেড্। প্রিয়তম লুসি, তোমার কথা শুনিয়া কতদূর প্রীত হইলাম তাহা বলিতে পারি না। আচ্ছা, তাই যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে কি মূর্ত্তিমান দারিদ্র্যকে বিবাহ করা হইল না? লুসি, আমি এত স্বার্থপর নহি যে, তোমাকে নানাবিধ সুখকর-দ্রব্য-পূর্ণ-বাটী পরিত্যাগ করাইয়া পথের কাঙ্গালিনী করিব।

লুসি। প্রিয়তম ফ্রেডরিক্ মনে করিও না যে আমি কোন অবিবেচনার কথা বলিতেছি। পোষাক ক্রয় করিতে পিতা বরাবরই আমায় প্রচুর অর্থ দিতেন, আমি পরিমিত ব্যয় করিয়া তাহা হইতে কিছু কিছু সঞ্চয় করিতাম। এইরূপে আমার আট, দশ পাউণ্ড সঞ্চিত হইয়াছে। এই সামান্য অর্থ লইয়া আমরা অন্য একত্র সংসার যাত্রা আরম্ভ করিতে পারি, এবং তুমি যেরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছ তাহাতে অন্যত্র ভাল কার্য্যও পাইতে পার, প্রিয় ফ্রেডরিক্ গত কয়েক দিবস আমি অনেক চিন্তা করিয়াছি। তুমি এই সামান্য পল্লীতে কেন আছ এবং কেনইবা অন্যত্র ভাল ভাল কার্য্যের চেষ্টা কর না, আমি তাহা বুঝিয়াছি। এই সমস্ত ও অন্য অনেক বিষয় চিন্তা করিয়া, আমি আজ এই প্রস্তাব করিলাম। ফ্রেডরিক্ আমার বিবেচনায় তোমার ন্যায় অকপট ও নিঃস্বার্থ প্রেমের জন্য, লোক যাহাকে ত্যাগস্বীকার বলে সে সমস্তই করা যায়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহাও ত্যাগ-স্বীকার নহে।

ফ্রেড্। লুসি, তোমার অভিপ্রায় কি সিদ্ধ হইবে?

লুসি। আমার আশাকে বিদায় দিতে বলিও না; নিশ্চয়ই তোমার নিষ্কৃতির উপায় আছে।

ফ্রেড্। ঈশ্বরানুগ্রহে এখনও উদ্ধারের উপায় আছে।

এইকথা বলিতে বলিতে অদ্ভুত আনন্দ রসে ফ্রেডরিকের হৃদয় মগ্ন হইল, মুখশ্রী অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।

লুসি। তবে বল দেখি সৈন্য-সংগ্রাহকের হস্ত হইতে তোমার উদ্ধারের উপায় কি?

ফ্রেড্। প্রিয়তম লুসি, সমস্ত প্রক্রিয়া সমাধার জন্য কাল সাড়ে নয়টার সময় সার্জেণ্টের সঙ্গে সার আর্চিবাল্ডের নিকট যাইতে হইবে। তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, সৈনিকদলে প্রবেশ করিতে আমি তখনও প্রস্তুত কিনা; আমি স্বচ্ছন্দে 'না' বলিতে পারি তিনি তখন বলিবেন, যে চব্বিশ ঘণ্টামধ্যে অর্থাৎ মঙ্গলবার বেলা দশটার মধ্যে সার্জেণ্টের নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থ, কুড়ি শিলিং দণ্ড ও সার্জেণ্টের ব্যয়—সমুদায়ে দুই পাউণ্ড প্রদান করিলেই আমি নিষ্কৃতি লাভ করিব।

লুসি। (ফ্রেড্রিক্‌কে চুম্বনপূর্ব্বক) ধন্য ঈশ্বর! তবে তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত আছ। কিন্তু ফ্রেড্রিক্ তোমায় আত্ম সমর্পণ করিয়া পিতার অবাধ্য হইতেছি বলিয়া মনে করি না যে আমি তোমারও অবাধ্য হইব।

ফ্রেড্। না লুসি, ঈশ্বর করুন যেন এচিন্তা কখনও আমায় মনে স্থান না পায়। তোমার প্রাগঢ় অনুরাগের যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি যে তোমাতে কি ধন প্রাপ্ত হইব, তাহা আমি কল্পনা করিতে পারি না।

লুসি। প্রিয় ফ্রেড্রিক, আর তোমায় বলিতে হইবে না। তুমি না বলিলে যে মঙ্গলবার প্রাতঃকালে তোমার নিষ্কৃতি-অর্থ দিতে হইবে? আমি যে কোন উপায়ে পারি, কাল সন্ধ্যাকালে তোমার নিকট টাকা পাঠাইব। হয়ত আমি নিজেই তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব; নতুবা বিশ্বাসী মার্থাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিব। সে আমায় বড় ভাল বাসে—আমি যাহা বলিব তাহাই করিবে। সেই জন্য আমি যদি না আসিতে পারি, মার্থা নিশ্চয়ই আসিবে। সূর্য্যাস্তের আধ

ঘণ্টার মধ্যে কাল এই স্থলেই সাক্ষাৎ হইবে। এখন আর একটি কথা বলি; যদি কাল সন্ধ্যাকালে আমরা কেহই আসিতে না পারি, মার্থা পরশ্ব বেলা সাতটা, আটটার মধ্যে পল্লিতে গমন করিবে। সেকি তোমার জন্য বেট্‌সের দোকানে একটি শিল করা মোড়ক দিয়া আসিতে পারে?

ফ্রেড্‌। হাঁ; বেট্‌স আমার হিতাকাঙ্ক্ষী তাঁহার নিকট বিশ্বাস করিয়া আমার জন্য যাহা কিছু রাখা হইবে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা আমায় প্রদান করিবেন। প্রিয়তম লুসি, কিরূপে তোমার উপকারের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব!

লুসি। কৃতজ্ঞতা! আমি কি সামান্য কৃতজ্ঞতা হইতে শ্রেষ্ঠ পদার্থ পাই নাই?

ফ্রেড্‌। (লুসিকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক) হাঁ হাঁ আমার ভালবাসা—আমার প্রগাঢ়, অচল ভালবাসা।

লুসি। প্রিয়তম ফ্রেড্‌রিক্‌, দুদিনেই তুমি স্বাধীন হইবে, আর তারপর—

ফ্রেড্‌। তার পরই আমার আশা পূর্ণ হইবে; যেস্থলে শীঘ্র ধৃত হইবার আশঙ্কা নাই, সেখানে যাইয়া আমাদের দুই হস্ত এক হইবে।

পরস্পরকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়া প্রণয়ীযুগল বিচ্ছিন্ন হইলেন। লুসি পিতার আগমনের পূর্ব্বেই বাটী আসিয়া পৌঁছিলেন। ফ্রেড্‌রিক্‌ ধীরে ধীরে স্বীয় বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

অর্থদণ্ড।

ফ্রেড্‌রিক্ স্বীয় অভিপ্রায় সম্বন্ধে ক্ষৌরকারকে কোন কথাই বলিলেন না। পরদিন প্রাতঃকালে আর্চ্চিবাল্ডের নিকট যাইবার জন্য "রয়াল ওক" উপস্থিত হইয়া সার্জ্জেণ্টকে ও কিছু বলিলেন না। যে পর্য্যন্ত বিচারপতির নিকট শেষ প্রক্রিয়া সমাধা না হইত, ততদিন সার্জ্জেণ্ট নব সৈন্যদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন, কিন্তু এইভাব ভবিষ্যতে থাকিবে কি,না, তাহা আমরা শীঘ্রই দেখিতে পাইব। তখন তিনি হাস্য মুখে ফ্রেড্‌রিকের হস্ত কম্পন করিলেন ও বলিলেন "আচ্ছা ভাই, তুমি ত ঠিক্ সময়েই আসিয়াছ। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে তুমি সৈন্য-দলের অলঙ্কার-স্বরূপ হইবে। যথা সময়ে কার্য্য করিতে দেখিলে আমার বড় আনন্দ হয়। আমি পল্লী পরিত্যাগের পূর্ব্বেই সার আর্চিবাল্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিব বলিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিয়াছি। ঠিক দশটার সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার কথা আছে।" সমস্ত পথই সার্জ্জেণ্ট সৈনিকের সুখের জীবন বর্ণনা করিতে লাগিলেন, ফ্রেড্‌রিক্ তাহা শুনিয়াও শুনিলেন না, কারণ তাঁহার মন ভবিষ্যৎ সুখ চিন্তায় মগ্ন ছিল। রেভ্‌বরণ প্রাসাদে গমন কালে ডেভিসের বাটীর প্রায় একশত গজ দূর দিয়া যাইতে হয়। ফ্রেড্‌রিক্ তাঁহার প্রণয়িনীকে দেখিবার জন্য

বাটীর জানালার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি দেখিলেন হঠাৎ উপরের একটি জানালা খুলিয়া গেল এবং একখানি রুমাল নড়িল। রুমাল চলিয়া গেল,—জানালা বন্ধ হইল,—মসলিন নির্ম্মিত আবরণীর উপরে ফ্রেড্রিক্ তাঁহার প্রণয়িনীর মুখখানি দেখিতে পাইলে না। এত শীঘ্র এই ব্যাপার ঘটিল যে, সার্জ্জেণ্ট ইহার কিছুই দেখিতে পাইলেন না। ফ্রেড্রিক্ কতই আনন্দিত হইলেন, তিনি বুঝিতে পারিলেন যে লুসির পিতা পূর্ব্ব দিনের সায়ংকালের ঘটনা জানিতে পারেন নাই, আর তাঁহাদের উভয়ের বন্দোবস্তের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। পনের মিনিট মধ্যেই তাঁহারা রেড্বরণ প্রাসাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। প্রতীহারী তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে উপরের বৈঠখানায় লইয়া গেল, এবং তাঁহাদিগকে তথায় অপেক্ষা করিতে বলিয়া সার আর্চ্চিবাল্ডকে সংবাদ দিল। ক্ষণ মধ্যে সার আর্চ্চিবাল্ড আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সার্জ্জেণ্ট সেলাম করিলেন, আর্চ্চিবাল্ড তাহা গ্রহণ করিলেন। ফ্রেড্রিক্ লন্স্ডেল্কে জালে পড়িতে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। ফ্রেড্রিক্ শিষ্টাচারের অনুরোধে তাঁহাকে সম্মানের সহিত সেলাম করিলেন কিন্তু আর্চ্চিবাল্ড ভ্রূক্ষেপ করিলেন না।

আর্চ্চিবাল্ড। একি? বোধ হয় আর একটী নব-সৈন্য।

ল্যাংলে। হাঁ মহাশয়।

আর্চ্চিবাল্ড। (ফ্রেড্রিকের প্রতি, মিউটিনী আইনের ৩০শ ধারা পড়িয়া তোমায় শুনান কর্ত্তব্য। (পাঠ সমাপ্তির পর) তোমার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক

নাই, কারণ আমি উভয়ই জ্ঞাত আছি। কিন্তু তুমি কি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক সৈন্যদলে প্রবেশ করিতেছ?

ফ্রেড্। হাঁ আমি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া ছিলাম। কিন্তু—

আর্চ্চি। (কর্কশ স্বরে) আমায় এখন বাধা দিও না। আমি বিদ্রোহ ও পলায়ন সম্বন্ধে সৈনিক বিভাগের আইন পড়িতে যাইতেছি। অনন্তর তোমায় রাজ-ভক্তি-শপথ গ্রহণ করিতে হইবে।

ফ্রেড্। কিন্তু মহাশয়, আমি আপনার পরিশ্রম কিঞ্চিৎ লঘু করিতে ইচ্ছা করি।

আর্চ্চি। কি তুমি রাজ-ভক্তি-শপথ গ্রহণ করিতে চাও না?

সার্জ্জেণ্ট। (কার্পেটে বেত্রাঘাত পূর্ব্বক) ফ্রেড্রিক্ তোমার আচরণে আমি বিস্মিত হইয়াছি।

ফ্রেড্। মহাশয়, ঐ আইনের আর কোন অংশ শুনাইতে কি আপনি বাধ্য নন্?

আর্চ্চি। হাঁ হাঁ ৩৫ শ ধারা আছে—কিন্তু ইহা আড়ম্বর বিশেষ ইহাতে বাস্তবিক কিছুই নাই।

ফ্রেড্ যাহাই হউক, আমি ধারাটী শুনিতে ইচ্ছাকরি।

আর্চ্চি। আমি তোমায় সংক্ষেপে বলি শুন। ৩৫শ ধারার মর্ম্ম এই—নাম লেখানর পর কেহ সৈন্যদলে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক হইলে, সে ব্যক্তি অগ্রিম প্রাপ্ত টাকা, কুড়ি শিলিং অর্থদণ্ড ও সার্জ্জেণ্টের ফি দিয়া নিষ্কৃতি পায়।

ফ্রেড্। এই টাকা দিবার কি নির্দ্দিষ্ট সময় নাই?

সার্জ্জেণ্ট। (সক্রোধে) কিন্তু তুমি ত নাম কাটাইতেছনা?

আর্চ্চি। তাহা হইলে ভারি অন্যায় হয়! আর অন্য কথার প্রয়োজন নাই, আমি পড়ি শুন।

ফ্রেড্। আমি নাম কাটাইতে ইচ্ছা করি। আর আমি অর্থদণ্ড দিবার নিমিত্ত চব্বিশ ঘণ্টা সময় প্রার্থনা করি।

সার্জ্জেণ্ট। (সক্রোধে) আমার জীবনে এরূপ জঘন্য ব্যাপার দেখি নাই।

আর্চ্চি। তবে তুমি এই রাজকর্ম্মচারীকে প্রতারণা করিলে কেন? আর আমাকেই বা কেন কষ্ট দাও? এস—এই মুহূর্ত্তে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর—রাজভক্তি শপথ সমাধা কর। সৈনিক দলে প্রবেশ ভিন্ন তোমার আর কি উপায় আছে?

ফ্রেড্। মহাশয়, এখন আমার মত-পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এবং সার্জ্জেণ্টকে যে কষ্টদিয়াছি তজ্জন্য আমি অতিশয় দুঃখিত।

আর্চ্চি। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) আচ্ছা যথেষ্ট হইয়াছে। সার্জ্জেণ্ট, আমি চলিলাম; কিন্তু ফ্রেড্রিক্ লনস্‌ডেল মনে রাখিও (ঘড়ী দেখিয়া) যদি কাল দশটার মধ্যে একজন সাক্ষীর সম্মুখে সার্জ্জেণ্টকে সমস্ত অর্থদণ্ড দিতে না পার তাহা হইলে আমার নিকট আসিয়া রাজভক্তি-শপথ গ্রহণ করিতে হইবে। না কর, আমি তোমায় কারাগারে প্রেরণ করিব।

ফ্রেড্রিক্ কোন উত্তর না দিয়া প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন; সার্জ্জেণ্ট ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাতে আসিতে লাগিলেন।

সার্জ্জেণ্ট। বদমায়েস, তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা যে আমার সঙ্গে প্রতারণা কর। নরাধম, ইচ্ছা হয় এই মুহূর্ত্তে তোমার মস্তক চূর্ণ করি।

ফ্রেড্। (আরক্ত নয়নে) মিঃ ল্যাংলে, আমি এসব কথা সহ্য করিব না—

সার্জ্জেণ্ট। চুপ! তুমি সম্রাটের সৈন্য এবং আমি তোমার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী। কাপুরুষ শীঘ্র—

ফ্রেড্রিক্ সার্জ্জেণ্টকে প্রহার করিবার জন্য হস্তোত্তলন করিলেন কিন্তু পরক্ষণেই নিবৃত্ত হইলেন। তিনি মনে করিলেন, আমি যদি ইঁহাকে প্রহার করি, নিকটেই বিচারপতি—আমায় কারাগারে যাইতে হইবে এবং সেই খানেই আমার প্রিয়লুসির আশা ভরসা নষ্ট হইবে।

সার্জ্জেণ্ট। যুবক, তোমার বড় ভাগ্য যে তুমি আমার স্পর্শ কর নাই। যাহা হউক ইহার পর কি হয় দেখাযাইবে।

সার্জ্জেণ্ট ল্যাংলে সমস্ত পথ ফেড্রিক্কে এইরূপ তিরস্কার করিতে করিতে আসিলেন। কিন্তু লুসির সহিত মিলনাশায় তিনি সমস্ত অপমান সহ্য করিলেন। ডেভিসের বাসগৃহের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র পূর্ব্বের ন্যায় গবাক্ষ উদ্ঘাটিত হইল—রুমাল বাহির হইল, ফেড্রিক্ সেই মুখখানি ও দেখিতে পাইলেন। হৃদয় দ্বিগুণতর বলীয়ান্ হইয়া উঠিল। সার্জ্জেণ্টের কথায় কর্ণপাত না করিয়াই যেন তিনি ধীরে ধীরে পল্লী অভিমুখে গমন করিলেন। এই রূপে তাঁহারা বেটসের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ফেড্রিক্ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিবার সময়, সার্জ্জেণ্ট তাঁহাকে দণ্ডায়মান হইতে বলিলেন।

সার্জ্জেণ্ট। হতভাগ্য, তুমি এখন আমার আদেশানুসারে বন্দী হইলে। নিজের শয়নাগারে যাও। তুমি সেখান হইতে

বাহির হইতে পারিবেনা; এমন কি বেট্‌সের দোকানে নামিয়া আসিতে নিষেধ রহিল। সাবধান! তোমার উপর আমার দৃষ্টি রহিল—এই কথা বলিয়া সার্জ্জেণ্ট সগর্ব্বে 'রয়াল ওকের' দিকে প্রস্থান করিলেন।

ফ্রেড্‌রিক্ বজ্রাহত প্রায় হইলেন; তিনি জানিতেন না যে সার্জ্জেণ্ট ল্যাংলের এতদূর ক্ষমতা। এখন বুঝিতে পারিলেন যে তিনি সর্ব্বতোভাবে নব-সৈন্য-সংগ্রাহকের অধীন। কিন্তু কিরূপে কানন মধ্যে তিনি লুসি কিম্বা মার্থার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন! তাঁহার অত্যন্ত ভাবনা হইল। সার্জ্জেণ্ট বুঝিতে পারিয়া বিরক্তি পূর্ণ হাস্য করিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় মধুমাখা হাস্য এখন কোথায় গেল! বেট্‌স্ আসিয়া বলিলেন, 'এখন তোমার সার্জ্জেণ্টের আজ্ঞা পালন করা উচিত।' ফ্রেড্‌রিক্ সুহৃদের উপদেশের ন্যায় বেট্‌সের কথা শুনিয়া তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অরণ্যে লুসির সহিত সাক্ষাৎ করা অসম্ভব মনে করিয়া তিনি হতাশ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তথায় সাক্ষাৎ না হইলে, প্রাতঃকালে বেট্‌সের দোকানে, মার্থার একটী মোড়ক দিবার কথা আছে, স্মরণ করিয়া তাঁহার মন প্রকৃতিস্থ হইল?

এই সময়ে বেটস্ তাঁহার কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল ফ্রেড্. কি করিতেছ?

ফ্রেড.। মিঃ বেট্‌স্, আমি নাম কাটাইতে চাহিয়া ছিলাম বলিয়াই সার্জ্জেণ্ট আমায় অশ্রাব্য গালাগালি দিলেন এবং বন্দী করিয়া গেলেন।

বেটস্। (আগ্রহ সহকারে) তুমি কি অর্থদণ্ড দিয়াছ?

ফ্রেড্। না এখনও দিই নাই। ভাই, তুমি আমার এক কার্য্য করিতে পার—

বেট্স্। তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব। কি কার্য্য ?

ফ্রেড্। আজ রাত্রেই হউক কি কাল প্রাতেই হউক আমার একটী মোড়ক কি চিঠি আসিবে। তুমি তৎক্ষণাৎ তাহা আমায় আনিয়া দিবে—কারণ উহা বড় আবশ্যকীয়।

বেট্স্। আঃ! আমি বুঝিয়াছি তোমার নিষ্কৃতির টাকা আসিবে। তোমার এরূপ বন্ধু আছে শুনিয়া বড় প্রীত হইলাম। আমি আজ আর হোটেলে সুরাপান করিতে না গিয়া সমস্ত রাত্রি দোকানে বসিয়া থাকিব।

ফ্রেড্। তোমার নিকট আমি বিশেষ বাধিত হইলাম। বন্ধু, সার্জ্জেণ্ট কি প্রকৃতির লোক বুঝিতে পারিলে ?

বেট্স্। আঃ! আমি বড়ই প্রতারিত হইয়াছি!

ফ্রেড্। আমি বড় বাঁচিয়া গিয়াছি ; আর একটু হইলেই নিষ্ঠুর সার্জ্জেণ্টের হস্তে পড়িতাম। কল্য 'ওকূলে' পল্লী হইতে যে হতভাগ্যেরা তাঁহার সহিত প্রস্থান করিবে, ঈশ্বর তাহাদের সহায় হউন।

বেট্স্। ফ্রেড্, তবে তুমি নিশ্চয়ই টাকা পাইতেছ। যদি না হয়, আমি টাকা কর্জ্জ করিবার চেষ্টা করি।

ফ্রেড্। তোমার সদয় ব্যবহারের জন্য তোমায় ধন্য বাদ দিই। আমি নিশ্চয় টাকা পাইব।

বেট্স্। সেত আরোও ভাল। এখন তুমি এখানে স্থির হইয়া থাক ; আর সার্জ্জেণ্ট ল্যাংলের হাতে যাইও না।—

ফ্রেড্। কোন মতেই না।

ক্ষৌরকার বেট্স্ দোকানে নামিয়া আসিয়াই সত্বরে 'রয়াল্ওক্, হোটেলে প্রস্থান করিলেন; দেখিলেন ল্যাংলে ক্রোধোপশমের জন্য ধূমপান ও বুশেলের এল্ মদ্য পানে ব্যস্ত। উভয়ের অল্পক্ষণ কথা হইল বটে কিন্তু কথাগুলি অতি আবশ্যকীয়। এবং বিদায় কালে বেট্সের পকেটে দুটী অর্দ্ধ ক্রাউনের শব্দ হইতে লাগিল। ক্ষৌরকারের প্রস্থানের পর সার্জ্জেণ্ট অধিকতর আনন্দ সহকারে সুরাপানে প্রবৃত্ত হইলেন।

ফ্রেড্রিক্ ইতিমধ্যে পুস্তক দেখিতেছিলেন। একটার পর আর একটী ঘণ্টা ধীরে ধীরে চলিয়াগেল। মাঝে মাঝে ক্ষৌরকার আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, সার্জ্জেণ্ট তাঁহার সংবাদ লইতে আসিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে সায়ংকাল উপস্থিত হইল। ফ্রেড্রিক্ মনে করিলেন, অরণ্য মধ্যে এতক্ষণে লুসি কিম্বা মার্থা তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

সূর্য্য অস্তগমন করিলেন—ফ্রেড্রিক্ বাতি জ্বালিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। গির্জ্জার ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া দশটা বাজিল। বেটস্ আসিয়া বলিলেন যে, কোন মোড়ক কিম্বা চিঠি আইসে নাই; তবে সার্জ্জেণ্ট তাঁহার সংবাদ লইতে আসিয়াছিলেন।

ফ্রেড্। আজ তবে মোড়ক আসিবে না—কাল সকালে নিশ্চয়ই আসিবে।

বেটস্। আমি অতিশয় প্রীত হইলাম যে কাল দশটার মধ্যে তুমি নিষ্কৃতি পাইবে। এখন আমি বিদায় হই।

বেট্‌সের প্রস্থানের পর ফ্রেড্‌রিক্‌, লুসি, প্রণয় ও ভাবী সুখের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে শয়ন করিলেন। গির্জ্জার ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া ছয়টা বাজিল। ফ্রেড্‌রিক্‌ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া আনন্দিত মনে পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন। আজ নিষ্ঠুর ল্যাংলের হস্ত হইতে তাঁহার নিষ্কৃতি লাভের দিন। কয়েক ঘণ্টা পরে, কথা কহা দূরে থাকুক, সার্জ্জেণ্ট তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিবেন না। আহা! সচ্ছন্দে তিনি লুসির হস্ত ধরিয়া বিবাহার্থে বেদীর নিকট উপস্থিত হইবেন।—সচ্ছন্দে তিনি কোন দূরতর নগরে গমন করিয়া লুসির সহিত সুখের সংসার আরম্ভ করিবেন। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ফ্রেড্‌রিকের কোন সন্দেহই ছিল না। কল্পনা পক্ষযুক্ত হইয়া আশাকাশে উড্ডীয়মান হইল। বিবাহ সমাধার পর, মিঃ ডেভিসের কি ক্রোধোপশম হইবেনা? তিনি কি তাঁহার কন্যাকে ভাল বাসেন না? এবং তিনি কি কন্যাকে ক্ষমা করিবেন না! হাঁ, সহজেই এআশা করা যাইতে পারে; তখন তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ হইবে। ওঃ সুন্দরী লুসি—সরলা, চিত্তহারিণী লুসি—আজ তোমার প্রতিমা লইয়া তোমার প্রণয়ী কি সংসারই সজ্জিত করিতেছেন!

ফ্রেড্‌রিকের অন্তঃকরণ অদ্ভুত আনন্দে পরিপ্লুত; ক্ষণ মধ্যে তাঁহার প্রাতর্ভোজন শেষ হইল, ঢং ঢং করিয়া আটটা বাজিল।

ফ্রেড্‌রিক মনে করিলেন-"মার্থার আর বিলম্ব হইবেনা এতক্ষণে তাহার আসা উচিত ছিল।" কিন্তু নিশ্চয়ই টাকা আসিবে বিশ্বাস করিয়া পুনর্ব্বার সুখ-স্বপ্নে মগ্ন হইলেন। আর

এক ঘণ্টা গত হইল। তিনি গণিয়া দেখিলেন—সত্য সত্যই নয়টা বাজিল এবং মার্থা এখনও আসে নাই। কে সিড়িতে উঠিতেছে। তিনি বুঝিতে পারিলেন ক্ষৌরকারের পদশব্দ, তবে মোড়ক আসিয়াছে! বেট্‌স্ তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ফ্রেড্‌রিক্ মোড়ক গ্রহণের জন্য হস্ত প্রসারিত করিলেন। বেট্‌স্ মনে করিলেন—অন্ততঃ এই ভাব দেখাইলেন—যে যুবক তাঁহার হস্তকম্পন করিতে যাইতেছেন। কিন্তু ফ্রেড্‌রিক্ যখন দেখিলেন যে হস্তে কিছুই নাই তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন "এখনও আসে নাই!"

বেট্‌স্। না এখনও আইসে নাই। পাছে আমার অনুপস্থিতিতে কেহ মোড়কটী লইয়া আইসে, এই জন্য আমি এতক্ষণ তোমার নিকট আসি নাই; স্বহস্তে মোড়কটী লইবার জন্য বরাবর দোকানে বসিয়াছিলাম।

ফ্রেড্। (আগ্রহ সহকারে) আবার তুমি নিম্নে যাও। এক মুহূর্ত্ত ও দোকান হইতে সরিও না। ভাই, ইহা কত আবশ্যকীয় তাহা তুমি জান।

বেট্‌স্। ভয় নাই। আমি তাহা দেখিব। কিন্তু তুমি কক্ষ হইতে বহির্গত হইওনা; ধূর্ত্ত ল্যাংলে দ্বারদেশে দুই জন নবসৈন্য রাখিয়া গিয়াছে।

ফ্রেড্। ওঃ! কতিপয় মিনিটের মধ্যেই তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইব। তোমায় অনুরোধ করিতেছি তুমি দোকানে যাও।

প্রবঞ্চক শিরোমণি ক্ষৌরকার প্রস্থান করিলে পর ফ্রেড্‌রিক্ অধীর হইয়া কক্ষ-মধ্যে পদচারণ করিতে লাগিলেন।

মার্থার বিলম্ব হইতেছে কেন? কেনই বা সে এখনও আসিল না। তাহার নিশ্চয়ই আসিবার কথা, তবে দুই এক মিনিট বিলম্ব হইতে পারে; এখনও প্রচুর সময় আছে! হায়! মিনিট গুলিও চলিয়া যাইতে লাগিল—এবং শীঘ্র অর্দ্ধ ঘণ্টায় পরিণত হইল। সাড়ে নয়টা বাজিল—লুসির ও দেখা নাই—মার্থার ও দেখা নাই—মোড়ক ও নাই—চিঠিও নাই—একি হইল? অসংখ্য চিন্তা আসিয়া হৃদয় আন্দোলিত করিল—আশার মোহিনী মূর্ত্তি ক্ষণ মধ্যে অন্তর্হিত হইল। ভীষণ দুশ্চিন্তা তাঁহাকে বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে লাগিল। মিঃ ডেভিস্ কি তবে সমস্ত জানিতে পারিয়াছেন? তিনি কি তাঁহার কন্যা কি দাসীকে বাটীর বাহিরে আসিতে দেন নাই? কোন বিশ্বাসঘাতক কি একার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে? তিনি কি ভাবিবেন স্থির করিতে পারিলেন না—নানাবিধ অনুমান তাঁহাকে যন্ত্রণা দিতে লাগিল কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্য ও তাঁহার সন্দেহ হয় নাই যে, পরমবন্ধু বেট্‌স্ বিশ্বাস-ঘাতকতা করিতেছে!

ক্ষৌরকার পুনর্ব্বার আসিয়া বলিল "দশটা বাজিতে পনের মিনিট আছে।"

ফ্রেড্‌রিক্ চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। ক্ষৌরকারের পদশব্দ শুনিতে পান নাই। হঠাৎ তাঁহাকে উপস্থিত দেখিয়া চমকিত হইলেন। আশার মোহিনী মূর্ত্তি ক্রমে ক্রমে ভীষণ নৈরাশ্যের আকার ধারণ করিল। "তুমি নীচে যাও নীচে যাও—পরমেশ্বরের দোহাই, নীচে গিয়া তুমি মোড়কের অপেক্ষা কর" বলিয়া ফ্রেড্‌রিক্ চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং

সম্মুখে আসিয়া ক্ষৌরকারকে ধাক্কা দিয়া নামাইয়া দিলেন।

অনন্তর ফ্রেড্রিক্ শয়নাগারের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন লেখনীর সাধ্য কি তাঁহার মানসিক অবস্থা বর্ণনা করে? তিনি শুনিলেন নীচের তালায় সমাগত ব্যক্তিরা তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আবার বেট্সের কথা শুনা গেল। ফ্রেড্রিকের মনে একটী চিন্তার উদয় হইল। তিনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে ডাক্তার কলিসিন্থ, মাংস-বিক্রেতা ও রুটী ওয়ালাকে কয়েক ঘণ্টার জন্য দুই পাউণ্ড কর্জ্জ দিতে লিখিলেন। দ্বারদেশ হইতে বেট্সকে চীৎকার করিয়া ডাকিলেন। বেট্স্ তাড়াতাড়ি উপরে আসিলেন, ফ্রেড্রিক্ তাঁহার হস্তে তিন খানি পত্র দিয়া বলিলেন, অবিলম্বে তিন জন লোক দ্বারা চিঠি তিন খানি পাঠাইয়া দাও।”

বেট্স। আমি এখনই চিঠি তিন খানি পাঠাইতেছি। কিন্তু ল্যাংলে নীচে আসিয়াছেন এবং আমায় দ্বার বন্ধ করিতে বলিতেছেন।

“শীঘ্র যাও শীঘ্র যাও,” বলিয়া ফ্রেড্রিক চীৎকার করিয়া উঠিলেন, এবং বেট্সকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া ল্যাংলেকে জানাইবার জন্য বল-পূর্ব্বক দরজা বন্ধ করিলেন, তদনন্তর অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত ভীত মনে চিঠির উত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং চিঠিগুলি আগে না পাঠাইয়া কি নির্ব্বোধের কার্য্যই করিয়াছি, এই বলিয়া আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

মিনিটের পর মিনিট চলিয়া গেল, কিন্তু কেহই আসিল

না। তখন তিনি উন্মত্তের ন্যায় দ্বার খুলিয়া শুনিলেন, নিম্নতলে দোকানে বেট্‌স্‌ ও অন্যান্য লোক কথোপকথন করিতেছেন। তন্মধ্যে সার্জ্জেণ্ট ল্যাংলের সুপরিচিত স্বরও রহিয়াছে। ফ্রেড্‌রিক্‌ মনে মনে বলিতে লাগিলেন "তবে কি আমার সর্ব্বনাশ হইল? ইহা কি সম্ভব? ইহা কি সত্য? না একটী ভীষণ স্বপ্ন? হে ঈশ্বর, অভাগিনী লুসির কি হইবে? ওঃ আমি যে পাগল হইলাম।" এবং দরজায় পৃষ্ঠ স্থাপন করিয়া মস্তকে হস্ত দিয়া রহিলেন। ঘণ্টা বাজিল—এক দুই করিয়া দশটা বাজিল। হে পরমেশ্বর একি হইল! "ফ্রেড্‌রিক্‌ লন্‌স্‌ডেল, নামিয়া আইস" বলিয়া সার্জ্জেণ্ট চীৎকার করিলেন। সার্জ্জেণ্টের স্বর সয়তানের স্বরের ন্যায় ফ্রেড্‌রিকের কর্ণে আঘাত করিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

—— ঃ※ঃ ——

প্রস্থান।

স্বভাবতঃ সরল অন্তঃকরণ অত্যন্ত দুঃখের পর প্রশান্ত ভাব ধারণ করে। ফ্রেড্‌রিক্‌ লন্‌স্‌ডেলেরও তাহাই ঘটিল, ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া তিনি ধীরে ধীরে অবতরণ করিলেন। নিম্নতলস্থ দোকানে আসিয়া দেখিলেন সার্জ্জেণ্ট ল্যাংলে উপস্থিত। সার্জ্জেণ্ট ফ্রেড্‌রিকের প্রতি সয়তানের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন।

বেট্স্। ভাই, আমি তোমার জন্য বড় দুঃখিত হইলাম। তুমি জান গত রাত্রে আমি টাকা ধার করিতে যাইতে ছিলাম—

ফ্রেড্। হাঁ, (হস্তকম্পন পূর্ব্বক) আপনি আমার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

সার্জ্জেন্ট। এস—আর সময় নাই। শীঘ্র চল—আমি তোমার কোন কথা শুনিতে চাই না।

যুবক ওষ্ঠাধর দংশন করিয়া রক্ত বাহির করিলেন—তাঁহার মুখশ্রী বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি দেখিলেন, চতুর্দ্দিকেই লোকে তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে। দ্বার-দেশে দুইজন নব সৈন্য দণ্ডায়মান ছিল। তাহারা দৃষ্টিদ্বারা প্রকাশ করিল যে অনিচ্ছা পূর্ব্বক তাহারা এই নিষ্ঠুর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে।

ফ্রেড্রিক্ নির্জ্জীবের ন্যায় পল্লী অতিক্রম করিয়া রেডবরণ প্রাসাদাভিমুখে চলিলেন। সার্জ্জেন্ট তাঁহার পশ্চাতে রহিলেন। ডেভিসের বাসস্থানের নিকট গিয়া সেদিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিলেন না। আহা! লুসি সমুদয় জানিতে পারিলে তাহার মনে কি হইবে? অকস্মাৎ ডেভিসের গৃহের দ্বার উন্মুক্ত হইল— একটী রমণীমূর্ত্তি ধাবিত হইয়া আসিল— বলা বাহুল্য ইনি লুসি।

লুসি। (ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া) ফ্রেড্রিক্, ফ্রেড্রিক্ একি? এখনও তুমি সার্জ্জেন্টের সঙ্গে কেন?

সার্জ্জেন্ট তখন প্রায় পঞ্চবিংশতি হস্ত দূরে ছিলেন।

ফ্রেড্। প্রিয় লুসি তুমিত টাকা পাঠাও নাই!

লুসি। হে পরমেশ্বর, তবে কে এই বিশ্বাসঘাতকতা করিল? তুমি কাল সায়ংকালে বনমধ্যে আইস নাই?

ফ্রেড। না—আমি আসিতে পারি নাই—আমি কাল বন্দী ছিলাম।

লুসি। কিন্তু মার্থা তোমার বাসায় স্বহস্তে মোড়ক দিয়া আসিয়াছে।

ফ্রেড্। "আঃ বেট্সি"।

ফ্রেড্রিকের মনে সন্দেহের উদয় হইল এবং তিনি বজ্রাহত প্রায় হইলেন।

লুসি। হাঁ তাহার হস্তেই মার্থা মোড়কটী দিয়া আসিয়াছে। আমি মার্থাকে বিশ্বাস করি—আমি মার্থার উপর নির্ভর করিতে পারি—সে কখন আমায় প্রতারিত করিবে না।

ফ্রেড্। ঈশ্বর এত অত্যাচার কখনই সহ্য করিবেন না। কি ভয়ঙ্কর! কি ভয়ঙ্কর!

সার্জ্জেণ্ট দণ্ডায়মান হইয়া এক দৃষ্টে দেখিতেছিলেন। তিনি বলিলেন "যুবক, আর আমি অপেক্ষা করিতে পারি না। তুমি আমার সহিত যেরূপ অসদ্ব্যবহার করিয়াছ, তাহাতে আমি যে তোমার জন্য অপেক্ষা করিয়াছি ইহাই যথেষ্ট।" কিন্তু তিনি লুসির অনুপম রূপলাবণ্যে এরূপ মোহিত হইয়াছিলেন যে কিয়ৎকাল কথা কহিতে পারেন নাই।

সার্জ্জেণ্ট এই কথা বলিতে না বলিতে ডেভিস্ স্বয়ংগৃহ হইতে সবেগে ধাবিত হইয়া লুসিকে বল-পূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গেলেন। হতভাগিনী লুসি মূর্চ্ছিতা হইলেন।

ডেভিস্, লুসিকে লইয়া গৃহাভিমুখে যাইবার সময় ফ্রেড্-

রিকের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক গম্ভীর-স্বরে বলিলেন, "পাপিষ্ঠ!"

ফ্রেড্রিক্ একবার মনে করিলেন—"ভাগ্যে যাহাই থাকুক না কেন, দৌড়িয়া গিয়া প্রণয়িনীর নিকট শেষ বিদায় লইয়া আসি।" ল্যাংলে তাহাতে বাধা দিলে, তাঁহাকে তিনি এক আঘাতে ভূশায়ী করিতে পারিতেন। কিন্তু পাছে ডেভিস্ রুষ্ট হইয়া কন্যাকে অধিকতর যন্ত্রণা প্রদান করেন এই আশঙ্কায় নিবৃত্ত হইলেন, এবং হতাশ হইয়া অচৈতন্য লুসির দিকে চাহিতে চাহিতে রেড্বরণ প্রাসাদের দিকে গমন করিলেন। যে ঘোর বিশ্বাসঘাতকতা এত সুখের আশা ভাঙ্গিয়া দিল, সেই বিশ্বাসঘাতকতার চিন্তায় ফ্রেড্রিক্ মগ্ন। অন্যান্য চিন্তাতেও তাঁহার মস্তিষ্ক বিচলিত হইয়াছিল। রেড্বরণ-প্রাসাদে আর্চ্চিবাল্ডের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, তিনি অতিকষ্টে ধৈর্য্য অবলম্বন করিলেন। আর্চ্চিবাল্ড তাঁহাকে পুনরাগত দেখিয়া কিছু বিদ্রূপ করিলেন। ফ্রেড্রিক্ কোন উত্তর করিলেন না। বিদ্রোহী আইন ও যুদ্ধ আইনের কয়েকটী ধারা তাঁহার নিকট পাঠিত হইল—তিনি শুনিলেন যে একটা অর্থহীন গুন্‌গুন্‌শব্দ হইল। বাইবেল স্পর্শ করিয়া রাজভক্তি শপথ গ্রহণ আজ্ঞা হইলে তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি একটী যন্ত্রের ন্যায় সেই আজ্ঞা মান্য করিলেন। অনন্তর আর্চ্চিবাল্ড বলিলেন :"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে, এখন গ্রামের দুর্ব্বৃত্ত লোক বহিষ্কৃত হইল।"

যুবক নৈরাশ্যপূর্ণ নয়নে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বৈটকখানা হইতে বহির্গত হইলেন; আসিবার সময় রেশম

নির্ম্মিত পরিচ্ছদের শব্দ শুনিয়া চতুর্দ্দিকে চাহিলেন—দেখিলেন আর্চ্চিবাল্ডের ভগিনী কুমারী রেড্‌বরণ সিঁড়ির দিকে যাইতেছেন। তিনি ফ্রেড্‌রিকের দিকে এরূপে দৃষ্টিপাত করিলেন যে বিপন্ন ফ্রেড্‌রিকের মন ও সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। ইহার পরে মধ্যে মধ্যে ফ্রেড্‌রিক এই দৃষ্টির বিষয় চিন্তা করিতেন—কারণ তিনি এদৃষ্টির মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই। এদৃষ্টি ঘৃণাপূর্ণ নহে—আনন্দপূর্ণ ও নহে। তিনি ইহাকে অনুকম্পাপূর্ণ দৃষ্টিও মনে করেন নাই। পরক্ষণেই কুমারী রেড্‌বরণ তাঁহার চক্ষুর অন্তরাল হইলেন এবং ফ্রেড্‌রিক্ বৈটকখানা হইতে বহির্গত হইলেন। ক্ষণকাল পরেই ভীষণ দুশ্চিন্তা আসিয়া তাঁহার হৃদয়-রাজ্যে রাজত্ব করিতে লাগিল।

সার্জ্জেণ্ট তখন বলিয়া উঠিলেন—"আর তুমি পলায়ন করিতে পারনা, তুমি সর্ব্বতোভাবে আমার ক্ষমতাধীন। তুমি আমায় যে কষ্ট দিয়াছ, আমি তাহার সমুচিত প্রতিশোধ দিব। তুমি সামান্য সৈনিক হইতে উচ্চপদে আরোহণ করিবে—তুমি কখনই পারিবেনা। বরাবর সদ্ব্যবহার করিলেও তোমার উন্নতির আশা নাই; তুমি জানিও তাহা তুমি পারিবেনা। সেনানিবেশে উপস্থিত হইবার দুই এক মাসের মধ্যেই তোমায় বন্দী দেখিয়া আমি অপার আনন্দ অনুভব করিব। সৈনিক জীবন কি—তুমি দেখিতে পাইবে, যদি সে জীবন নরকবাসের ন্যায় না হয়, আমার নাম ল্যাংলে নয়।

এইরূপে তিরস্কার করিতে করিতে দুর্ব্বৃত্ত ল্যাংলে পল্লী অভিমুখে চলিলেন। কিন্তু ফ্রেড্‌রিক্ কোন উত্তর করিলেন না। ক্রমে তাঁহারা ডেভিসের গৃহের নিকট উপস্থিত হই-

লেন। ফ্রেড্‌রিক্ সেই দিকে চাহিলেন। শেষ বিদায়ের কি কোন চিহ্ন দেখা যাইবে! ফ্রেড্‌রিক্ অশেষ-দুঃখ-পূর্ণ কার্য্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে সেই ভালবাসা মাখা মুখ খানি দেখিতে উৎসুক হইলেন!

অকস্মাৎ ঝণ্‌ ঝণ্‌ শব্দ হইল। ফ্রেড্‌রিক দাঁড়াইলেন! সার্সির ভিতর দিয়া একখানি শুভ্রবর্ণ হস্ত বাহির হইল; হস্তের রুমাল খানি একবার সঞ্চালিত হইল; ফ্রেড্‌রিক্ ও তাঁহার রুমাল সঞ্চালন করিলেন, এবং তৎপরে ক্ষিপ্তের ন্যায় অগ্রসর হইলেন। তিনি রুমাল সঞ্চালনের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন। পিতা লুসির প্রতি বন্দীর ন্যায় ব্যবহার করিতে ছিলেন, এবং লুসি হতাশ হইয়া তাঁহার প্রণয়ীকে চির বিদায় দিবার নিমিত্ত জানালার মধ্য দিয়া উন্মত্তের ন্যায় হস্ত প্রসারণ করিলেন। এই সঙ্কেত কেবল বিদায় চিহ্ন বহন করে নাই, ইহার সঙ্গে আশা ও অঙ্গীকার প্রেরিত হইয়াছিল—আশা এই যে, সুদিন আসিবার সম্ভাবনা আছে; অঙ্গীকার এই যে লুসির হৃদয় শেষদিন পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি অবিচলিত থাকিবে। কিন্তু ফ্রেড্‌রিক্ এত নিরাশ হইয়াছিলেন যে, আশা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে পারিল না।

সার্জ্জেণ্টের অগ্রে অগ্রে ফ্রেড্‌রিক পল্লী মধ্যে পুনঃ প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি এখন ক্ষৌরকারের দোকানের দিকে গমন করিতে ছিলেন। ভীষণ বিশ্বাসঘাতকতার নিমিত্ত বেট্‌স্‌কে ভৎর্সনা করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু সার্জ্জেণ্ট কর্কশ স্বরে তাঁহাকে হোটেলে যাইতে আজ্ঞা দিলেন। ফ্রেড্‌রিক পূর্ব্বেই অনুভব করিয়াছিলেন যে তাঁহার পুরুষত্ব নাই—তিনি এখন সম্পূ

বিশেষে পরিণত হইয়াছেন; অগত্যা তাঁহাকে সার্জ্জেণ্টের কথা শুনিতে হইল "রয়ালওক" হোটেলে পৌঁছিয়াই তিনি টুপিতে রঙ্গিণ ফিতা ধারণ করিলেন এবং প্রস্থান-কাল পর্য্যন্ত মদ্যপান গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অন্যান্য নবসৈন্যেরা আত্মীয় স্বজনের সহিত সাক্ষাৎকরিয়া বিদায় গ্রহণের অনুমতি পাইয়াছিলেন, সুতরাং ফ্রেড্‌রিককে সেই ঘরে একাকী থাকিতে হইল। করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া তিনি চিন্তা সাগরে মগ্ন হইলেন। ভাষা তাঁহার মানসিক যন্ত্রণা বর্ণনা করিতে অক্ষম।

পরক্ষণে—দ্বার উদ্ঘাটীত হইল, ল্যাংলে গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া কর্কশ স্বরে বলিলেন "বেট্‌সের দোকান হইতে এই জিনিষগুলি আসিয়াছে, তিনি তোমার পরিশ্রম লাঘবের জন্য এইগুলি মুড়িয়া দিয়াছেন" অনন্তর বিদ্রুপাত্মক হাস্যসহকারে বলিলেন "আর এই জিনিষগুলি তোমায় দিতে ভুল হইয়াছিল।" শেষোক্ত কথা বলিয়া তিনি একটী ছোট মোড়ক নিক্ষেপ করিলেন; এবং বলপূর্ব্বক দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন। ফ্রেড্‌রিক আগ্রহ সহকারে ঐ মোড়কটি গ্রহণ করিলেন অর্থের জন্য আগ্রহ নাই, কারণ অর্থ ও ধূলির এখন সমান মুল্য; যদি উহার মধ্যে কোন পত্র থাকে, তাহারই জন্য ফ্রেড্‌রিকের এত আগ্রহ। মোড়কটী খুলিতেই কয়েকটী মুদ্রা পড়িয়াগেল; কিন্তু ফ্রেড্‌রিক পত্রখানিই গ্রহণ করিলেন। পত্রে এই লেখাছিল।

ছয়টা, সোমবার সন্ধ্যাকাল।

প্রিয়তম ফ্রেড্‌রিক, এই কয়েকটী পংক্তি দ্বারা তোমায়

জানাইতেছি যে পিতা আমাদের সাক্ষাতের বিষয় জানিতে পারেন নাই; কিন্তু তিনি এত সতর্ক যে আমি এখন নির্দ্দিষ্ট স্থানে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশা করিতে পারিনা। কিন্তু মার্থা তথায় গমন করিবে। আমি তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি এবং সে আমার কার্য্য করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। যদি কোন দুর্ঘটনা ক্রমে নির্দ্দিষ্ট ওকগাছের তলায় না আসিতে পার, সে আধঘণ্টা তোমার জন্য অপেক্ষা করিয়া বেট্‌সের দোকানে গিয়া তাহার হস্তে এই প্যাকেট দিবে। প্রিয়তম ফ্রেড্‌রিক, আমাদের অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য সম্পূর্ণ যত্নকরা হইয়াছে। তুমি তৎক্ষণাৎ অর্থদণ্ড দিয়া মুক্ত হইবে। প্রিয়তম ফ্রেড্‌রিক আমি একটু পরে কত সুখী হইব। নয়টার সময় আমি মনে করিব "এতক্ষণে তিনি নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন—আর তিনি শৃঙ্খলাবদ্ধ দাস নহেন; তিনি পুনর্ব্বার সুখী হইলেন" আমি এই চিন্তা করিয়া অপূর্ব্ব আনন্দ ভোগ করিব। ফ্রেড্‌রিক যতদিন তোমার সহিত একত্রিত হইতে না পারি, ততদিন তুমি সন্ধ্যার সময় নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিবে অন্ততঃ একবার একত্রিত হইলে আর বিয়োজিত হইবনা। আমার প্রিয় ফ্রেড্‌রিক তুমি কি সুখী নও? আহা আমি এত সুখী যে তাহা বর্ণনা করিতে পারি না। ঈশ্বর তোমার আশীর্ব্বাদ করুন। যদি অকপট রমণীপ্রণয় পুরুষকে সুখী করিতে পারে, আমা হইতে তুমি সুখী হইবে।

তোমারি

লুসি।

পত্র পাঠের সময় ফ্রেড্‌রিকের গণ্ডদেশ দিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। সরল যুবক অসহ্য যাতনায় অস্থির হইয়া শিশুর ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। শিশুর ন্যায়! এ উপমাত উপমা নয়। ফ্রেড্‌রিক তখন যে রূপ রোদন করিলেন, শিশু সহস্র যাতনা পাইলেও তদ্রূপ ক্রন্দন করেনা। হে ঈশ্বর মুহূর্ত্ত মধ্যে কত সুখই লয় প্রাপ্ত হইল; ভীষণ বিশ্বাসঘাতকতা সর্ব্বনাশ সাধন করিল, ঘোর অত্যাচার দুটী প্রেমময় অনুরক্ত হৃদয়ের যে দুরবস্থা করিল, শত্রুসৈন্য উর্ব্বরা প্রদেশের তত অনিষ্ট করিতে পারেনা। আহা, নিরপরাধিনী বালিকার চিঠিতে সরল ভাষায় প্রকাশিত সুখ মুহূর্ত্ত মধ্যে বিনষ্ট হইল। সুকেশী-মস্তকে কণ্টক মুকুট স্থাপিত হইল; সরলা হৃদয়ে নিষ্ঠুর অস্ত্র আঘাত করিল। হে ঈশ্বর তোমার বজ্র এখন নিদ্রিত কেন? এই ভীষণ অত্যাচারী পাপিষ্ঠদিগের মস্তকে বজ্রাঘাত হইলনা কেন? দুর্ব্বৃত্তেরা ফ্রেড্‌রিকের সুখের তরণী দুস্তর সাগরে মগ্ন করিয়াদিল। তবে কি ঈশ্বরের কাছে বিচার নাই? কিন্তু আমরা আর এ ভীষণদৃশ্য দেখিতে পারিনা দেখিতে সাহস ও হয়না। আমাদিগের যুবক নায়-কের দুর্ব্বিষহ মানসিক ক্লেশ কি ফল উৎপাদন করিল, তাহা বর্ণনা করিতে গেলে, আমাদের হৃদয় গভীর দুঃখ নীরে মগ্ন হয়। একজন আসিয়া তাঁহার টেবিলে খাদ্য দ্রব্য রাখিয়াগেল, কে রাখিল তিনি তাহা লক্ষ্য করিলেন না, খাদ্যস্পর্শ করিলেন না, তাঁহার মস্তক ঘূর্ণায়মান। যেখানের খাদ্য সেইখানেই পড়িয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে পুনর্ব্বার

দ্বার উন্মুক্ত হইল, সংবাদ আসিল কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁহাকে প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। তিনি সংবাদ শুনিয়াই চমকিত হইলেন। লুসিকে একখানি চিঠি পাঠাইতে ইচ্ছা হইল, এ ইচ্ছা কিয়ৎপরিমাণে তাঁহার ক্লেশের লাঘব করিল এবং ক্ষণমধ্যেই তিনি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। লিখনোপযোগী উপকরণ আনাইলেন এবং তাঁহার ভগ্নহৃদয়ের আবেগময় প্রবাহে পত্রখানি পূর্ণ হইল। অনন্তর হোটেল স্বামীকে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহার হস্তে লুসি প্রেরিত স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়া বলিলেন, তুমি কোন সুযোগে ডেভিস্‌কন্যাকে এই পত্র খানি গোপনে প্রদান করিও। হোটেলস্বামী ফ্রেড্‌রিককে বড় ভাল বাসিতেন, তাঁহাকে অসীমশোক সাগরে মগ্ন দেখিয়া হোটেলস্বামীর হৃদয় বিগলিত হইল; তিনি এরূপ অকপট-ভাবে অঙ্গীকার করিলেন যে ফ্রেড্‌রিকেরকোন সন্দেহ রহিলনা।

এই ঘটনার অল্পক্ষণ পরেই 'রয়ালওকে'র সম্মুখে এক খানি আবৃত শকট উপস্থিত হইল, ল্যাংলের তত্ত্বাবধানে ফ্রেড্‌রিক অন্যান্য নবসৈন্যের সহিত শকট মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের যাত্রা দেখিবার জন্য অনেক লোক তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং অনেকেই আমাদের নায়কের হস্ত কম্পন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক বেট্‌স্‌ ফ্রেড্‌রিকের সমক্ষে উপস্থিত হইতে সাহস করিলেন না। অন্যান্য নবসৈন্য ও তাহাদের আত্মীয় স্বজনের বিদায় গ্রহণ অতিশয় কষ্টদায়ক হইল। প্রায় সমস্ত সৈনিকই অতিশয় অনুতাপ করিলেন এবং বুঝিতে পারিলেন—কুক্ষণে তাঁহারা কপট ল্যাংলের কুহক জালে পতিত হইয়াছেন।

শকট চলিতে আরম্ভ করিল। গ্রামবাসীরা এই যাত্রা দর্শনের নিমিত্ত কুটীরদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া বিদায় সূচক হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। সায়ংকালে 'ওকলে' পল্লীর ত্রিশ মাইল দূরে 'কভেণ্ট্রী' নগরে শকট উপস্থিত হইল। 'কভেণ্ট্রী' নগরে সৈন্যসংগ্রাহকদিগের প্রধান আড্ডা। সেনানিবেশে চতুর্দ্দিক হইতে নবসৈন্য আসিয়া একটী গৃহে একত্রিত হইল। সংগৃহীত নবসৈন্যগণ আকৃতিও শারীরিক বল সম্বন্ধে সৈনিক কার্য্যের উপযোগী কিনা, পরীক্ষার জন্য পরদিন প্রাতঃকালে আডজুটেণ্টের সম্মখে আনীত হইলেন। ফ্রেড্রিক কয়েক মিনিটের মধ্যেই আডজুটেণ্ট ও ডাক্তারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। পরীক্ষা সমাপ্তির পর তিনি সেনানিবেশে নির্দ্দিষ্ট গৃহে গমন করিলেন। দুই তিন দিনপরেই ঐ সৈন্যদল পোর্ট্সমাউথ নগরে যাত্রা করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইল। এই রূপে আমাদের নায়ক তাঁহার প্রিয়তমার নিকট হইতে বহুদূরে নীত হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

——ঃ※ঃ——

নিষ্ঠুর পিতা।

নবসৈন্য প্রস্থানের পর এক মাস অতীত হইল। ইতি মধ্যে লুসি ডেভিস্ কিয়ৎপরিমাণে ধৈর্য্য অবলম্বন করিলেন। লুসির অন্তঃকরণ স্বভাবতঃ তেজস্বীছিল। যে ভয়ঙ্কর আঘাত তাঁহাদের সমস্ত আয়োজন বিনষ্ট করিল এবং উপস্থিত সুখ-আশা

ভগ্ন করিয়াদিল, ফ্রেড্‌রিকের অনুরোধে অতুল সহি-ষ্ণুতার সহিত লুসি সেই আঘাত সহ্য করিলেন। লুসি জানিতেন, ফ্রেড্‌রিক্‌ সাত বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন। সাত বৎসর! প্রণয়ীহৃদয়ের পক্ষে সাত বৎসর কি সাতযুগ নয়? কিন্তু আশা, প্রণয়ের সহচরী আশা বলিল, পরিশেষে এই পবিত্র প্রণয়ের পুরস্কার আছে। আশায় আশ্বস্ত হইয়া লুসি সপ্তবর্ষ সমাপ্তির প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বয়স তখন বিংশতি বর্ষ—ততদিনে তাঁহার বয়স সপ্তবিংশতি বর্ষ হইবে—তখনও তিনি যুবতী। ফ্রেড্‌রিকের বয়স দ্বাবিংশ বর্ষ—তখন তাঁহার বয়স ত্রিংশ বর্ষের ও কম হইবে—তখন ও তিনি যুবক। তবে কি লুসি আশা করিতে পারেননা যে, তাঁহাদের বিয়োগ ও পরীক্ষার কাল একবার অতীত হইলে, চিরকাল পরম সুখে কাল যাপন করিতে পরিবেন। হায়! প্রণয়ী হৃদয়ের আশা কি প্রবল! আশা না থাকিলে দুর্ব্বল উৎপীড়িত মানব হৃদয়ের কি দুর্দ্দশাই না হইত?

'রয়াল ওকের' হোটেলস্বামী মার্থার দ্বারা পত্র পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। লুসি দেখিলেন পত্রের অধিকাংশ নয়ন জলে মুছিয়াগিয়াছে। পত্রের প্রতিপংক্তি ফ্রেড্‌রিকের দুর্ব্বিসহ অন্তর্যাতনার পরিচয় দিতেছে; লুসি এখন ফ্রেড্‌রকের প্রণয়ের প্রকৃত পরিমাণ বুঝিতে পারিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন। ক্রমে ক্রমে লুসি একাকী ভ্রমণে অধিকার প্রাপ্ত হইলেন, এবং অতিশয় সহিষ্ণুতার সহিত দুর্ব্বিসহ শোকাবেগ সম্বরণ পূর্ব্বক পুনরায় মনে মনে ভাবী জীবনের চিত্র অঙ্কিত করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ের মধ্যে ডেভিস্ লুসির সমক্ষে বিবাহের কথা উত্থাপন করেন নাই; কিন্তু তিনি অভীষ্ট সিদ্ধি সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। এখন তিনি লুসিকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর স্নেহ করিতে আরম্ভ করিলেন।

একদিন ডেভিস্ মাঠ দিয়া আসিবার সময় দেখিলেন, জেরাল্ড রেড্‌বরণ দুইটী কুকুর সঙ্গে করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন। গোমস্তা ডেভিস্ ও এই অবসর অন্বেষণ করিতেছিলেন; তিনি জেরাল্ডের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য টুপি স্পর্শ করিয়া প্রভুপুত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন; জেরাল্ড দণ্ডায়মান হইলেন।

ডেভিস্। মিঃ রেড্‌বরণ, শুনিলাম আপনি নাকি সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করিতেছেন?

জেরাল্ড। হাঁ, আমার পিতা কক্সওগ্রীনউড নামক সৈনিক এজেণ্টের নিকট টাকা জমা দিয়াছেন। দুই এক সপ্তাহের মধ্যেই আমি কমিসন প্রাপ্ত হইব।

ডেভিস্। আপনি না ঠিক সেই সময়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হইবেন?

জেরাল্ড। হাঁ ঠিক সেই সময়েই।

ডেভিস্। কিন্তু আপনি জানেন না কোন্ সৈন্যদলে আপনি প্রবেশ করিতেছেন?

জেরাল্ড। না, গেজেট না হইলে তাহা জানা যায় না; কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে এরূপ পদাতিক সৈন্যদলে প্রবেশ করিতেছি, যাহা বিদেশে প্রেরিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

ডেভিস্। ভাল আপনি না সিডার মদ্য ভাল বাসেন? আমার কাছে এক্ষণে উৎকৃষ্ট সিডার আছে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার বাটীতে আসিয়া কি এক গ্ল্যাস গ্রহণ করিবেন?

জেরাল্ড অস্বীকার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু গোমস্তার একটী সুন্দরী কন্যা আছে স্মরণ হওয়ায়, তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন, এবং ডেভিসের সঙ্গে তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। দ্বার উদ্ঘাটীত ছিল, সুতরাং তাঁহারা একেবারে বৈটকখানায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় লুসি সূচীকার্য্যে নিযুক্তা ছিলেন। কিন্তু আগন্তুককে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং সম্মান সূচক নমস্কার করিয়া তথা হইতে বহির্গত হইবার উদ্যোগ করিলেন।

ডেভিস্। লুসি, আমাদের প্রভু-পুত্রকে অভ্যর্থনা কর।

লুসি একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন এবং পিতার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন।

জেরাল্ড। কুমারী ডেভিস্, তুমি যদি চলিয়া যাও, আমি বুঝিতে পারিব যে তুমি বিরক্ত হইয়াছ, সুতরাং আমিও বাটী গমন করিব।

লুসিকে পুনর্ব্বার উপবেশন করিতে হইল। জেরাল্ড তাঁহার নিকটে উপবিষ্ট হইলেন। ডেভিস্ সিডারমদ্য আনিবার নিমিত্ত গৃহান্তরে গমন করিলেন। লুসির রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া জেরাল্ড বিস্ময়-পূর্ণ-নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। লুসি মনে মনে রুষ্ট হইলেন, তাঁহার দৃষ্টি হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য তিনি পরদা দিবার ছলে আসন পরিত্যাগ করিবেন।

জেরাল্ড। তুমি নিশ্চয়ই বিরক্ত হইয়াছ। এগৃহটী কেমন সুসজ্জিত। অনেক দিন তোমাদের বাটীতে আসিনাই; যাহাই হউক আমি যখন একবার নিমন্ত্রিত হইয়াছি, তখন যে

কএক দিন বাটীতে আছি মধ্যে মধ্যে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব।

লুসি। আপনি কোথায় যাইতেছেন ?

জেরাল্ড। আমি সৈন্যদলে গমন করিতেছি।

সৈন্যদলের কথা শুনিয়া লুসি চমকিত হইলেন।

জেরাল্ড। পল্লীগ্রামে বাস করা বড় কষ্টকর—তবে তোমার সহিত আর একটু পরিচিত হইলে, পল্লীগ্রাম পরিত্যাগের জন্য এত তাড়াতাড়ি করিবনা। এই কথা বলিয়া জেরাল্ড লুসির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু তাঁহার বাক্য ও দৃষ্টিতে লুসির ক্রোধের চিহ্ন উদিত হইল। জেরাল্ড তাহা বুঝিতে পারিলেন।

জেরাল্ড। বোধহয় আমি তোমায় কোন বিরক্তিকর কথা বলি নাই। কুমারী ডেভিস্, আমরা বাল্যকাল হইতে পরস্পরের নিকট পরিচিত, আর আমরা যখন শিশু ছিলাম, আমি তোমার লুসি বলিয়া আহ্বান করিতাম। তুমি আমায় জেরাল্ড বলিয়া ডাকিতে।

লুসি। কিন্তু এখন ত আমরা শিশু নই।

জেরাল্ড। আমরা যখন এত পরিচিত তখন, আমার কোন সামান্য কথায় তোমার রুষ্ট হওয়া উচিত নয়।

লুসি। তোষামোদ আমি ঘৃণা করি—তোষামোদকারীকে অবিশ্বাস করি।

জেরাল্ড ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু উহা স্ত্রীলোক মাত্রেরই স্বভাব মনেকরিয়া ক্রোধ সম্বরণপূর্ব্বক বসিয়া রহিলেন।

জেরাল্ড। আমি বিস্মিত হই যে, তুমি এমন রমণীয় কালে ও বেড়াইতে যাওনা। এখন সায়ংকাল অতি মনোহর এবং তুমি অনুমতি করিলে তোমায় মাঠে বেড়াইয়া আনিতে পারি। •

লুসি। মিঃ রেড্‌বরণ তোমার ব্যবহারে বিস্মিত হইয়াছি।

এই কথা বলিয়া লুসি দরজার দিকে গমন করিলেন।

জেরাল্ড। (দৌড়িয়া লুসির হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) আমি ত তোমায় বিরক্ত করিতে ইচ্ছা করি নাই।

লুসি, জেরাল্ডের দিকে অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক সগর্ব্বে বলিলেন, আমায় ছাড়িয়া দিন। অনন্তর জেরাল্ড যখন হতবুদ্ধি হইয়া পশ্চাৎপদ হইলেন, লুসি দরজা বন্ধ করিয়া বৈঠকখানা হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ডেভিস্ সিডার মদ্য আনিতে গিয়া ইচ্ছা পূর্ব্বক বিলম্ব করিতে ছিলেন; বৈঠকখানায় আসিবার সময় তিনি লুসিকে বাহির হইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"লুসি কি হইয়াছে।"

লুসি। (সক্রোধে) যে দিনে আপনি মিঃ রেড্‌বরণকে আমাদের বৈঠকখানায় আনিবেন, আমি আমার শয়ন কক্ষে উঠিয়া যাইব।

ডেভিস্ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "আমি তোমায় দেখাইতেছি, এখন কি হইয়াছে বল।" অনন্তর লুসির দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিলেন। লুসি কোন উত্তর না করিয়া শয়নাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

ডেভিস্ বৈঠকখানায় পুনঃ প্রবেশ করিলেন; এবং টেবিলের উপর বোতল ও গ্লাস রাখিয়া হাসিতে হাসিতে

জেরাল্ডকে বলিলেন "লুসি, আপনাকে তবে একাকী রাখিয়া গিয়াছে।"

জেরাল্ড। সামান্য কথায় লুসি বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল— আমি তাহাকে বিরক্ত করিতে ইচ্ছা করি নাই।

ডেভিস্। আমি তা জানি।

জেরাল্ড। আমি অতিশয় বিনীতভাবে তাঁহাকে সন্ধ্যাকালে বেড়াইতে লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছি লাম মাত্র।

ডেভিস্। আহা ত আপনার অনুগ্রহ। লুসির ইহাতে সম্মানিত অনুভব করা উচিত ছিল। আচ্ছা কেমন বিয়ার পান করিলেন?

জেরাল্ড। অত্যুত্তম। কিন্তু আপনার কন্যা বোধ হয় অপমানিত মনে করেন নাই।

ডেভিস্। মিঃ রেডবরণ, লুসি সুশিক্ষিতা। লুসির মাতা উচ্চবংশ সম্ভূতা ও সুশিক্ষিতা ছিলেন; এই জন্য লুসি সামান্যা পল্লীবালিকা নহে। যদিও আমার একথা বলা উচিত নয়, লুসি এই পল্লীর উচ্চবংশস্থা বালিকাদিগের ন্যায় সুশীলা। লুসি লজ্জা বশতঃ আপনার নিকট হইতে প্রস্থান করিয়াছে।

জেরাল্ড। আমি নারী জাতির স্বভাব বিলক্ষণ জানি। প্রথমে ওরূপ হইয়া থাকে। ডেভিস্ তুমি কি বলিতেছিলে?

ডেভিস্। আর এক গ্ল্যাস পূর্ণ করা যাক্। আমি বলিতে ছিলাম লুসি সুশিক্ষিতা; উহার ন্যায় বুদ্ধিমতী ও সুশীলা বালিকা আর দেখি নাই। বস্তুতঃ আপনার ও লুসির অবস্থা

এত বিভিন্ন যে, আপনার অনুগ্রহ-সূচক প্রশংসাকে লুসি কপট ব্যবহার মনে করিয়াছে এবং আমার কন্যা কপট ব্যবহার ভালবাসেনা— আসুন, আমরা অন্য বিষয়ে কথোপকথন করি।

জেরাল্ড। না, না, এই বিষয়েরই কথাবার্ত্তা হউক। লুসি যে এরূপ সুন্দরী তাহা আমি জানিতাম না। ডেভিস্ সিডারপানে একটু নেশা হইয়াছে। কিন্তু লুসির সহিত দুরাচার ফ্রেড্রিকের কি কোন সম্বন্ধ আছে?

ডেভিস্। ওসব মিথ্যা কথা—গ্রাম্যিকের সংবাদ। লুসি তাহাকে দেখিতে পারিতনা।

জেরাল্ড। আমি শুনিলাম সৈন্যসংগ্রাহক সেই দুরাচারকে লইয়া যাইবার সময়, লুসি তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য গৃহ হইতে ধাবিত হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু ফ্রেড্রিক গিয়াছে, না আপদ গিয়াছে।

ডেভিস্। আপদ গিয়াছে সত্য, কিন্তু আপনি লুসির যেরূপ ব্যবহার দেখিলেন তাহাতে লুসি এরূপ কার্য্য করিতে পারে বলিয়া কি বোধ হয়? কি রূপে ঐ সংবাদ প্রচারিত হইল আমি বলিতেছি। আমাদের দাসী মার্থা, ফ্রেড্রিককে বড় ভাল বাসিত; আর আপনি যাহা বলিলেন তাহা মার্থার কর্ম্ম।

জেরাল্ড। এখন তোমার নিকট সত্যঘটনা শুনিয়া প্রীত হইলাম। লুসির ন্যায় সুন্দরী, কুৎসিত ও অসভ্য ফ্রেড্রিকের সহিত প্রণয়াবদ্ধ হইলে দুঃখের বিষয় হইত। অমন কদাকার লোক আমি কখন দেখি নাই।

ডেভিস্। অধমাপেক্ষা অধম। তাহার চেহারাত এই—আবার তিনি 'রয়ালওকে' মদ্যপান করিতেন। কিন্তু আমি বলিতেছিলাম লুসি সম্বন্ধে আমার উচ্চাভিলাষ আছে।

জেরাল্ড। লুসি যেরূপ সুন্দরী তাহাতে আপনার উচ্চাভিলাষ ন্যায় সঙ্গত।

ডেভিস্। আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম যে, মহাশয়ের ও অভিপ্রায় উচ্চবংশে লুসির বিবাহ হয়। মহাশয় আপনি কি আমার উচ্চাভিলাষ দুরাশা মনে করেন?

জেরাল্ড। দুরাশা? রুষিয়ার এক সম্রাট কৃষক-বালার পাণি গ্রহণ করেন এবং বালিকাও যোগ্যতার সহিত রাজ্ঞীর কর্ত্তব্য পালন করিতেন। তবে এক জন সম্ভ্রান্তলোক তোমার সুন্দরী লুসিকে বিবাহ করিবেন না কেন—তাঁহাকে সম্ভ্রান্ত মহিলাও বলিলে চলিতে পারে।

ডেভিস্। আপনার হিতকর উপদেশে আমার মত স্থির হইল। কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিতই লুসির বিবাহ দেওয়া স্থির করিলাম, কিন্তু আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া এবিষয়ে লুসিকে উপদেশ দেন আমি চির বাধিত হইব। আর আপনি যখন বাল্যকাল হইতে লুসিকে জানেন এবং আমার প্রভুপুত্র——

জেরাল্ড। হাঁ লুসি আমাদের উপদেশের পাত্রী; কাল কিম্বা পরশ্ব আসিয়া আমি লুসির সহিত কথোপকথন করিব।

ডেভিস্। মিঃ রেড্‌বরণ, আমি কৃতজ্ঞতা সহকারে আপনার আশ্বাসবাক্য গ্রহণ করিলাম।

জেরাল্ড। আপনি ওকথা বলিবেন না। আপনি আমার নিকট স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করাতে আমি গৌরবান্বিত হইলাম।

এক্ষণে জেরাল্ড আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। এবং বিদায়কালে গোমস্তার হস্ত কম্পন করিলেন—দুই ঘণ্টার পূর্ব্বে তিনি এইরূপ ব্যবহারকে অপমান বোধ করিতেন।

জেরাল্ড রেড্‌বরণের প্রস্থানের পর ডেভিস্ মনে মনে বলিতে লাগিলেন—প্রধান কার্য্যশেষ হইল, ইতি পূর্ব্বেই তিনি লুসির রূপে মোহিত হইয়াছেন। তাঁহাকে ক্রমে ক্রমে আমার মতানুসারী করিয়াছি—তাঁহার সাধ্য কি যে, আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন? অনন্তর তিনি ক্ষেত্রে আপনার কার্য্য করিতে গেলেন। দুই এক ঘণ্টা পরে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমিত্ত প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, লুসির মুখ মলিন ও চিন্তাপূর্ণ। ফ্রেড্‌রিকের গমনাবধি লুসি প্রায়ই চিন্তিতা থাকিতেন; কিন্তু ফ্রেড্‌রিকের গমনের দুই এক সপ্তাহ পর পর্য্যন্ত যতদুর চিন্তিত থাকিতেন—আজি ও তদ্রূপ। ডেভিস্ কন্যার মনোগত ভাব সম্পূর্ণ রূপে বুঝিতে পারিলেন। ভোজনান্তে লুসি শয়নাগারে যাইবার উপক্রম করিলেন। ডেভিস্ তাঁহাকে বসিতে আদেশ করিলেন এবং সহসা বলিয়া উঠিলেন, "কিছু দিন পূর্ব্বে তোমায় কি বলিয়া ছিলাম জান?"

লুসি। (রোদন করিতে করিতে) পিতঃ, আপনি আমার নিকট শ্রবণের অযোগ্য কোন কথা পুনরুত্থাপন করিবেন না। যদি আমার স্বর্গীয়া জননী জীবিতা থাকিতেন, আপনি বোধ হয় আমায় এসব কথা বলিতে সাহস করিতেন না।

ডেভিস্। (কর্কশ স্বরে) ওসব বাজে কথা রাখিয়া দাও। তোমার জননী জীবিতা থাকিলে উপযুক্ত পাত্রের সহিত তোমার বিবাহ দিতে আমায় উৎসাহ দিতেন। আমি কোন আপত্তি শুনিব না। রেড্‌বরণের সহিত তুমি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছ, তাহাতে আমি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছি।

লুসি। (চমকিত হইয়া) পিতঃ আমায় এসকল কথা বলা কি আপনার উচিত? (সরোষে) সেই উদ্ধত যুবক এরূপ ভাবে কথা কহিল যে, আমি তাহা সহ্য করিতে পারি নাই; এবং কখনও সহ্য করিব না। আপনি পিতা হইয়া কন্যার অপমানের প্রতিশোধ লওয়া দূরে থাকুক, তাহাকে শিষ্টাচারের জন্য তিরস্কার করিতেছেন?

ডেভিস্। (সক্রোধে) কি লুসি। আমার কথা শুন। পিতা যখন কন্যাকে এমন কথা বলেন, তিনি তাহার কল্যাণই ইচ্ছা করেন; যদি তোমার জননী জীবিতা থাকিতেন তিনি আমার কার্য্যের পোষকতা করিতেন।

লুসি। পিতঃ, তিনি কখনই করিতেন না—এবং তিনি আপনার কার্য্যের পোষকতা করিতেন বলিলে তাঁহার নামে কলঙ্ক হয়।

ডেভিস্। ভাল আমরা এই কথোপকথন সমাপ্ত করিতেছি। কিন্তু প্রথমে ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ—আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছি। যদি তুমি জেরাল্ড্ রেড্‌বরণ কে উপযুক্ত উৎসাহ প্রদান না কর, তবে তোমার গৃহে থাকা দুষ্কর হইবে—যদি তোমার কুমতিতে আমার কার্য্য হানি হয় আমি তোমায় বাটী হইতে বাহির করিয়াদিব,—আমি আর তোমাকে কন্যা

বলিয়া স্বীকার করিব না। এবং তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিব।

এই কথা বলিয়া নিষ্ঠুর পিতা সবেগে দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রস্থান করিলেন এবং লুসি পিতার নিষ্ঠুর বাক্য শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সেনানিবেশ।

——ঃ*ঃ——

ফ্রেড্রিক্ যে সেনানিবেশে উপস্থিত হইলেন একজন কাপ্তেন তাহার অধ্যক্ষ। প্রধান সৈন্যদল তখনও মাল্টার ছিল; তিন চারি মাসের মধ্যেই তাহার ইংলণ্ডে আসিবার কথা আছে। কাপ্তেন কোর্টনি দ্বাত্রিংশ বর্ষ বয়স্ক, সুদীর্ঘ ও সুশ্রী। তিনি অতিশয় গর্ব্বিত-স্বভাব ছিলেন, এবং উচ্চ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন বলিয়া, সামান্যলোক দিগকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন। নন্‌কমিশন্‌ড্ কর্ম্মচারী ও সামান্য সেনাদিগের প্রতি তিনি অতিশয় অত্যাচার করিতেন। নন্‌কমিশন্‌ড্ কর্ম্ম চারীরা তাঁহার দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া হতভাগ্য সামান্য সৈনিক দিগের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেন। তিনি অবিবাহিত লম্পট চরিত্রহীন লোক ছিলেন—সুতরাং সর্ব্বদাই তিনি ঋণ গ্রস্ত ;- এবং জুয়া খেলায় অত্যন্ত অনুরক্ত থাকায় সর্ব্বদাই তিনি অর্থহীন। নিজের দোষে তিনি বিপদগ্রস্ত হইতেন,

এবং যতই তাঁহার বিপদ বর্দ্ধিত হইত, তিনি নিম্নতন কর্ম্মচারীর প্রতি ততই অত্যাচার করিতেন।

এই সেনা-নিবেশে দুইজন লেপ্টনাণ্ট ছিলেন। এক জনের বয়স পঞ্চাশ বৎসর; কিন্তু অর্থ না থাকায় তাঁহার পদোন্নতির সম্ভাবনা ছিল না। তিনি মিতব্যয়ী ছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে ঋণজালে আবদ্ধ হইতে হয় নাই। তিনি কোন আমোদ প্রমোদে যোগ দিতেন না, নিয়মিত কার্য্য করিতেন ও নিয়মিত পানাহারেই সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহার আকার খর্ব্ব; মুখ রক্তবর্ণ। তিনি সকলেরই সহিত সদ্ব্যবহার করিতেন। তাঁহার নাম লেপ্টনাণ্ট হিথকোট। সামান্য সৈনিকদিগকে কাপ্তেন কোর্টনের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার তিনি সাধ্য মত চেষ্টা করিতেন। দ্বিতীয় লেপ্টনাণ্টের নাম স্কট; তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর। তিনি সেনা নিবেশের আড্‌জুটেণ্ট ছিলেন সুতরাং তাঁহার উপর প্রায় সমস্ত কার্য্য ভার পতিত হইয়াছিল। তিনি অতি নীচস্বভাব ছিলেন এবং সেনাগণের প্রতি অতিশয় অত্যাচার করিতেন। তিনি কাপ্তেন কোর্টনের এক জন প্রিয়পাত্র ছিলেন। শিক্ষা ভূমিতে তাঁহার স্বর শুনিয়া সৈনিকেরা কম্পিত হইত।

এই সেনা নিবেশে দুই জন এন্‌সাইন্‌ ছিলেন,—একজনের বয়স বিংশতি বর্ষ; অন্যের বয়স সপ্তদশ বর্ষ; প্রথোমোক্ত এন্‌সাইনের নাম গষ্টাভস্‌ ইনি উচ্চবংশসম্ভূত ছিলেন। ইঁহার আকৃতি যেমন সুন্দর, স্বভাব তদ্রূপ কুৎসিত ছিল; সর্ব্ব বিষয়ে সৈনিক কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত কিন্তু তিনি সামান্য সৈনিকের প্রতি অত্যাচার করিতে বিলক্ষণ পারগ ছিলেন

সপ্তদশ বর্ষ বয়স্ক যুবকের নাম পাজেট। আকৃতি ও অভিজ্ঞতাতে ইনি বালকের সমতুল্য—সৈনিককার্য্যে এরূপ অনুপযোগী, যে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইবার ভয়ে কখনও অশ্বারোহণ করিতেন না। মিঃ পাজেট সুরাপানে ও ধূমপানে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন।

ফ্রেডরিক লনস্‌ডেল যে সৈন্যদলে নিযুক্ত হইলেন তাহার কমিশনওয়ালা কর্ম্মচারী দিগের একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ সমাপ্ত হইল। এখন নন্‌ কমিশন্‌ড্‌ কর্ম্মচারী দিগের উল্লেখ আবশ্যক। মিঃ ল্যাংলে প্রতিনিধি-সার্জ্জেণ্ট-মেজর ছিলেন, পাঠক ইতিপূর্ব্বে তাঁহার চরিত্রের আভাস প্রাপ্ত হইয়াছেন। অন্য সার্জ্জেণ্ট ও কর্পোরালেরা তাঁহারই অনুকরণ করিতেন। সৈনিকাবস্থায় যে যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, উচ্চপদ প্রাপ্ত হইবা মাত্র তাহা বিস্মৃত হইয়া তাঁহারা সৈনিক দিগের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাদের নিন্দা করিতে পারি না। কারণ তাঁহারা স্বভাবতঃ অত্যাচারী ছিলেন না। তাঁহাদের শিক্ষা-প্রণালীই সমস্ত অনর্থের মূল— ক্রমাগত উৎপীড়িত হইয়া তাঁহাদের হৃদয়ের সদ্ভাবগুলি একেবারেই বিনষ্ট হইয়াছিল। 'ওকূলে' পরিত্যাগের পূর্ব্বেই, সার্জ্জেণ্ট ল্যাংলের আচরণ দেখিয়া, ফ্রেড্‌রিক হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে সৈনিক জীবন পুষ্পশয্যা নহে— কিন্তু ইহা যে একেবারে কণ্টকশয্যা তাহা অনুমান করিতে পারেন নাই। ব্যারাক গৃহগুলি কদর্য্য ও অপরিচ্ছন্নতাময় দেখিয়া তিনি তাঁহার সহকারী বর্গের হোটেল-গমনে বিস্মিত হইতেন না। তিনি দেখিলেন সৈনিকেরা প্রত্যহ

সার্দ্ধতিন পেনি প্রাপ্ত হন—তাঁহাদের অবশিষ্ট বেতন আহার পরিচ্ছদ প্রভৃতিতে কর্ত্তিত হয়। সৈনিকপুরুষেরা নিযুক্তির দিবস হইতে অর্থ সম্বন্ধে প্রতারিত হইলেন।

১ নং প্রবঞ্চনা। প্রথম তাঁহাদিগকে তিন পাউণ্ড দান করিবার কথা হয়—ফলতঃ তাঁহারা দশ শিলিংএর অধিক প্রাপ্ত হন নাই—অবশিষ্টের জন্য প্রার্থনা করিলে, উত্তর প্রাপ্ত হন যে দুই পাউণ্ড দশশিলিং পরিচ্ছদাদিতে ব্যয়িত হইয়াছে। ২ নং। তাঁহাদিগকে প্রত্যহ একশিলিং করিয়া বেতন দিবার কথা হয়; কিন্তু পরিশেষে আহারাদি ব্যয় বাদ দিয়া তাঁহারা সার্দ্ধতিন পেন্স প্রাপ্ত হইলেন। এইসকল মানসিক কষ্ট দূরীকরণার্থ তাঁহারা সুরাসক্ত হইতেন। ৩ নং। তাঁহাদের উত্তম খাদ্য পাইবার কথা ছিল। কণ্ট্রাক্টরেরা অত্যন্ত অপকৃষ্ট খাদ্য সরবরাহ করিতেন। দিবসে দুইবার খাবার পাইতেন—স্বকীয় অর্থব্যয় না করিলে রাত্রিতে অনাহারে থাকিতে হইত। কিন্তু ইহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিলে দুর্ব্বৃত্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে হইবে। ফ্রেডরিক দেখিলেন কর্পোরাল হইতে কাপ্তেন পর্য্যন্ত সকলকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে সৈনিকের কার্য্যকরা সুকঠিন। প্রকৃত সৈনিক-জীবন, সার্জ্জেণ্ট ল্যাংলে রঞ্জিত চিত্র হইতে কত বিভিন্ন!

পূর্ব্ব বর্ণনা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, সমস্ত সৈনিক পুরুষেরাই সুরাপায়ী ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক দোষে কলঙ্কিত, নহে। সৈন্যদলে ফ্রেডরিকের ন্যায় উন্নত-চেতা অনেক সচ্চরিত্র যুবক ছিলেন—ইহাঁদের মধ্যে কেহ

বা বাধ্য হইয়া কঠোর সৈনিক-জীবন অবলম্বন করিয়াছেন, কেহ বা সৈন্য-সংগ্রাহক কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া আসিয়াছেন। ইহাঁরা সকলে মিলিত হইয়া একটী পুস্তকালয়ে চাঁদা দিতেন এবং একখানি সাপ্তাহিক পত্র গ্রহণ করিতেন। এই সংবাদ পত্র খানি সাধারণ-তন্ত্রের পক্ষপাতী—সুতরাং বৃদ্ধ হিদকোট্ ভিন্ন অন্য কোন কর্ম্মচারী ইহা দেখিতে পাইলে তাঁহাদের অমঙ্গলের সম্ভাবনা ছিল।

সেনানিবেশে উপস্থিত হইয়া ফ্রেডরিক অন্যান্য নব-সৈন্যের সহিত "গতিবিধি" শিক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। শিক্ষক, সার্জ্জেণ্ট—ল্যাংলের ন্যায় নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর ছিলেন, এবং শিক্ষা-সম্বন্ধে নবসৈন্যের সামান্য দোষ দেখিলে তিনি রুষ্ট হইতেন। ফ্রেডরিক তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে বিশেষ চেষ্টা করিতেন এবং স্বভাবতঃ বুদ্ধিমান ছিলেন বলিয়া তিনি এরূপ ভাবে শিক্ষা করিতেন যে সৎশিক্ষকের তাহাতে সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। কিন্তু নিযুক্তি মুহূর্ত্ত হইতেই তিনি দুর্ব্বৃত্ত বলিয়া পরিগণিত; কারণ সার্জ্জেণ্ট ল্যাংলে অন্যান্য নন্-কমিশনড্ কর্ম্মচারীদিগকে ফ্রেডরিকের তেজস্বিতা দমন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কদাকার শিক্ষক ফ্রেডরিকের বীরোচিত আকার প্রকারে প্রথম হইতেই ঈর্ষান্বিত হইলেন এবং এক্ষণে ল্যাংলের উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। সুতরাং শিক্ষা সম্বন্ধে দোষ না থাকিলেও নূতন দোষ আবিষ্কৃত হইত—বিনা কারণে তাঁহাকে এরূপ বিদ্রুপ ও তিরস্কার করা হইত যে ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিত। সময় সময় তাঁহার মনোমধ্যে প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি উদিত হইত। কিন্তু

তিনি সমস্ত প্রবৃত্তি দমন করিতেন—সকল প্রকার অত্যাচার ও যন্ত্রণা সহ্য করিতেন—কারণ এক রমণী-মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয় রাজ্যে বিরাজমান থাকিয়া সতত তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতেছে এবং তাঁহার শুষ্ক হৃদয়ে অনবরত প্রেম সিঞ্চন করিতেছে।

ছয় সপ্তাহ গত হইলে 'গতিবিধি' শিক্ষার পরীক্ষার নিমিত্ত সৈন্যগণ আাডজুটেণ্ট সম্মুখে নীত হইলেন। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাঁহাদিগকে বন্দুকের ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া হইত কিন্তু আাডজুটেণ্টকে সন্তুষ্ট করাই কঠিন। বিশেষতঃ তাঁহার মনের অবস্থা সেদিন ভাল ছিলনা—তিনি পরীক্ষা কালে নবসৈন্যদিগকে অযথা তিরস্কার করিতে লাগিলেন—পরিশেষে কেহই উত্তীর্ণ হইলেন না।

সেইদিন অপরাহ্নে, ফ্রেডরিক বিমর্ষ ভাবে ব্যারাক প্রাঙ্গনে ভ্রমণ করিতেছেন এমন সময় সার্জ্জেণ্ট ল্যাংলের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সার্জ্জেণ্ট বিদ্রুপ করিয়া বলিলেন "ফ্রেডরিক এখন সৈনিক-জীবন কেমন বোধ হয়? তুমি উত্তর দিতেছনা কেন? তুমি মনে কর যে একায না করিলেই ভাল ছিল। কিন্তু তাহা বলিতে সাহস করনা। কেমন ঠিক বলিতেছি ত?" ফ্রেডরিক কর্কশ স্বরে বলিলেন 'হাঁ।"

সার্জ্জেণ্ট। আঃ। আমি বরাবর জানি তুমি সরল লোক নও। 'ওকলে পল্লীর কথা আমি এখনও ভুলি নাই। তুমি মনে করিয়াছিলে আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে কিন্তু আমি তত নির্ব্বোধ নহি। বেটস্ ও আমি ভাল বন্দোবস্ত করিয়া ছিলাম। তুমি ডাক্তার ও অন্যতিন চারি জন লোকের নিকট কয়েক ঘণ্টার জন্য টাকা ধার করিতে যে চিঠি পাঠাই-

য়াছিলে আমি তাহা দেখিয়াছি। বেটস্ এত নির্ব্বোধ নয় যে, তোমার চিঠি পাঠাইয়া দিবে। বেটস্ অতি চতুর লোক— সে আমায় অনেক নূতন সৈন্য প্রাপ্তির সহায়তা করিয়াছে; তন্মধ্যে তুমি এক জন। আমি জিজ্ঞাসা করি, যে সুন্দরীকে তুমি ভাল বাসিতে, সে এখন কোথায়? এতদিন সে প্রণয়ী সংগ্রহ করিয়াছে।

ফ্রেড্রিক্ ক্রোধ ও ঘৃণায় চলিয়া যাইতে ছিলেন, কিন্তু ল্যাংলে তাঁহাকে দাঁড়াইতে আজ্ঞা করিলেন এবং সদর্পে বলিলেন "কি! তোমার এতবড় আস্পর্দ্ধা, আমি অনুগ্রহ করিয়া তোমার সহিত কথা কহিতেছি, আর তুমি চলিয়া যাইতেছ!"

ফ্রেড্রিক্, সার্জ্জেণ্টের দিকে কোপপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন কিন্তু কোন কথা কহিলেন না।

সার্জ্জেণ্ট। তুমি কত বড় বদমায়েস, আমি তাহা জানি। তোমার উপর আমি দৃষ্টি রাখিব; অতঃপর যখনই তুমি আমায় অবজ্ঞা করিবে, তখনই তোমায় সমুচিত শাস্তি দিব। কশাঘাত না হইলে তুমি সোজা পথে আসিবেনা। আর অল্প দিনের মধ্যে যদি কশাঘাতের আস্বাদ না পাও, আমার নাম ল্যাংলে নয়।

অনন্তর সার্জ্জেণ্ট সগর্ব্বে চলিয়া গেলেন। ফ্রেড্রিকের এত দুর কষ্ট হইল যে, লুসির প্রতিমা মনোমধ্যে বিরাজিত না থাকিলে, তিনি আত্মহত্যা করিয়া সর্ব্ব যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্ত হইতেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

গোমস্তার আয়োজন।

—ঃ-০-ঃ—

লুসির সহিত সেই সাক্ষাতের প্রায় দুই সপ্তাহ পরে, এক দিন সায়ংকালে জেরাল্ডরেডবরণ ডেভিসের বাসগৃহাভিমুখে ধীরে ধীরে গমন করিতেছিলেন। তিনি মনে মনে করিলেন, "গত দুই সপ্তাহ ধরিয়া আমার কি হইয়াছে, আমি বুঝিতে পারিতেছিনা। কিন্তু আমি লুসিকে বড় ভালবাসি। আমি কখন লুসির ন্যায় সুন্দরী রমণী দেখি নাই; আর যত বারই তাহাকে দেখি, তত বারই লুসি অধিকতর সুন্দরী বোধ হয়। লুসি সহজে তাহার ভালবাসা প্রকাশ করিতে চায় না। ডেভিসের মতে লজ্জাই তাহার কারণ। আমি যে লুসিকে আন্তরিক-ভালবাসি, ডেভিস্ বোধ হয় সে সন্দেহ করে নাই, কেননা, ডেভিস্ আমার সহিত নিকট আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করে। গত পনেরদিন প্রত্যহ সায়ংকালে ডেভিসের গৃহে যাইতেছি এবং আমি যতই যাই, ততই যাইতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু লুসিতে এমন কিছু আছে, যাহাতে আমার ভয় হয়; সতীতেজ কি? আমি তাহা এখন বুঝিতে পারিয়াছি। আমি এতদিন মনে করিতাম উপন্যাসেই সতীতেজের বর্ণনা দখা যায়, কিন্তু লুসির নিকট ভিন্ন শিক্ষা পাইলাম। লুসি বাস্তবিকই শ্রেষ্ঠরমণী!"

ডেভিসের বাসগৃহের নিকট আসিয়া জেরাল্ড কিয়ৎকাল দণ্ডায়মান রহিলেন। তিনি মনে মনে করিলেন "কিন্তু আমার পক্ষে এসমস্তই অসম্ভব। লুসিকে আমি বিবাহ করিতে পারিবনা—গোমস্তা-কন্যাকে বিবাহ করিলে পিতা, মাতা অসন্তুষ্ট হইবেন। অতএব, এইখানেই নিরস্ত হওয়াই ভাল।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া জেরাল্ড তৎক্ষণাৎ রেড্‌বরণ প্রাসাদাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া পুনরায় ডেভিসের বাসগৃহের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। জেরাল্ড মনে করিলেন, "একি আশ্চর্য্য! আমি যে লুসিকে না দেখিয়া থাকিতে পারি না। আমি যদি লুসিকে বিবাহ করি, কে তাহাতে বাধা দেয়? কয়েক সপ্তাহ পরে সাবালক হইলে আমি আর পিতার অধীন নহি। তখন আমি ইচ্ছামত অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিব। লুসির ন্যায় রূপবতী ও বুদ্ধিমতী পত্নীকে লইয়া স্বচ্ছন্দে উচ্চ সমাজে মিশিতে পারিব। আচ্ছা! এ বিষয় পরে চিন্তা করিব, এখন একবার লুসির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসা যাউক্।"

জেরাল্ড ডেভিসের বৈঠকখানায় গিয়া দেখিলেন, ডেভিস্ মদ্য ও জল লইয়া উপবিষ্ট, লুসি তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া সূচী কার্য্য করিতেছেন। তিনি তাঁহাদের মধ্যস্থলে এবং লুসির অধিকতর নিকটে আসন গ্রহণ করিলেন। আহা ফ্রেড্‌রিক্ সেই আসনে উপবেশন করিলে, লুসির কি আনন্দ হইত! লুসি পিতার ভয়ে জেরাল্ডের আগমনে কক্ষান্তরে গমন করিতেন না। ফ্রেড্‌রিকের প্রতি তাঁহার অনুরাগ

অণুমাত্র হ্রাস হয় নাই। জেরাল্ডই ফ্রেড্রিকের নির্ব্বাসনের মূল বলিয়া বিশ্বাস ছিল, তজ্জন্য তিনি জেরাল্ডকে সাধ্যমত ঘৃণা প্রদর্শন করিতেন। নির্ব্বোধ জেরাল্ড তাহা লজ্জাশীলতা মনে করিয়া তাঁহার প্রতি আরও অনুরক্ত হইলেন। লুসির পিতা আর তাঁহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিতেন না। তিনি দেখিলেন, জেরাল্ড লুসির অনুপম রূপরাশিতে মুগ্ধ হইয়াছেন। সমস্ত কার্য্যই তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির সহায়তা করিতেছে—এখন জেরাল্ড মনের ভাব স্পষ্ট প্রকাশ করিলেই, লুসিকে স্বীয় প্রস্তাবে স্বীকৃত হইতে বাধ্য করিবেন।

ডেভিস্। মিঃ রেড্বরণ,—আপনার কমিসনের কিছু সম্বাদ পাইয়াছেন কি?

জেরাল্ড। না, আমার নাম গেজেটে প্রকাশিত হইবার এখনও একমাস বিলম্ব আছে। কিন্তু আমি শীঘ্র গৃহ পরিত্যাগ করিব না।

ডেভিস্। আমি মনে করিয়াছিলাম যে, লণ্ডন ও অক্সফোর্ডে অবস্থিতির পর আপনাকে পল্লীগ্রাম ভাল লাগিবে না।

জেরাল্ড। পূর্ব্বে ভাল লাগিত না বটে। হাঁ, হাঁ, শুনিলাম বেটস্ নাকি অত্যন্ত কষ্টে পড়িয়াছে।

ডেভিস্। হাঁ। সে তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিতেছে না। গ্রামশুদ্ধ লোক তাহাকে তিরস্কার করিতেছে। আর শুনিয়াছি, প্রতিরাত্রে সে হোটেলে গমন করে।

জেরাল্ড। জনরব শুনিলাম, বেটস্ সৈন্য-সংগ্রহ-সম্বন্ধে সার্জ্জেন্টের সহায়তা করিয়াছিল বলিয়া, গ্রামের লোক অসন্তুষ্ট হইয়াছে।

ডেভিস্। হাঁ। ঐ রূপ জনরবই শুনিতে পাই।

জেরাল্ড। কিন্তু একটী সৎকার্য্য করিয়াছে; কারণ, বেট-সৃই দুরাত্মা ফ্রেড্রিককে পল্লীচ্যুত করিবার প্রধান উদ্যোগী।

লুসির মুখ রক্তবর্ণ হইল; সহসা তিনি বৈঠকখানা হইতে উঠিয়া গেলেন

জেরাল্ড একি (বিরক্তি সহকারে) আপনি বলিয়াছিলেন ফ্রেড্রিকের সহিত লুসির কোন সম্বন্ধ নাই, দাসী মার্থাই ফ্রেড্রিকের প্রতি অনুরক্ত।

ডেভিস্। আমি আপনাকে যথার্থই বলিয়াছি। মার্থা অনেক দিন হইতে আমাদের বাটীতে আছে বলিয়া, লুসি তাহাকে বড় ভাল বাসে। সুতরাং মার্থার প্রণয়ীকে নিন্দা করাতে লুসির কষ্ট হইয়াছে।

জেরাল্ড। আমিও তাহাই মনে করিয়াছিলাম। তবে কুমারী লুসির সাক্ষাতে কখনও এবিষয়ে কথা কহা হইবে না।

ডেভিস্। না কহাই ভাল।

জেরাল্ড। ভাল কথা! বোধ হয়, কুমারী লুসির লজ্জাশীলতা একেবারে যাইবে না। আজ যেন তাঁহাকে অধিকতর লজ্জাশীলা বোধ হইল।

ডেভিস্। লুসি লজ্জায় আপনাকে কিছু বলিতে পারে না। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের বাটী আসায় লুসি অত্যন্ত গৌরব বোধ করে।

জেরাল্ড। আঃ লুসি তবে আমায় আত্মীয় মনে করেন।

ডেভিস্। মিঃ রেড্বরণ, লুসি মধ্যে মধ্যে বন্ধু ভাবে আপনার বিষয় আলোচনা করে।

জেরাল্ড। আমি শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলাম। মিঃ ডেভিস্, লুসি বড় গুণবতী। যিনি লুসিকে বিবাহ করিবেন, তাঁহার পরম সৌভাগ্য।

ডেভিস্। আমি পিতা হইয়াও সেইরূপ মনে করি। আমার বড় ইচ্ছা, শীঘ্র লুসির বিবাহ দিই। আমি আপনার পিতার নিকট কিছু দিনের ছুটী লইয়া লুসির সহিত কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে গমন করিব। তাহা হইলে লুসিও অনুরূপ পাত্র নির্ব্বাচন করিতে পারিবে।

জেরাল্ড। উত্তম কথা, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি করিবার প্রয়োজন নাই।

ডেভিস্। সত্য, কিন্তু দেখুন লুসির বয়স এখন একুশ বৎসর ——লুসির সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইতেও আরম্ভ হইয়াছে। আরও বায়ুপরিবর্ত্তনে তাহার উপকার হইতে পারে।

জেরাল্ড। আমি বলিতে ছিলাম আরো দুই এক সপ্তাহ অপেক্ষা করুন, এই সবে গ্রীষ্মের মধ্য ভাগ——এক মাসের মধ্যেই সকলেই সাগরোপকূলে যাত্রা করিবেন। কিন্তু আজ কি লুসি আর আমাদের নিকট আসিবেন না?

ডেভিস্। আচ্ছা, আমি তাহাকে ডাকিয়া আনি।

ডেভিস্ কন্যার শয়নাগারে গিয়া দেখিলেন দ্বার রুদ্ধ। ফ্রেড্রিকের নিন্দা শুনিয়া লুসি দ্বার বদ্ধ করিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছিলেন। ডেভিস্ ধীরে ধীরে দরজায় আঘাত করিলেন——কে শুনিবে? লুসি চিন্তাসাগরে মগ্ন। পুনর্ব্বার দ্বারে শব্দ হইল। লুসি চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

"তুমি কে"? ডেভিস্ মৃদুস্বরে বলিলেন "আমি। লুসি তুমি একবার বাহিরে এস।"

লুসি। আমার শরীর অসুস্থ—— আমি যাইতে পারিব না।

ডেভিস্। আমি বলিতেছি তুমি এস।

লুসি। না পিতা, যাইতে পারিব না।

ডেভিস্ ভয় প্রদর্শন করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু জেরাল্ডের কর্ণ গোচর হইবার ভয়ে, মৃদুস্বরে বলিলেন "আচ্ছা ইহার প্রতিশোধ পাইবে।" অনন্তর বৈঠকখানায় আসিয়া জেরাল্ডকে বলিলেন— শরীর অসুস্থ বলিয়া লুসি অদ্য রাত্রিতে আসিতে পারিল না, এবং তজ্জন্য আপনার নিকট সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। শারীরিক অসুখই তাহার না বলিয়া যাইবার কারণ।

জেরাল্ড। লুসির অসুখ শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলাম; আমি কাল সন্ধ্যাকালে লুসিকে দেখিতে আসিব।

জেরাল্ড বিদায় লইয়া বাটী আসিলেন এবং মনে করিলেন কি আশ্চার্য্য লুসিকে এত ভাল বাসি কেন?

পরদিন প্রাতঃকালে ডেভিস্ লুসিকে অত্যন্ত ভৎর্সনা করিলেন লুসি কোন কথাই কহিলেন না। অনন্তর জেরাল্ড প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে আসিয়া প্রণয় সম্ভাষণ করিতেন। লুসি তাহাতে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন— জেরাল্ড ইহাকে ভাল বাসার চিহ্ন মনে করিয়া দিন দিন অধিক অনুরক্ত হইতে লাগিলেন। পিতার ব্যবহার দেখিয়া লুসির আশঙ্কা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি সঙ্কল্প করিলেন যখন

উপায়ান্তর না থাকিবে, তখন গৃহ পরিত্যাগ করিবেন। এদিকে ডেভিস্ দেখিলেন, জেরাল্ড লুসির রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়াছেন —কিন্তু তিনি মনোগত ভাব স্পষ্ট প্রকাশ করিতেছেন না দেখিয়া, উৎকণ্ঠিত হইলেন।

তাঁহাদের প্রথম সাক্ষাৎ হইতে একমাস গত হইলে একদিন সায়ংকালে ডেভিস্ লুসিকে বৈঠকখানা হইতে প্রস্থান করিতে ইঙ্গিত করিলেন। নানাবিধ কথোপকথনের পর ডেভিস্ কহিলেন "মিঃ রেড্‌বরণ, আমি লুসিকে শীঘ্র সমুদ্রোপকূলে লইয়া যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি।"

জেরাল্ড। তুমি কি নিশ্চয়ই যাইতেছ?

ডেভিস্। হাঁ, আমি তিন মাসের ছুটী লইবার জন্ত কল্য আপনার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিব। তিনি ছুটী দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

জেরাল্ড। আমি মনে করিয়াছিলাম তোমার কিছু বিলম্ব হইবে। তবে———

সহসা তাঁহার মনে নানাবিধ চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি কি করিবেন? তিনি তাঁহার পিতা মাতার কথা ভাবিলেন— আবার লুসির বিষয় চিন্তা করিলেন; তাঁহার বংশমর্য্যাদার কথা ভাবিলেন; কিন্তু লুসির প্রতিমা, পিতা মাতার কথা ভুলাইয়া দিল— প্রণয় বংশ-মর্য্যাদাকে পরাস্ত করিল। কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া জেরাল্ড বলিলেন, "ডেভিস্ তোমার রূপবতী কন্তার সুযোগ্য পাত্র অন্বেষণ করিতে সমুদ্রোপকূলে যাইতে হইবে না"।

ডেভিস্ বিস্মিতের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। যুবক বলিতে

আরম্ভ করিলেন " ডেভিস্ আমি সত্যই বলিতেছি যে, আমি তোমার কন্যাকে ভাল বাসি—এবং আমি তাঁহাকে বিবাহ করিব। আমি তোমায় উপহাস করিতেছি না।" চতুর ডেভিস্ তখন ও বিস্ময়ের ভাণ পরিত্যাগ না করিয়া বলিলেন " কিন্তু মিঃ রেড্‌বরণ তাহা অসম্ভব।"

জেরাল্ড। কিসে অসম্ভব!

ডেভিস্। আপনার পিতা এবিষয়ে অনুমতি দিবেন না।

জেরাল্ড। আমি অনুমতি চাহি না। আমি জানি, তিনি সম্মত হইবেন না; কিন্তু তাহাতে আমার ক্ষতি কি? আমি আমার সুখের দিকে দৃষ্টি রাখিব। আর দুই সপ্তাহের মধ্যে আমি সাবালক হইব। তখন কে আমার বিবাহে বাধা দেয়?

ডেভিস্। আপনার প্রস্তাবে সম্মানিত ও অনুগৃহীত হইলাম কিন্তু আপনার পিতার সহিত আমার যে সম্বন্ধ——

জেরাল্ড। শীঘ্রই সে কথা হইবে। এখন তুমি আমার নিকট অঙ্গীকার কর যে, লুসি আমায় বিবাহ করিবে। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি অবিবেচকের কার্য্য করিতেছি না। এক সপ্তাহ—— এমন কি, এক পক্ষ পূর্ব্বে তোমায় মনের কথা বলিতে পারিতাম, কিন্তু তখন আমি এবিষয়ে চিন্তা করিব, সঙ্কল্প করিলাম। অনেক চিন্তার পর তোমায় একথা বলিতেছি।

ডেভিস্। আপনি হঠাৎ যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে আপনাকে কি উত্তর দিব বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার পিতা মাতা এ বিষয়ে সম্মত হইলে আমি কত সুখী হইতাম। কিন্তু আমি বলিতে পারি লুসি আমার কথা মত কার্য্য করিবে, কিন্তু আপনার পিতা মাতা ত সম্মত হইবেন না।

জেরাল্ড। আমিত তোমায় বলিয়াছি যে, তাঁহাদের মত চাই না। আমি আর পিতার অধীন নহি। তিনি আমার কমিসন ক্রয় করিতেছেন, আর আমি সৈন্যদলে যোগ দিলেই ব্যাঙ্কে পাঁচশত পাউণ্ড জমা দিবেন। তাহাতেই আমার কিছুদিন চলিবে। বিষয়ত তিনি হস্তান্তর করিতে পারিবেন না; আমি বিষয় জামিন দিয়া অর্থ সংগ্রহ করিব। আর বোধ হয় তোমার ও কার্য্য না করিলে চলিতে পারে। এখন তুমি আমায় শেষ উত্তর প্রদান কর। আমি আর বিলম্ব সহ্য করিতে পারি না।

ডেভিস্। আচ্ছা, আপনার কথায় যেন স্বীকৃত হইলাম তার পর আপনি কি করিবেন?

জেরাল্ড। যত দিন না কমিশন পাই এবং যতদিন না পিতা ব্যাঙ্কে টাকা জমা না দেন, তত দিন অপেক্ষা করিব। তাহার পব কার্য্যে প্রবিষ্ট হইবার পুর্ব্বেই দুই সপ্তাহের ছুটী লইব। তখন কভেণ্টী, লীন্কলন্ কিম্বা ডার্ব্বি যেখানে আপনার সুবিধা হয়, লুসিকে লইয়া যাইবেন এবং সেইখানে আমাদের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইবে।

ডেভিস্। (ধীরে ধীরে) মিঃ রেড্‌বরণ্‌, আপনি এক্ষণেই কি উত্তর চান? প্রশ্নটী নিতান্ত সহজ নয়, আর আমি এ প্রশ্নের বিষয় কখনও চিন্তা করি নাই —

জেরাল্ড। কিন্তু তুমি একজন অভিজ্ঞ লোক। এখনই তোমার মীমাংসা করা উচিত। তুমি অস্বীকার করিলে, আমি আর তোমাদের বাটীতে আসিব না। যদি সম্মত হও, তাহা হইলে আমি কত সুখী হইব।

ডেভিস্। মহাশয়, কি করিয়াই বা আপনার প্রস্তাব অস্বীকার করি? তজ্জন্যই আমি স্বীকার করিতেছি।

জেরাল্ড। (ডেভিসের হস্ত কম্পন পূর্ব্বক) ডেভিস্ তোমায় সহস্রবার ধন্যবাদ দিই। কল্য সন্ধ্যাকালে আমি এখানে আসিলে লুসি কি আমায় আদরপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিবে?

ডেভিস্। মিঃ রেড্‌বরণ, আমার একটী কথা শুনিবেন কি?

জেরাল্ড। বল, কেন শুনিব না।

ডেভিস্। আপনি জানেন, লুসি বড় লজ্জাশীলা। অতএব, তাহার নিকট আপনার প্রণয়ের কথা প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই। আপনি কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া সমস্ত আয়োজন পূর্ব্বক আমায় একখানি চিঠী দিবেন, তাহার মধ্যে লুসির চিঠী থাকিবে। আমার চিঠীতে বিবাহের দিন ও সময় স্থির করিয়া দিবেন। মিঃ রেড্‌বরণ এই আমার পরামর্শ। বোধ হয় ইহাতে আপনার সম্মতি আছে।

জেরাল্ড। আমি পূর্ব্বেইত বলিয়াছি, সর্ব্ববিষয়ে তোমার মতানুযায়ী হইব; তুমি যাহা বলিবে, তাহাই স্থির।

অনন্তর ডেভিসের সহিত হস্ত-কম্পন করিয়া জেরাল্ড বিদায় গ্রহণ করিলেন। ডেভিসের আনন্দের সীমা রহিল না।

অতঃপর জেরাল্ড প্রতিদিন সায়ংকালে ডেভিসের বাটীতে আসিতেন। জেরাল্ডের সহিত পিতার অধিকতর ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া লুসির

মনে ঘোর সন্দেহ হইল। জেরাল্ড অধিকতর স্পষ্টভাবে লুসির নিকট প্রণয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু লুসি তাঁহার দিকে দৃক্‌পাতও করিতেন না। এইরূপে কিয়ৎদিবস গত হইলে, জেরাল্ড একদিন আনন্দিত হইয়া বলিলেন যে, তিনি— সংখ্যক সৈন্যদলে কমিসন প্রাপ্ত হইতেছেন।

লুসি বজ্রাহত প্রায় হইলেন। কারণ, তিনি জানিতেন যে ফ্রেডরিক্ লনস্‌ডেল ও ঐ দলে কার্য্য করেন এবং সেই দলে প্রবিষ্ট হইয়া চির শত্রু জেরাল্ড এখন ঘোর অত্যাচার করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হইবেন। অনন্তর লুসি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার প্রস্থানের পর ধূর্ত্ত ডেভিস্ জেরাল্ডকে বলিলেন, মিঃ রেডবরণ, এখন বোধ হয় আপনি লুসির মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছেন।

জেরাল্ড। তবে আমার প্রস্থানের কথা শুনিয়াই কি লুসির মন এরূপ হইল?

ডেভিস্। লুসি মনে মনে আপনাকে অতিশয় ভাল বাসে। এখন আপনার উপর তাহার সুখ দুঃখ নির্ভর করিতেছে।

জেরাল্ড। আমি কাল পরিচ্ছদাদি ক্রয় করিতে পিতার সহিত লণ্ডনে গমন করিব। সৈন্যদল এখন পোর্টস্‌মাউথে আছে— আর এই দলে সেই দুরাত্মা ফ্রেডরিক্ কার্য্য করে। তার কথায় আর কাজ নাই। লণ্ডনে পিতার সহিত ছাড়াছাড়ি হইলেই আমি আপনাকে চিঠী লিখিব।

অনন্তর অন্যান্য কথোপকথনের পর, জেরাল্ড বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ওকৃলে ডাকঘর।

—:-০-:—

ডেভিসের গৃহে পূর্ব্বোক্ত ঘটনা ঘটিবার সময়, সার আর্চ্চিবাল্ড রেড্‌বরণ, রেড্‌বরণ পত্নী ও জেন্‌ পিসী বৈঠকখানায় উপবিষ্ট হইয়া জেরাল্ডের সৈনিক বিভাগে প্রবেশ সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছেন; এমন সময় দ্বারবান্‌ আসিয়া সংবাদ দিল; মিঃ বেট্‌স সার আর্চ্চিবাল্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। সার আর্চ্চিবাল্ডের সে সময় সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা ছিলনা, কিন্তু একটু চিন্তার পর বলিয়া উঠিলেন, আঃ বেট্‌স তাহারই সাহায্যে দুর্ব্বৃত্ত ফ্রেড্‌রিক্‌ ও অন্য কয়েক জন নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তি গ্রামচ্যুত হইয়াছে। তাহার কার্য্য প্রশংসনীয় ও তাহার সহিত এক্ষণে সাক্ষাৎ করা উচিত। জেন্‌পিসী বলিয়া উঠিলেন "বেট্‌স, গ্রামের নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তিদিগকে কাটিয়া ফেলিলে আপনি বোধ হয় তাহাকে মাসহারা দিতেন।"

সার আর্চ্চিবাল্ড তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিয়া কক্ষান্তরে গমন পূর্ব্বক বেট্‌সের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; এবং আসন গ্রহণ করিয়া দণ্ডায়মান বেট্‌সকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'বেট্‌স কি সংবাদ!

বেট্‌স। ধর্ম্মাবতার, আপনাকে বিরক্ত করিলাম বলিয়া

সহস্রবার ক্ষমা প্রার্থনা করি। কল্য আপনি লণ্ডনে যাইতেছেন শুনিয়া একটি ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।

সার আর্চ্চি। শীঘ্র তোমার বক্তব্য বল।

বেট্‌স। আমি আপনাকে এক মিনিটও আবদ্ধ করিতে চাহি না। ধর্ম্মাবতার, বিবি সগ্‌ডেন্‌—যাঁহার নিকট গ্রাম্য ডাকঘর——

সার আর্চ্চি। আমি জানি। অদ্য প্রাতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। আমার বোধ হয় তোমার দোকানে সেই চিঠীর বাক্সটী লইয়া যাইতে চাও। বেট্‌স তাই কি?

বেট্‌স। হাঁ হুজুর। গ্রামে জনরব যে আমি ফ্রেড্‌রিক্‌ ও অন্যান্য যুবককে প্রলোভন দেখাইয়া, সার্জ্জেন্টের সহিত নবসৈন্য রূপে প্রেরণ করিয়াছি। তাহারা সৈন্যদলে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে বলিয়া বাটীতে চিঠী লিখিয়াছে। তজ্জন্য গত রাত্রে গ্রামস্থ দোকানদারেরা বুশেলের হোটেলে সভা করিয়া স্থির করিয়াছে যে, আমার প্রতি আর তাহাদের বিশ্বাস নাই এবং তাহারা অন্য স্থান হইতে একজন ক্ষৌরকার আনাইয়া স্ব স্ব ক্ষৌর কার্য্য সমাধা করিবে।

সার আর্চ্চি। আমি তোমার পক্ষ অবলম্বন করিব। ডাক-সম্বন্ধে আমায় কি করিতে হইবে বল?

বেট্‌স। ধর্ম্মাবতার, আমি ডাকঘরের কর্ত্তৃপক্ষের নামে একখানি দরখাস্ত লিখিয়া আনিয়াছি; উক্ত শূন্য পদে আমার অধিকার এই যে, আমরা তিন পুরুষ এই গ্রামে কাটাইয়াছি। এই দরখাস্ত দেখুন।

সার আর্চ্চি। আমি তোমায় ঐ পদে সুপারিস্‌ করিয়া

দরখাস্ত পাঠাইয়া দিব। এখন তোমারই ডাকঘর হইল মনে করিতে পার।

বেট্‌স। আমি কখনও আপনার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না। বার্ষিক পাঁচ পাউণ্ড বই ত আয় নয়; তাহা হইলে যে দোকানে ডাকঘর, সকলকেই সেই দোকানে আসিতে হইবে।—তখন তাহারা আমায় কি করিয়া ঘৃণা করে দেখিতে পাইব।

সার আর্চ্চি। আমি যখন তোমায় কথা দিয়াছি, তুমি নিশ্চয়ই ডাকঘর পাইবে।

এই বলিয়া সার আর্চ্চিবাল্ড চলিয়া গেলেন; বেট্‌স প্রীত মনে রেড্‌বরণ প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে মাতা ও জেন্‌পিসীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া জেরাল্ড পিতার সহিত লণ্ডনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সন্ধ্যাকালে পিতা পুত্রে লণ্ডনে উপস্থিত হইলেন। সার আর্চ্চিবাল্ড বেট্‌সের দরখাস্ত খানি কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। কতিপয় দিবস মধ্যে উত্তর আসিল যে, তাঁহার অনুরোধে বেট্‌স ডাকঘরের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইতিমধ্যে জেরাল্ডের সৈনিক পরিচ্ছদ প্রস্তুত হইল; তাঁহার জন্য দুইটি সুশ্রী ঘোটক ক্রীত হইল এবং পোর্টস্‌মাউথ ব্যাঙ্কে তাঁহার নামে পাঁচ শত পাউণ্ড জমা দেওয়া হইল। অশ্বপালক অশ্ব লইয়া পোর্টস্‌মাউথ গমন করিল। বিদায় দিবসে সার আর্চ্চিবাল্ড পুত্রকে নানাবিধ উপদেশ প্রদানানন্তর ডাকগাড়ীতে তুলিয়া দিয়া বাটী আসিলেন।

জেরাল্ড, কিয়দ্দূর গমনানন্তর অত্যন্ত আবশ্যকীয় কার্য্য

বিস্মৃত হইয়াছেন ছল করিয়া, লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিলেন, মাতার কঠিন পীড়া হইয়াছে ভাণ করিয়া, সৈনিক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট হইতে দুই সপ্তাহের ছুটী লইলেন; অশ্বপালককে লিখিলেন যে, তিনি একপক্ষ পোর্টস্‌মাউথে পৌঁছিতে পারিবেন না ও সেই সঙ্গে এবিষয় গোপনে রাখিতে আজ্ঞা দিলেন; এবং পোর্টস্‌মাউথ ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষকে অবিলম্বে একশত পাউণ্ড প্রেরণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। অনন্তর লুসিকে একখানি প্রণয় পত্রিকা এবং ডেভিস্‌কে নিম্ন লিখিত পত্র লিখিলেন;——

হ্যাচেটস্‌ হোটেল, পিকাডিলি
২০ শে আগষ্ট, ১৮২৮।

মহাশয়!

আমার প্রতিজ্ঞানুসারে আপনাকে ও লুসিকে পত্র লিখিতেছি। আপনার দর্শনের নিমিত্ত, এই পত্রের মধ্যে লুসির পত্র দিলাম। আমি আশা করি, আপনার কন্যা আমার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন। আপনার সহিত যে কথোপকথন হইয়াছে এবং লুসি শেষ দিন যেরূপ ভাব গতিক দেখাইয়াছেন, তাহাতে এবিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।

মহাশয়, এক্ষণে আমি প্রস্তাবিত বন্দোবস্ত করিয়াছি; বোধ হয় আপনার তাহাতে অমত হইবে না। আমার পিতা পোর্টস্‌মাউথ ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়াছেন। পরশ্ব আমি তথা হইতে কিছু অর্থ প্রাপ্ত হইব—অদ্য হইতে চতুর্থ দিবসে আমি কভেণ্ট্রী গমন করিব। ২৫শে তারিখে তথায় বিবাহের লাইসেন্স গ্রহণ করিয়া, অন্যান্য আয়োজন করিব। অতএব

আপনি ২৬ শে প্রাতে ওকূলে হইতে যাত্রা করিলে, মধ্যাহ্নে কভেণ্ট্রীর জর্জ্জ হোটেলে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, এবং এক ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের বিবাহ সম্পন্ন হইবে, পরবর্ত্তী ডাকে হ্যাচেটস্ হোটেলে মিঃ স্মিথ নামে চিঠী পাঠাইলে আমি প্রাপ্ত হইব।

আপনার ভাবী জামাতা
জেরাল্ড রেড্‌বরণ।

জেরাল্ড এই চিঠীর মধ্যে লুসির চিঠী দিয়া তৎক্ষণাৎ ডাক ঘরে পাঠাইয়া দিলেন।

এদিকে বেট্‌স ওকূলে পল্লীতে পোষ্টমাষ্টারের কার্য্য করিতেছেন। তাহার জানালায় চিঠীর বাক্স টাঙ্গান রহিয়াছে। পরদিন প্রাতঃকালে মিডল্‌টন্ হইতে ওকূলে ডাকঘরে একতাড়া চিঠী উপস্থিত হইল। বেট্‌স পত্র গুলি লইয়া পার্শ্বের গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক দ্বাররুদ্ধ করিয়াদিলেন। রেড্‌বরণ প্রাসাদের পত্র গুলি একদিকে রাখিয়া অন্য সমস্ত পত্র খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। পাঠ সমাপ্তির পর পুনর্ব্বার শীল করিয়া রাখিয়া দিলেন। জেরাল্ডের লিখিত পত্র পাঠ করিয়া তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বিস্মিত হইলেন। যথা সময়ে পত্রবাহক আসিয়া চিঠীগুলি বিলি করিতে গেল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

চিঠী।

—:-০-:—

তিন মাস হইল, ফ্রেড্‌রিক্ ওকূলে পরিত্যাগ করিয়াছেন ইতি মধ্যে, তিনি লুসির পবিত্র প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ অনেক গুলি পত্র প্রাপ্ত হন; পত্রগুলি ক্ষণকালের নিমিত্ত তাঁহার দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা বিস্মরণ করাইয়া দিত। ডেভিস্ জানিতে পারিবেন আশঙ্কা করিয়া, লুসি তাঁহাকে পত্র লিখিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু পাছে ফ্রেড্‌রিকের মনে কষ্ট হয় এই ভয়ে লুসি স্বীয় পত্রে ডেভিসের ও জেরাল্ডের অত্যাচারের কথা উল্লেখ করিতেন না।

এক দিন ফ্রেড্‌রিক্ সংবাদ পত্রে দেখিলেন, জেরাল্ড রেড্‌বরণ তাঁহাদের সৈন্যদলে এন্‌সাইন্ পদ ক্রয় করিয়াছেন। এই অশুভ সংবাদে তিনি ভীত ও চিন্তিত হইলেন; সৈন্যদলে তাঁহার এক জন শত্রু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। পরদিন লুসির পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। —— লুসি তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছেন, তিনি যেন জেরাল্ডকে অত্যাচারের কোন সুযোগ প্রদান না করেন; ফ্রেড্‌রিক্ প্রিয়তমার উপদেশ গ্রাহ্য করিলেন। কয়েক দিন পরে তিনি শুনিলেন যে, জেরাল্ড দুই সপ্তাহের ছুটী লইয়াছেন।

২৪শে আগষ্ট প্রাতঃকালে ফ্রেড্‌রিক্ নির্দ্দিষ্ট কক্ষে একাকী উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় সার্জ্জেণ্ট ল্যাংলে তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন "ফ্রেড্‌রিক্ তুমি একাকী কি ভাবিতেছ? তোমায় আমি সর্ব্বাপেক্ষা অসন্তুষ্ট দেখি।

ফ্রেড্‌রিক্। মহাশয়, আমার মুখেত কোন অসন্তোষের চিহ্ন নাই।

সার্জ্জেণ্ট। তোমার অসন্তুষ্ট মুখ দেখিয়া আমি অতিশয় বিরক্ত হই। সৈনিক পুরুষের মুখে সর্ব্বদা সন্তোষের জ্যোতিঃ থাকিবে। ভাল, তুমি এখন ওক্‌লে পল্লীর কোন সংবাদ পাও কি? আমি ওক্‌লের সমস্ত সম্বাদই জ্ঞাত আছি। তুমি মনে করিও না যে, কুমারী লুসি সাতবৎসর তোমার অপেক্ষা করিবে; তুমি জানিও যে, তোমার ন্যায় সামান্য লোকের নিমিত্ত লুসির জন্ম হয় নাই।

এই কথা বলিয়া, সার্জ্জেণ্ট ল্যাংলে সুদীর্ঘ ব্যারাকগৃহ-মধ্যদিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তিনি যাইতে যাইতে পকেট হইতে রুমাল তুলিবার সময়, তাঁহার অজ্ঞাতসারে এক-খানি পত্র পতিত হইল। ফ্রেড্‌রিক্ ল্যাংলের কথার মর্ম্ম কি? বুঝিবার নিমিত্ত ঘোর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। কিন্তু এক মুহর্ত্তের জন্যও লুসির প্রতি তাঁহার সন্দেহ হয় নাই। তিনি মনে করিলেন, হয়ত ডেভিস্ লুসির অগোচরে অন্য কাহারও সহিত তাঁহার বিবাহের উদ্যোগ করিতেছেন এবং সার্জ্জেণ্ট কোন রূপে সে সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে এরূপ নিষ্ঠুর সম্ভাষণ করিলেন। সহসা পত্রের দিকে তাঁহার দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইল, দেখিলেন উপরে সার্জ্জেণ্ট ল্যাংলের নাম রহিয়াছে। পত্র

পতিত হইবার সময় কিয়ৎ পরিমাণে খুলিয়া গিয়াছিল, সুতরাং ফ্রেড্‌রিকের অনিচ্ছা সত্ত্বেও পত্রের কিয়দংশ তাঁহার দৃষ্টি-পথে পতিত হইল; তিনি দেখিলেন, লুসি ও জেরাল্ডের নাম একত্র রহিয়াছে——তাঁহার শরীর মধ্যে তাড়িৎ প্রবাহিত হইল—ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া তিনি পত্রখানি তুলিয়া লইয়া পড়িতে আরাম্ভ করিলেন। ঃ—

ডাকঘর ওকৃলে

২১ শে আগষ্ট, ১৮২৮।

মিঃ ল্যাংলে,

আপনার পত্র পাইয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। সৈন্য সংগ্রহ সম্বন্ধে আমার সামান্য সাহায্য যে আপনার মনে আছে, তাহাই যথেষ্ট। গ্রাম্য ডাকঘর এখন আমার হস্তে পড়িয়াছে, আর কখন যদি আমাদের গ্রামে পদার্পণ করেন, আমি আপনার কার্য্য সাধনে সাধ্য মত সাহায্য করিব। লুসি এখনও ফ্রেড্‌রিকের শোকে কাতর কিনা আপনি জানিতে চাহিয়াছেন। আমি কোন উপায়ে আজ একটী সম্বাদ পাইলাম———২৬শে আগষ্ট মধ্যাহ্নে কভেণ্ট্রীতে লুসি ও জেরাল্ড রেড্‌বরণের বিবাহ হইবে। সার আর্চ্চিবাল্ড এ বিষয়ের বিন্দু বিসর্গ জ্ঞাত নহেন।

একান্ত বশম্বদ বন্ধু

ও বাড়িয়া বেট্‌স।

ফ্রেড্‌রিক্ উন্মত্ত প্রায় হইলেন। একি স্বপ্ন? না, ইহা যে সত্য ঘটনা। তবে নিশ্চয়ই লুসি, ডেভিসের ও জেরাল্ডের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ চক্রান্তে আবদ্ধ হইয়াছেন। এখন তিনি

কি করিবেন? তিনি কি ছুটী লইবেন? স্মরণ হইল এত অল্পদিন কার্য্য করিলে ছুটী দেওয়া হয় না। তিনি কি করিবেন? এই প্রশ্ন পুনঃ পুনঃ তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইল, দুশ্চিন্তা আসিয়া তাঁহার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিতে লাগিল। ২৬শে আগষ্ট বিবাহ—আজ ২৪শে—দুই দিন কয়েক ঘণ্টার পর তাঁহার প্রাণাধিকা লুসি পরহস্তে পতিত হইবেন।

কভেণ্ট্রী, পোর্টসমাউথ্ হইতে একশত বাশট্টী মাইল্স, দূরে অবস্থিত। এত অল্প সময়ে কিরূপে এতদূর গমন করিবেন। ক্ষণকালের জন্য তিনি হতাশ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু পরক্ষণেই বক্ষস্থলে আঘাত করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।—"ঈশ্বরের দোহাই আমি যাইবই যাইব।" তাঁহার স্থির বিশ্বাস লুসির এবিষয়ে মত নাই। ভয় ও বল-প্রয়োগ দ্বারা তাঁহারবিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইবে। কে তখন অসহায় রমণীর উদ্ধার সাধন করিবে? ফ্রেড্রিক্ স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইবেন, কিন্তু তাহা হইলেত পলায়ন হইল। কিন্তু যখন জীবনের মুখ্য সুখের পথে কণ্টক উপস্থিত, তখন অন্য চিন্তা দূর হউক। তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন—পলায়নই স্থির হইল। কিন্তু কিরূপে পলায়ন করিবেন? সেনানিবেশে প্রবেশের সময় তাঁহার পূর্ব্ব পরিচ্ছদ নির্দ্দিষ্ট স্থানে রক্ষিত হইত। যে কয়েকটী মুদ্রা আছে তদ্দারা জীর্ণ পরিচ্ছদ ক্রয় করিলেও পথে আহার কিম্বা অবশ্যকীয় গাড়ীভাড়ার সংস্থান থাকে না, সুতরাং ভাগ্যে যাহাই থাকুক না কেন তাঁহাকে সৈনিকবেশে পলায়ন করিতে হইবে।

সহসা তাঁহার মনে একটী চিন্তার উদয় হইল। তিনি

তাঁহার পরিচিত জেরাল্ডের অশ্বপালকের বাসস্থান জ্ঞাত ছিলেন। ইচ্ছা হইল, তাহার নিকট হইতে পরিচ্ছদ ও কিছু অর্থ কর্জ্জ লইবেন। তাঁহার মনে আশার সঞ্চার হইল—বেট্‌সের পত্র খানি পকেটে রাখিয়া তিনি কক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন। অনন্তর প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া, পরিচিত অশ্বপালকের বাসায় আসিয়া শুনিলেন—সে তথায় নাই; দুই তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করিলে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে। দুই তিন ঘণ্টা! এত সময় নষ্ট করা অসম্ভব; এখন প্রত্যেক মুহূর্ত্ত স্বর্ণের ন্যায় মূল্যবান্, কারণ তাঁহাকে একশত বাষট্টী মাইল পথ যাইতে হইবে। ফ্রেড্‌রিক্ তিলার্দ্ধ অপেক্ষা করিলেন না—দ্রুতবেগে নগর মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেন এবং পোর্টসমাউথ ও পোর্টসি অতিক্রম করিয়া, লণ্ডন রাজপথে উপস্থিত হইলেন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ফ্রেড্‌রিক্ অধিকতর বেগে গমন করিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বে পশ্চাৎ হইতে একখানি মাংসবাহী শকট আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি শকট চালককে থামিতে বলিলেন। শকট চালক ভীত ও বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয় বোধ হয় ছুটী পাইয়াছেন" ফ্রেড্‌রিক্ স্পষ্ট বলিলেন, হাঁ——তাঁহার জীবনে এই প্রথম মিথ্যা কথা হইল। শকট-চালক বলিলেন "আচ্ছা গাড়ীতে আসুন; কিন্তু বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবেন। অনন্তর গাড়ী চালাইয়া বলিল, সৈনিক মহাশয়, আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবার কারণ যে, সৈনিক পুরুষেরা কখনও কখনও পলায়ন করেন, এবং সময়ে সময়ে আমরা তাঁহাদের পলায়নের সহায়তাকারী বলিয়া শাস্তি পাই।"

ফ্রেডরিক্ কোন উত্তর প্রদান করিলেন না ; দ্বিতীয় মিথ্যা কহিতে তাঁহার আর সাহস হইলনা—তিনি নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। শকট চালক সন্দেহ দূর করিবার জন্য কর্ণমধ্যে প্রসন্নতা সহকারে তাঁহার সহিত নানা বিষয়ে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। নির্দিষ্ট স্থানে শকট উপস্থিত হইলে, ফ্রেডরিক্ অবতরণ করিয়া তাহাকে ছয়পেন্স গাড়ী ভাড়া দিতে গেলেন, কিন্তু সে তাহা গ্রহণ করিল না। ফ্রেডরিক্ তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া অধিকতরবেগে গমন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

কভেণ্ট্রী

—:-০-:—

২৫ শে আগষ্ট রজনীতে আহারাদির পর লুসি শয়নাগারে গমন করিতেছেন, এমন সময় ডেভিস্ বলিলেন, " লুসি কল্য প্রাতঃকালে কয়েকটী দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য কভেণ্ট্রীতে গমন করিব ; সেই সময় তোমারও যাহা আবশ্যক ক্রয় করিয়া দিব। অতএব আটটার মধ্যে কভেণ্ট্রী গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইও।" সহসা এই কথা শুনিয়া লুসির মনে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইল। ডেভিস্ লুসিকে জেরাল্ডের লিখিত পত্র প্রদান করেন নাই ; সুতরাং লুসি তাঁহার অভিপ্রায় স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন না। ডেভিসের অভিপ্রায় যে, শেষ মুহূর্ত্তে সমস্ত ঘটনা লুসির নিকট প্রকাশ করিবেন ; কারণ তখন

জেরাল্ডকে বিবাহ করা ভিন্ন লুসির উপায়ান্তর থাকিবে না। লুসি স্বীয় কক্ষে গমন পূর্ব্বক মনে করিলেন যে, তাঁহার পিতা কোন গূঢ় অভিসন্ধি সাধনার্থ কভেণ্ট্রী গমন করিতেছেন; যাহাই হউক যখন প্রকৃত বিপদ উপস্থিত হইবে, তখন তদনুযায়ী কার্য্য করা যাইবে। অনন্তর কায়মনোবাক্যে অসহায়ের সহায়, দুর্ব্বলের বল জগৎ পিতাকে স্মরণ করিয়া শয়ন করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে লুসি বেশভূষায় সুসজ্জিত হইলেন এবং তাঁহার সঞ্চিত দশ পাউণ্ড ও কয়েকটী অলঙ্কার সঙ্গে লইলেন। হয়ত দীর্ঘ কালের নিমিত্ত গৃহ পরিত্যাগ করিতে হইবে আশঙ্কা করিয়া, তিনি অজস্র অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেন। অনন্তর, চক্ষের জল মুছিয়া বৈঠকখানায় পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। ডেভিসের বাহ্যিক আকৃতিতে তাঁহার দুরভিসন্ধির চিহ্নও ছিল না। ক্ষণকাল পর লুসি বলিলেন "আজ আমার শরীর তত ভাল নয়, তজ্জন্য আমি আপনার সহিত যাইতে পারিতেছি না।"

ডেভিস্। ও কিছুই নয়। এই টুকু যাইতে যাইতে সমস্ত অসুখ দূর হইবে। আমরা আজ বাটী প্রত্যাগমন করিব না, অতএব তোমার আবশ্যকীয় দ্রব্য লও; আমাদের গমনের সময় হইয়াছে।

অন্য আপত্তি বৃথা দেখিয়া লুসি স্বীয় কক্ষে গমন করিলেন এবং আবশ্যকীয় কয়েকটী দ্রব্য লইয়া মার্থার নিকট চির বিদায় গ্রহণ করিলেন; নিম্নে আসিয়া দেখিলেন, ডেভিস্ আগ্রহ সহকারে তাঁহার অপেক্ষা করিতেছেন। ডেভিস্ কন্যার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে 'রয়াল ওকের' নিকট আসিয়া গাড়ীতে উঠিলেন—গাড়ী মিডলটনাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিল।

ডেভিসের নানারূপ কথোপকথন ও ভ্রমণ সুখে, লুসির সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে দুরীভূত হইল। মিডল্‌টনে আসিয়া ডাক্ গাড়ীতে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহারা কভেণ্ট্রী-অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দ্বিপ্রহরের সময় কভেণ্ট্রী ষ্টেসনে ডাকগাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। ডেভিস্ ও লুসি অবতরণ পূর্ব্বক হোটেলে প্রবেশ করিলেন; জনৈক ভৃত্য হোটেল স্বামীর আদেশানুসারে তাঁহাদিগকে একটী নিভৃত কক্ষে লইয়া গেল। ডেভিস্ তাঁহাকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখানে মিঃ রেড্‌বরণ আসিয়াছেন কি?" ভৃত্য বলিল "হাঁ মহাশয়"। ডেভিস্ বলিলেন "তুমি তাঁহার নিকট গিয়া বল, মিঃ ডেভিস্ দশ মিনিটের মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।" ভৃত্য প্রস্থান করিল। পিতার ঈদৃশ আচরণে লুসির হৃদয়ে ঘোর আতঙ্ক ও সন্দেহ উপস্থিত হইল—তাঁহার আকার প্রকারে লুসি সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। ডেভিস্ গম্ভীরভাবে বলিলেন "লুসি, তোমার নিকট সমস্ত কথা প্রকাশ করিবার সময় উপস্থিত।" লুসি স্তম্ভিত হইয়া পিতার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ডেভিস্। লুসি আমার অভিপ্রায় শুন,—আমার মত-বিরুদ্ধে কার্য্য করিও না। আমার কথায় হয়ত তুমি চমকিত হইবে—কিন্তু তুমি যেন চীৎকার করিও না। আমি তোমার কোন আপত্তি শুনিতে চাহি না। এই ঘণ্টাতেই তোমায় জেরাল্ডকে বিবাহ করিতে হইবে।

"না পিতা কখনই না"—সদর্পে এই কথা বলিয়া লুসি ডেভিসের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন।

ডেভিস্ বলিলেন লুসি, আমি বহুক্লেশে তোমার শুভ বিবাহের উদ্যোগ করিয়াছি। আমার কথা শুন— আমায় বাধা দিও না। দুই তিন দিবস পূর্ব্বে জেরাল্ড তোমায় এই চিঠী লিখিয়াছেন দেখ।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লুসি মস্তক সঞ্চালন করিলেন।

ডেভিস্। এখনও তুমি আমায় অবজ্ঞা করিতেছ? যখন তুমি আমার অবাধ্য হইতে বদ্ধপরিকর হইয়াছ, আমি তোমার অনুনয় বিনয়ও শুনিব না। কিন্তু যদি তুমি মোহান্ধ হইয়া আমার সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দাও—যদি তুমি নিষ্ঠুর হইয়া আমার আশায় নৈরাশ কর— তোমার কার্যের প্রতিফল পাইবে। আমি উইল করিয়া দাতব্য ধনাগারে সর্ব্বস্ব দান করিব। আমার এরূপ করিবার কারণ এই, যদি তুমি একান্তই আমার কথা না শুন— যদি তুমি আমায় শেষ উপায় অবলম্বন করাও আমি অন্ততঃ এই টুকু জানিয়া প্রাণত্যাগ করিব যে, পিতার আত্ম-হত্যার কারণ রাক্ষসী কন্যাকে পথের ভিখারিণী করিয়াছি।

লুসি করযোড়ে বলিলেন, "পিতা আপনাকে অনুরোধ করি এরূপ কার্য্য হইতে নিরস্ত হউন।"

ডেভিস্। মনে করিও না আমি তোমায় ভয় দেখাইতেছি। এই দেখ বারুদপূর্ণ পিস্তল দেখ—— এই বলিয়া ডেভিস্ পকেট হইতে একটী পিস্তল বাহির করিয়া, যেন আত্ম-হত্যায় উদ্যত হইলেন! (প্রকৃত পক্ষে পিস্তলের মধ্যে কিছুই ছিল না।)

লুসি জানু পাতিয়া করযোড়ে বলিলেন "হে পরমেশ্বর আমার কি হইবে?"

ডেভিস্ ধীরে ধীরে পকেটে পিস্তলটী রাখিয়া বলিলেন "তুমি এখন সমস্তই জ্ঞাত হইলে। জেরাল্ড রেড্‌বরণ এই হোটেলেই আছেন, বিবাহের সমস্ত আয়োজন হইয়াছে—" যাজক উপস্থিত হইয়াছেন। তুমি এখন জেরাল্ডকে বিবাহ করিবে কি? অন্ততঃ এ বিবাহে তোমার সম্মতি আছে, এরূপ ভাব দেখাইবে কি? না, সমস্তই নষ্ট করিবে? যাহা হয় স্পষ্ট বল, আমি বুঝিতে পারিব আমার কন্যা আছে কিনা?— যদি থাকে আমি অনির্ব্বচনীয় সুখ লাভ করিব, যদি না থাকে আমার অভিশাপ পর্য্যন্ত অপেক্ষা. কর— অনন্তর তুমি কক্ষ হইতে বহিষ্কৃত হইবামাত্রেই পিস্তলের শব্দ তোমার পিতার মৃত্যু সংবাদ প্রদান করিবে।"

পিতার কথা শুনিয়া লুসি ভয়বিহ্বল হইলেন—— অন্ত-র্যাতনায় তিনি কাতর হইয়া পড়িলেন— কথা কহিবার শক্তি রহিল না— কে যেন তাঁহার ওষ্ঠাধর বন্ধ করিয়া দিল।

ডেভিস্। লুসি, কি স্থির করিলে? আর সময় নাই, শীঘ্র বল। আমি জেরাল্ডের সহিত তামাসা করিতে আসি নাই।

লুসি। পিতঃ, আমার স্বর্গীয় জননীর দোহাই দিয়া বলিতেছি আপনি বিরত হউন। আপনি আত্মহত্যার কথা বলিলে আমিই আত্মহত্যা করিব।

ডেভিস্। কোন কথা ,শুনিতে চাহি না। হয় আমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে—নতুবা যাহা বলিয়াছি তাহা করিব। আর সময় নাই। তুমি কি করিবে শীঘ্র বল।

লুসি। হা পরমেশ্বর, আমার কি হইবে। পিতঃ, আমি যদি হাঁ বলি আমার ও আর এক জনের প্রাণ বহির্গত হইবে।

ডেভিস্। তাহার কথা উল্লেখ করিও না। হাঁ, না বলিলে তুমি পিতৃহত্যার পাতকিনী হইবে। লুসি? এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।

চৈতন্য যেন হতভাগিনী লুসিকে পরিত্যাগ করিতে লাগিল, তাঁহার হস্তপদ অবশ হইয়া আসিল। তিনি পিতার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। পিতা পুনঃ পুনঃ তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ডেভিসের কথা গুলি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল বটে, কিন্তু লুসি তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না। তিনি চতুর্দ্দিক্ শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন—সমস্তই তাঁহার নিকট স্বপ্ন বোধ হইল। আবার ডেভিস্ জিজ্ঞাসা করিলেন। লুসি কোন কথার উত্তর দিতেছেন বুঝিলেন না—কেবল যন্ত্রবৎ হাঁ শব্দটী উচ্চারণ করিলেন—ক্ষণকাল মধ্যে শুনিতে পাইলেন—"প্রিয় লুসি, ঈশ্বর তোমায় সুখে রাখুন।" স্বপ্ন অন্তর্হিত হইল—লুসি তাঁহার প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিলেন এবং প্রস্থানোদ্যত পিতাকে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত হস্ত প্রসারণ করিলেন।

পরক্ষণেই ডেভিস্ কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন—লুসি দেখিলেন, তিনি একাকী। এদিকে ডেভিস্ আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে জেরাল্ড রেড্‌বরণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

মোহান্ধকার দূরে গেল—লুসি বুঝিতে পারিলেন, অশুভ 'হাঁ' শব্দটী উচ্চারিত হইয়াছে—পিতা, হেয় জেরাল্ডকে এই সংবাদ দিতে গিয়াছেন। তবেত তিনি অচৈতন্য অবস্থায় ফ্রেড্‌রিকের বিশ্বাস-বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়াছেন, এই চিন্তায় তাঁহার মর্ম্মান্তিক কষ্ট হইল। তৎক্ষণাৎ সর্ব্বচিন্তা পরিত্যাগ

পূর্ব্বক, লুসি কক্ষ হইতে সবেগে বহির্গত হইলেন; হোটেলের দ্বারবান অবাক্ হইয়া রহিল। লুসি রাজপথে উপস্থিত হইয়া দ্রুতপদে ধাবমান হইলেন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে অপেক্ষাকৃত নিভৃত স্থানে উপস্থিত হইয়া, মৃদু গতিতে গমন করিতে লাগিলেন। সহসা মধুর আনন্দ ধ্বনি লুসির কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। সেই চির-পরিচিত-স্বরে চকিত হইয়া মুখোত্তোলন করিবামাত্র লুসি দেখিলেন, ফ্রেড্রিক্ লনস্‌ডেল তাঁহাকে বাহুবল্লীতে বেষ্টিত করিয়াছে!

ষোড়শ-পরিচ্ছেদ।

পলাতক।

—:-০-:—

অনুসরণকারীবর্গের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত, লুসি ও ফ্রেড রিক্ নিঃশব্দে দ্রুতপদে নিকটস্থ অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক, একটী গাছের গুঁড়ির উপর উপবেশন করিলেন। অকস্মাৎ লুসির পিতার আত্ম-হত্যার কথা মনে পড়িল। তাঁহার মুখ মলিন হইল। ফ্রেড্রিক্ কারণ জিজ্ঞাসা করায় লুসি সংক্ষেপে সমস্ত বর্ণনা করিলেন। তখন ফ্রেড্রিক্ কহিলেন “প্রিয়তম লুসি, তুমি চিন্তা করিও না। আমি তোমার পিতার চরিত্র বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি।

তিনি কখনই আত্মহত্যা করিবেন না। ভয় প্রদর্শন দ্বারা তোমাকে স্ববশে আনিবার জন্য তিনি এই কৌশল করিয়াছেন, অধিকন্তু তোমার অন্বেষণ চেষ্টায় তিনি আত্মহত্যার বিষয় বিস্মৃত হইবেন।”

তাঁহার কথায় লুসি সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইলেন এবং ফ্রেড্‌রিকের ওকূলে পরিত্যাগাবধি, সেই দিবস পর্য্যন্ত যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল সমস্ত আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন। তখন ফ্রেড্‌রিক্ স্বীয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন; প্রথমে কিরূপে সার্জ্জেণ্টের পত্রে সমস্ত চক্রান্ত অবগত হইলেন বর্ণনা করিয়া, স্বীয় পলায়নের বিষয় উল্লেখ করিলেন। কিন্তু সৈন্য-দল হইতে পলায়ন করিলে কত কঠিন দণ্ড, হয় লুসি তাহা জানিতেন না— অনন্তর পথশ্রমের কথা উল্লেখ করিয়া, ফ্রেড্‌রিক্ বলিলেন “প্রিয় লুসি আমি ঠিক পঞ্চাশ ঘণ্টায় এক শত বাষট্টী মাইল ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়াছি। অধিকাংশ পদ-ব্রজে ভ্রমণ করিয়া যখন দেখিলাম, যথা সময়ে কভেণ্ট্রীতে পৌঁছিবার আশা নাই, অবশিষ্ট অর্থ একখানি ডাক গাড়ীতে দিয়া কিয়দ্দূর আসিলাম। অদ্য নয়টার সময় ডাক গাড়ী হইতে নামিয়া দেখি, কভেণ্ট্রী তখনও অনেক মাইল দূরে— আর আমার অর্থ ছিল না, ক্ষুধায় ও চিন্তায় দেহ জর্জ্জরিত হইল। তখন অতিকষ্টে একটী গ্রামের দিকে আসিতেছি, এমন সময় চক্রের ঘর্ঘর শব্দ, ঘোটকের পদশব্দ ও স্ত্রীলোকের চীৎকার শুনিতে পাইলাম। তৎক্ষণাৎ আমার পশ্চাদ্দিকে একখানি গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। গাড়ীতে দুইজন স্ত্রীলোক ও একটী ভদ্রলোক উপবিষ্ট। অশ্বদ্বয় ক্ষিপ্তপ্রায়

হইয়া সবেগে ধাবিত হইতেছে। গাড়ী খানি বিপর্য্যস্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। আমি লম্ফ প্রদান করিয়া অশ্বের লাগাম ধরিলাম এবং অনেক কষ্টে গাড়ীখানি রক্ষা করিলাম। আরোহীরা আমায় শত শত ধন্যবাদ দিলেন। অধিকন্তু ভদ্রলোকটী আমায় দশ গিনি পুরস্কার প্রদান করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলেন। পরমেশ্বর কাহাকে কিরূপে সাহায্য প্রদান করেন তাহা কে বলিবে? তৎপর আমি সৈনিকবেশ পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ পরিচ্ছদ পরিধান করিলাম। ইহাতে আমার আর ধৃত হইবার ভয় রহিল না। এইরূপে কিয়দ্দূর পদব্রজে ও কিয়দ্দূর শকটারোহণে আমি এইমাত্র কভেণ্ট্রীতে উপস্থিত হইয়াছি।

ফ্রেড্রিক্ পুনরায় সৈন্যদলে প্রতিগমন করিতে ইচ্ছা করেন নাই। লুসিও পিত্রালয় হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে লুসির নিকট দশপাউণ্ড এবং ফ্রেড্রিকের নিকট ছয় পাউণ্ড ছিল। এই ষোলপাউণ্ডে নির্ভর করিয়া উভয়ে অনতিবিলম্বে রাজপথে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের গম্য স্থলের কিছুমাত্র স্থিরতা ছিল না। পথে আসিয়া দেখিলেন একখানি গাড়ী ইয়র্ক নগরে গমন করিতেছে। তাহাতে আরোহণ করিয়া তাঁহারা ইয়র্কে উপস্থিত হইলেন। এবং তথায় একখানি বাড়ী ভাড়া করিয়া ভিন্ন নাম ধারণ পূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন।"

কিয়দ্দিবস পরে লণ্ডনের কোন সংবাদ পত্রে নিম্ন-লিখিত বিজ্ঞাপনটী প্রকাশিত হইল। ফ্রেড্রিক্ তাহা লুসির নিকট আনয়ন করিলেন। ঃ——

" ওকুলে পল্লীস্থ ল, ড— তোমার পলায়নে পিতা শোকার্ত্ত হইয়া তোমায় বাটী প্রত্যাগমন করিতে অনুরোধ করিতেছেন। তিনি কোন নির্দ্দিষ্ট অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। তদ্বিষয়ে সমস্ত আয়োজন নষ্ট হইয়াছে।

পিতা জীবিত আছেন দেখিয়া লুসি প্রফুল্ল হইলেন, তিনি ফ্রেড্রিকের সহিত পরামর্শ করিয়া পিতাকে পত্র লিখিলেন

" মহাশয়,

আমি সংবাদ পত্রে আপনার বিজ্ঞাপন দেখিয়াছি, কিন্তু আপনার আদেশ প্রতিপালন করিতে পারিলাম না। আর যে কখনও আপনার সহিত একত্রে বাস করিব, আমার সে আশা নাই। আপনার কন্যা কদাপি তাহার স্বর্গীয়া জননীর উপদেশ বিস্মৃত হইবে না—আমি কখন কোন অসৎ পথ অবলম্বন করিব না। মধ্যে মধ্যে আমার সংবাদ পাইবেন; আপনার কুশল সংবাদ পাইবার জন্য আমি বিশেষ আয়োজন করিব। কিন্তু বিশেষ কারণ বশতঃ আমার বাসস্থানের ঠিকানা দিলাম না। আপনি সর্ব্বদা সুখে থাকুন, এই আমার প্রার্থনা।

ল, ড।

ফ্রেড্রিক্ ডাক্‌গাড়ীর প্রহরীকে পাঁচ শিলিং পুরস্কার দিয়া, তাহার দ্বারায় লণ্ডন ডাকঘরে পত্রখানি ফেলিয়া দেওয়াইলেন। লণ্ডন সংবাদ পত্রে পুনরায় নিম্নের বিজ্ঞাপনটী প্রকাশিত হইল।:—

ল, ড— আমি তোমার লণ্ডনপোষ্টাফিসের চিহ্নযুক্ত পত্র পাইয়াছি। এখন পুনঃ পুনঃ তোমায় বাটী প্রত্যাগমন করিতে অনুরোধ করি। শুনিলাম, ফ, ল নামক কোন ব্যক্তি সৈনিক

কর্ম্ম হইতে পলায়ন করিয়াছে। তুমি কদাচ তাহার সহিত একত্রিত হইও না। তুমি তাহার প্রকৃত স্বভাব জান না। শীঘ্রই সে ধৃত হইয়া লজ্জাকর শাস্তি পাইবে?

উন্মত্ত পিতা

প, ত।"

ফ্রেড্রিক্ লুসির নিকট বিজ্ঞাপনটী লইয়া গেলেন। তিনি ফ্রেড্রিকের শাস্তির কথা শুনিয়া অত্যন্ত কাতর হইলেন। ফ্রেড্রিক্ বলিলেন তোমার ভয় নাই "আমাদের ধৃত হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প।" লুসি শুনিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন। এবারও তিনি পিতার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রতিজ্ঞা—সমস্ত জগৎ পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু কখন ফ্রেড্রিক্কে পরিত্যাগ করিবেন না।

ইয়র্ক নগরে আগমনের দুই সপ্তাহ পরে, বিনাড়ম্বরে তাঁহাদের পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইল। লুসি ডেভিস্ ফ্রেড্রিকের ধর্ম্মপত্নী হইলেন। তাঁহাদের দুঃখের দিবস স্মৃতিপথের অতীত হইল। ভবিষ্যদাশঙ্কা বর্ত্তমান সুখে বিলীন হইয়া গেল। বিবাহের পর দিন তাঁহারা 'কার্লাইল্' নগরে গমন করিলেন ——ওকুলে ও পোর্টস্মাউথ হইতে যথাসম্ভব দূরদেশে বাস করিবার জন্যই তাঁহারা উক্ত নগর মনোনীত করিয়াছিলেন। ফ্রেড্রিক্ কার্লাইল নগরে স্বল্পকরে কোন ভদ্র পরিবারের দুটী কক্ষ ভাড়া করিলেন, এখন তাঁহাদের নিকট আট পাউণ্ড জমা ছিল।

ফ্রেড্রিক্ মার্টিমার নাম প্রচার করিয়া একটী বিদ্যালয়

স্থাপন করিলেন ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী সূচীকার্য্য ভার গ্রহণ করিলেন। দয়াশীলা গৃহস্বামিনীর যত্নে উভয়েই প্রথমে অল্প অল্প কার্য্য প্রাপ্ত হইলেন। স্বভাব ও কার্য্যদক্ষতা গুণে শীঘ্রই নগর মধ্যে তাঁহাদের যশঃগৌরব প্রসারিত হইল। নবদম্পতী আশাতীত যশোলাভ করিলেন।

সপ্তাহ গত হইয়া মাসে পরিণত হইতে লাগিল— লুসি প্রচুর পরিমাণে কার্য্যভার প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। ফ্রেড্‌রিকের বিদ্যালয়ে পনের ষোলটী বালক পাঠ করিতে লাগিল। লুসির স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইবার ভয়ে, ফ্রেড্‌রিক্ তাঁহাকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে দিতেন না। এখন তাঁহারা আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহানন্তর, প্রতি সপ্তাহে কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে তাঁহারা পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। সর্ব্ব প্রথমে, তাঁহাদের ধৃত হইবার সম্ভাবনা আছে স্মরণ হইলে, তাঁহাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। ক্রমে ক্রমে দীর্ঘ কালানন্তর এই চিন্তা উদিত হইত। কিন্তু তাঁহাদের বিশ্বাস যে, দয়াময় জগদীশ্বর কখন তাঁহাদের সুখের পথে কণ্টক স্থাপন করিবেন না।

প্রতি রবিবারে সুচিক্কণ পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক, তাঁহারা একত্রে উপাসনা মন্দিরে গমন করিতেন— পথিমধ্যে প্রতিবেশীরা সরলহৃদয়ে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিতেন এবং আদর্শ দম্পতী বলিয়া, অন্যের নিকট পরিচিত করিয়া দিতেন।

শীতকাল গত হইল— বসন্ত আসিয়া প্রকৃতি দেবীকে ফুল ফলে সজ্জিত করিল— গ্রীষ্মকাল তাঁহাকে নববেশ প্রদান

করিয়া প্রস্থান করিল— শরৎকাল নব কুমারে লুসি সুন্দরীর অঙ্ক-শোভা বর্দ্ধন করিল—জনক জননীর আনন্দের আর সীমা রহিল না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

বড় দিন।

—ঃ-০-ঃ—

পতিব্রতা লুসির সহবাসে ফ্রেড্‌রিক্ পরমসুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। তিনি ধৃত হইবার আশঙ্কা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছেন। প্রায় এক বৎসর হইল, তিনি সৈন্যদল পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু এপর্য্যন্ত কার্লাইল নগরে কোন ব্যক্তি, তাঁহাকে পলাতক ফ্রেড্‌রিক্ বলিয়া সন্দেহ করে নাই। কিন্তু লুসির আশঙ্কা দূর হইল না। তাঁহার মনে এই আশঙ্কা উদিত হইলেই, তিনি বিপদহারী ভগবানের নাম স্মরণ করিতেন। সমস্ত ভয় দূরে পলায়ন করিত—হৃদয়ে শান্তির রাজত্ব পুনঃ স্থাপিত হইত।

ক্রমে ক্রমে শরৎকাল অতীত হইল, শীত কাল উপস্থিত হইল। ফ্রেডি (ইংরাজী পদ্ধতিক্রমে পিতার নামানুসারে তাঁহার পুত্রের নাম রাখিয়া ছিলেন) শুক্লপক্ষের শশধরের ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। সন্তানের লালন পালনে অধিকাংশ সময় নিয়োজিত হওয়ায়, লুসির আয় হ্রাস হইয়া

আসিল। কিন্তু এদিকে ছাত্র সংখ্যার সহিত ফ্রেড্রিকের আয় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাঁহাদের উন্নতিতে কোমলস্বভাবা গৃহস্বামিনী অতিশয় প্রীত হইলেন।

কল্য বড় দিন——লুসি বড় দিনের সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করিয়া চা প্রস্তুত করিলেন। লুসি ও ফ্রেড্রিক্ চা পান করিতেছেন। ফ্রেডি দোলায় নিদ্রিত—বাতির সুস্নিগ্ধ আলোকে গৃহ আলোকিত হইয়াছে; এমন সময়ে গৃহস্বামিনী আসিয়া সংবাদ দিল, ফ্রেড্রিকের কোন ছাত্রের পিতা পড়িয়া-গিয়া কঠিন আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন—তাঁহারা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। পানান্তে ফ্রেড্রিক্ আহত ব্যক্তিকে দেখিতে গেলেন; দেখিলেন আঘাত গুরুতর নহে। বাটী প্রত্যাগমন কালে একটী সঙ্কীর্ণ পথের সংযোগ-স্থলে, দৈবক্রমে তাঁহার সহিত অপর এক জনের ধাক্কা লাগিল। উভয়ে একটু পশ্চাৎপদ হইয়া পরস্পরকে চিনিতে পারিলেন—ফ্রেড্রিক্ দেখিলেন, বিশ্বাসঘাতক বেট্স্; ফ্রেড্রিক্, ভয়ে ও বেট্স্ লজ্জায় নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। যেন ভীষণ ভূমিকম্প ফ্রেড্-রিকের সুখের অট্টালিকাকে বিচলিত করিল। ফ্রেড্রিকের পরিচ্ছদ দেখিয়া বেট্স্ বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি এখন সুখে কালযাপন করিতেছেন। ক্ষণকাল পরে বেট্স্ ফ্রেড্-রিকের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন 'ফ্রেড্ বোধ হয় আমার প্রতি তোমার বিদ্বেষ নাই।

ফ্রেড্রিক্। (সভয়ে) না, না।

বেট্স্। তোমার কথা শুনিয়া আমি সন্তুষ্ট হইলাম।

ফ্রেড্রিক। তুমি কার্লাইলে আসিয়াছ কেন?

বেট্‌স্। কোন গুরুতর কার্য্যে আসিয়াছি। কিন্তু এখানে বড় শীত বোধ হইতেছে—আমি তোমায় কয়েকটী কথা বলিব। নিকটেই কি তোমার বাস স্থান?

ফ্রেড্‌রিক্‌ মিথ্যা বলিতে বাধ্য হইয়া উত্তর দিলেন, না; আমি দুই দিনের জন্য এখানে আসিয়াছি। কিন্তু—আর

বেট্‌স্। আচ্ছা। তুমি যেখানে আপাততঃ আছ সেই খানেই যাই চল,— নতুবা এস এই হোটেলে যাই।

ফ্রেড্‌রিক্‌ হোটেলে গমন করিতেন না, কিন্তু পাছে বেট্‌স্ অসন্তুষ্ট হন এই ভয়ে তাঁহার সহিত হোটেলে প্রবেশ করিলেন। বেট্‌স্ মদ্য আনিতে আজ্ঞা দিলেন—মদ্য আসিল—তিনি মদ্য পান করিতে করিতে বলিলেন "ফ্রেড্‌ আমার কার্লাইলে আগমনের কারণ শুন। পনের ষোল মাস হইল, আমি ওকূলে পল্লীর পোষ্টমাষ্টার হইয়াছি। তুমি মমারিকে চিনিতে পার। সে এখন শপথ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে বলিতেছে যে, ওকূলে পোষ্টাফিস্ দিয়া কার্লাইলে তাহার কোন আত্মীয়ের নিকট পঞ্চাশ পাউণ্ডের নোট পাঠাইয়াছি, কিন্তু সে আত্মীয় নোট পায় নাই। নোটের সন্ধান করিতে না পারিলে আমি কর্ম্মচ্যুত হইব এবং অন্যান্য বিপদে পড়িব। তবে মমারির উক্ত আত্মীয় যদি ঐ টাকার কোন বন্দোবস্ত করেন, তাহা হইলে কোন গোলযোগ হইবে না। আমি তজ্জন্য কার্লাইলে তাঁহার নিকট আসিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি আমার প্রস্তাবে সম্মত নহেন। ভাই আমি এখন এই বিপদে পড়িয়াছি, এখন পঞ্চাশ পাউণ্ড কর্জ্জ দিলে তোমার প্রাচীন বন্ধু রক্ষা পায়।

ফ্রেড্‌রিক্‌ কৃপণ ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার পরম শত্রুকে বহু

কষ্টের সঞ্চিত ধন দিতে হইবে, চিন্তা করিয়া তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইল, তিনি বলিলেন "আচ্ছা তুমি যে পঞ্চাশ পাউণ্ড লইয়া আমায় ধরাইয়া দিবে না তাহার প্রমাণ কি ?"

বেটস্। না, না। আমি কি তাহা করিতে পারি ?

ফ্রেড্। আচ্ছা পূর্ব্বের কথা কি স্মরণ হয় ?

বেটস্। তখন আমার অবস্থা ভাল ছিল না, কাযেই লোভের আশায় তোমার অনিষ্ট করিয়াছিলাম। এখনএই পঞ্চাশ পাউণ্ড দিতে পারিলেই আমি নিশ্চিন্ত হইব, এবং চির কাল তোমার ঋণী হইয়া থাকিব।

ফ্রেড্। তুমি যদি ওকুলে গিয়া আমার বিষয় প্রকাশ না কর, আমি তোমায় আবশ্যকীয় অর্থ দিতে পারি।

বেটস্ নানাবিধ শপথ করিয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন ; ফ্রেড্রিক্ তাঁহাকে তথায় অপেক্ষা করিতে বলিয়া হোটেল হইতে বহির্গত হইলেন।

ফ্রেড্রিক্ কেমন করিয়া প্রিয়তমা লুসিকে এই অশুভ সংবাদ প্রদান করিবেন। প্রথমে তিনি লুসির সমক্ষে প্রকৃত ঘটনা গোপন করিয়া, অন্য কোন ছলে টাকা লইয়া আসিবেন মনে করিলেন ; কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার নিকট সমস্তই প্রকাশ করিবেন স্থির করিলেন——কারণ তাঁহাদের উভয়েরই এক প্রাণ একমন ;—লুসি যেমন তাঁহার সুখের ভাগিনী, তদ্রূপ তাঁহার দুঃখের ভাগিনী। ফ্রেড্রিক্ বাটী প্রবেশ করিবামাত্র লুসি হাসি হাসি মুখে আসিয়া স্বামীর মুখ মলিন দেখিলেন—— মনে করিলেন আহত ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া ফ্রেড্রিক্ প্রিয়পত্নী-সকাশে আদ্যোপান্ত বর্ণন

করিলেন। লুসির হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিল——তিনি অতি কষ্টে শোক সম্বরণ পূর্ব্বক স্বামীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, এবং হতাশ হইতে নিষেধ করিলেন। ফ্রেড্রিক্ লুসির দেবী প্রকৃতি দর্শনে বিমোহিত হইলেন এবং তাঁহাদের সমস্ত সঞ্চিত অর্থ লইয়া প্রিয়তমাকে আলিঙ্গন করিয়া বাটী হইতে নির্গত হইলেন।

বিশ্বাসঘাতক বেট্সের নিকট উপস্থিত হইয়া টাকা গণিয়া দিতে দিতে ফ্রেড্রিক্ বলিলেন "তোমায় এক বৎসরের পরিশ্রমের সঞ্চয় প্রদান করিলাম—তুমি যেন আমার সর্ব্বনাশ করিও না, শুদ্ধ আমার কেন?——" তাঁহার কথা শেষ হইল না—স্ত্রী পুত্রের কথা মনে পড়িল——তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়া আসিল।—তাঁহার চক্ষে জল আসিল——তিনি তাহা মুছিয়া ফেলিলেন এবং হোটেলের ভৃত্যকে ডাকিয়া বেট্সের ভোজন-ব্যয় প্রদান করিলেন।

বেট্স্ প্রফুল্লান্তঃকরণে পঞ্চাশটী মুদ্রা পকেটে ফেলিয়া বলিলেন, বোধ হয় তুমি ডেভিস্-তনয়া লুসির পাণি গ্রহণ করিয়াছ। ডেভিস তদবধি অতিশয় কোপনস্বভাব হইয়াছেন—

ফ্রেড্রিক্। আমি আর এখানে আসিতে পারিতেছি না, কিন্তু আর একবার তোমায় অনুরোধ করিতেছি যে, "আমাদের পরস্পরের সাক্ষাতের বিষয় যেন প্রকাশ না হয়।" বেট্স্ তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন এবং হস্ত কম্পন পূর্ব্বক ফ্রেড্রিক্ বিদায় প্রার্থনা করিলেন, বেট্স্ অনুসরণ করিতেছেন কিনা দেখিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তিনি

লুসিকে বেট্‌সের প্রতিজ্ঞার বিষয় বলিলেন, কিন্তু তাঁহারা কোন মতেই বেট্‌সের প্রতি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

পর দিবস বড় দিন। স্ত্রী পুরুষে উপাসনালয়ে গিয়া অকপটমনে ঈশ্বরের উপাসনা করিলেন, প্রার্থনান্তে বাটী আসিয়া উভয়ে ভোজন করিলেন। লুসি দুঃসহ মানসিক কষ্ট গোপন করিয়া হাসি হাসি মুখে স্বামীর মানসিক যন্ত্রণা নিবারণে যত্নবতী হইলেন, কিন্তু কোন ফলই হইল না। এই রূপে বড় সাধের দিন দুঃখে অতিবাহিত হইল।

এদিকে ফ্রেড্‌রিক্‌কে ধৃত করিবার জন্য দশ পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছে। দুরাচার বেট্‌স্‌ দশ পাউণ্ডের লোভে সমস্ত উপকার বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকে ধরাইয়া দিতে পারে, ফ্রেড্‌রিক্‌ ও লুসির মনে সততই এই চিন্তা উদিত হইল। তাঁহারা মনে করিলেন কার্লাইল পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন; কিন্তু দুরন্ত শীতকাল উপস্থিত——আবার বেট্‌স্‌ তাঁহাদের একেবারে নিঃসম্বল করিয়া গিয়াছেন— অন্যত্র গমন করিলে কোমলাঙ্গ সন্তানের অত্যন্ত কষ্ট হইবে। এইরূপে নানাবিধ চিন্তা করিয়া ফ্রেড্‌রিক্‌ স্থির করিলেন যে, ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া সেই স্থানেই বাস করিবেন। পতি-পরায়ণা লুসি তাহাতেই সম্মত হইলেন, কিন্তু বিপদাশঙ্কা ক্ষণকালের নিমিত্তও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল না। বিষম দুশ্চিন্তা তাঁহাদের শরীর শোষণ করিতে লাগিল। কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁহারা শীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়া পড়িলেন। ক্রমে ক্রমে দুই সপ্তাহ গত হইল। এপ্রকারে অধিক দিন জীবন ধারণ করা সুকঠিন বিবেচনা করিয়া, ফ্রেড্‌রিক্‌ অন্যত্র গমনে কৃতসংকল্প

হইলেন। লুসি যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। গৃহ-স্বামিনী বিবি হারিসন্ তাঁহাদের অকস্মাৎ কার্লাইল-পরিত্যাগ-বার্ত্তা শুনিয়া বিস্মিত ও দুঃখিত হইলেন। ফ্রেড্রিক্ রাত্রিতে তাঁহার ছাত্র গণের অভিভাবক দিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক পত্র লিখিলেন যে, বিশেষ কারণ বশতঃ তিনি বিদ্যালয় উঠাইয়া দিতে বাধ্য হইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে তিনি ছাত্রদিগকে বিবিধ উপদেশ প্রদান করিলেন, এবং তাহাদের হস্তে অভিভাবক গণের পত্র দিয়া বিদায় দিলেন। বালকেরা প্রস্থান করিলে ফ্রেড্রিক্ অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলেন না।

এখন সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হইয়াছে; বাটীভাড়া পরিশোধান্তে তাঁহাদের নিকট চারি পাউণ্ড রহিল। লুসি শিশুকে ক্রোড়ে লইলেন। ফ্রেড্রিক্ লুসির সহিত বাটী হইতে বহির্গত হইতেছেন——— দেখিলেন সার্জ্জেণ্ট ল্যাংলে দুইজন লোকের সহিত দ্রুতপদে আগমন করিতেছেন! ফ্রেড্রিক শিহরিয়া উঠিলেন— মৃদুস্বরে বলিলেন "লুসি উপস্থিত বিপদের জন্য প্রস্তুত হও।"

লুসি। প্রিয়তম ফ্রেড্রিক্ আমি বিপদে বিচলিত হইব না।

ফ্রেড্রিক্। তুমি যদি সহ্য করিতে পার আমিও পারিব।

কালান্তক যম সদৃশ সার্জ্জেণ্ট ল্যাংলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ফ্রেড্রিক্ তাঁহাকে বলিলেন "আমি আপনার বন্দী— আমি স্বয়ং আত্ম-সমর্পণ করিলাম।" ল্যাংলে আজ্ঞা দিলেন 'হাতকড়ি লাগাও।'

ফ্রেড্রিক্। আমায় এ অপমান করিবেন না আমি শপথ করিয়া বলিতেছি— আমি পলায়ন-চেষ্টা করিব না।

লুসি, শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া এবং জানু পাতিয়া সার্জ্জেণ্টকে এবিষয়ে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু পাষাণ-হৃদয় ল্যাংলে তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না; তিনি ফ্রেড্‌রিক্‌কে হাতকড়ী বদ্ধ করিয়া গাড়ীর আড্‌ডার দিকে লইয়া চলিলেন। লুসিও তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন; ল্যাংলে ফ্রেড্‌রিক্‌কে লইয়া একখানি গাড়ীতে উঠিলেন এবং লুসি নিজের ভাড়া দিতে স্বীকার করায় তাঁহাকেও সেই গাড়ীতে স্থান দেওয়া হইল। এই সময়ে ফ্রেড্‌রিকের গ্রেপ্তার সম্বাদ শুনিয়া তাঁহার জনৈক বন্ধু লুসির হস্তে পাঁচটী সভরেন দিয়া প্রস্থান করিলেন। গাড়ী বন্দী লইয়া পোর্টস্‌মাউথ্‌-অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

সৈনিক বিচারালয়।

—ঃ-০-ঃ—

পোর্টসমাউথে আসিয়া লুসি একখানি ঘর ভাড়া করিলেন। ফ্রেড্‌রিক্ কারারুদ্ধ হইয়া বিচার-প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার কারা-যন্ত্রণায় লুসির হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তিনি পুত্রের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত এবং স্বামীর অনুরোধে অসামান্য সহিষ্ণুতার সহিত দুর্ব্বিসহ ক্লেশ সহ্য করিতে লাগিলেন। কতিপয় দিবস গত হইলে লুসি শুনিলেন, শীঘ্রই তাঁহার হৃদয়েশ্বরের বিচার হইবে।

বিচার-দিবস উপস্থিত হইল। সৈনিক বিভাগের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীরা বিচারাসনে আসীন হইলেন। কাপ্তেন জেরাল্ডও একজন বিচারক ছিলেন। ফ্রেড্রিক্ তাঁহাদের সম্মুখে আনীত হইলেন। তিনি অপরাধী স্বীকার করিয়া লঘু দণ্ডের প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু কে তাহার কথায় কর্ণপাত করে? বিচারপতিগণ কিয়ৎক্ষণ পরামর্শ করিয়া আজ্ঞা-দিলেন, সৈনিককর্ম্ম হইতে পলায়নাপরাধে ফ্রেড্রিক্ লনস্‌ডেলের পাঁচশত কশাঘাত দণ্ড হইল। তৎক্ষণাৎ তিনি কারাগারে পুনঃ প্রেরিত হইলেন। লণ্ডনস্থ হর্সগার্ড এই রায় মঞ্জুর করিলেই ফ্রেড্রিকের দণ্ড হইবে।

রাত্রি নয়টা। কর্ণেল উইণ্ডহাম্ ব্যারাকমধ্যে স্বীয় কক্ষে বসিয়া মদ্যপান করিতেছেন। তাঁহার দুই পার্শ্বে দুইটী রমণী আসীনা। তিনি তাঁহাদের সহিত বিবিধ কথোপকথন করিতেছেন; এমন সময় জনৈক সৈনিক পুরুষ আসিয়া সংবাদ দিল যে,একটী যুবতী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।

উই। কে এমন সময় বিরক্ত করিতে আসিয়াছে?

সৈন্য। মহাশয়, সে আমায় নাম বলিল না, আমার বোধ হয় সে ফ্রেড্রিকের স্ত্রী।

উই। হাঁ হাঁ। আমায় জেরাল্ড রেড্‌বরণ বলিয়াছেন যে সে বড় সুন্দরী।

সৈন্য। হাঁ মহাশয়।

উই। তবে তাহাকে ডাকিয়া আন।

উইল্ডহাম রমণীদ্বয়ের অনুমতি লইয়া কক্ষান্তরে গমন করিলেন। লুসি তথায় অপেক্ষা করিতেছেন। শুভ্র আলোকে

তাঁহার অনুপম রূপ রাশি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে; উইগুহাম লুসির অসামান্য রূপলাবণ্য দর্শনে বিমোহিত হইলেন। তিনি লুসির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ' তুমি কে এবং কি প্রয়োজনে আসিয়াছ?

শোকাতুরা লুসি বলিলেন ' আমি হতভাগ্য ফেড্রিকের স্ত্রী '——কথা বলিতে বলিতে লুসির নয়নদ্বয় হইতে অশ্রু-বিগলিত হইতে লাগিল।

উই। তুমি তাহাকে হতভাগ্য বল? যে ইচ্ছা পূর্ব্বক দোষ করে, সে আবার হতভাগ্য কি?

লুসি। (অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে) সমস্ত ঘটনা জ্ঞাত থাকিলে ফেড্রিকের নিমিত্ত আপনার দুঃখ হইত।

উই। তুমি কি তাহার মধ্যস্থ হইয়া আসিয়াছ?

লুসি। (উইগুহামের পদতলে পতিত হইয়া) হাঁ মহাশয়? কঠোর দণ্ড শুনিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছে, আপনি সর্ব্বময় কর্ত্তা—একেবারে ক্ষমা প্রার্থনা বৃথা—অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার লঘু দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া, অভাগিনীর ক্লেশ দূর করুন।

(উই। লুসিকে উত্তোলন পূর্ব্বক) ঐ স্থানে বসিয়া যাহা বলিবার বল।

তাঁহার কথা শুনিয়া লুসির মনে আশার সঞ্চার হইল; তিনি কথা কহিতে গেলেন, কিন্তু কথা কহিতে পারিলেন না।

উই। তবে তুমি স্বামীকে বড় ভাল বাস?

লুসি। মহাশয়, জগতে তিনিই আমার মুখ্য সুখ। তাঁহার বিপদ হইলে আমি একমাত্র শিশু সন্তানকে অনাথ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।

উই। যদিও সে গুরুতর অপরাধে অপরাধী, আমি ইচ্ছা করিলে তাহার দণ্ড কমাইয়া দিতে পারি। কিন্তু তুমি কি তাহার দণ্ড কমাইবার জন্য সকলই করিতে পার?

লুসি। যদি তাঁহার একটী আঘাত কমাইতে শিশুটীকে ক্রোড়ে লইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হয়, তাহাতেও প্রস্তুত আছি।

অনন্তর কর্ণেল উইগুহামের কথাবার্ত্তা ও ভাব গতিক দেখিয়া লুসির মনে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি হতাশ হইয়া বলিলেন, মহাশয় যথেষ্ট হইয়াছে— আমার আর কোন প্রয়োজন নাই—আমি চলিলাম। এই কথা বলিয়া তিনি কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন। সিঁড়িতে আসিয়া দেখিলেন, জেরাল্ড তাঁহার পথ রোধ করিয়াছে, লুসি তাঁহাকে এক ধাক্কা মারিলেন— কাপ্তেন জেরাল্ড গড়াইতে গড়াইতে একেবারে নিম্নে আসিয়া পতিত হইলেন—বীর পুরুষ তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, ফেড্রিক্ ইহার প্রতিশোধ পাইবে— লুসি তাঁহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দ্রুতপদে সেনানিবেশ হইতে বহির্গত হইলেন।

লুসি গৃহে আসিয়া দেখিলেন, বালক তখনও নিদ্রিত রহিয়াছে। বালককে বক্ষে স্থাপন করিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় দিনে সংবাদ আসিল যে হর্স্‌গার্ড, সৈনিক বিচারালয়ের দণ্ডাজ্ঞা মঞ্জুর করিয়াছেন। ল্যাংলে এক্ষণে সার্জ্জেণ্ট-মেজর পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার অহঙ্কারের আর সীমা নাই—এদিকে নিষ্ঠুর কশাঘাতে হতভাগ্য

ফ্রেডরিকের মাংস চর্ম্ম গলিত হইবে— তাঁহার পক্ষে তদপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে?

পরদিন প্রত্যূষে সেনানিবেশ-প্রাঙ্গনে দুইজন বাদ্যকর বালক ল্যাংলের আদেশ ক্রমে ক্যাট ও নাইন-টেলজ্ (একটী দণ্ডের অগ্রভাগে নয়গাছি রজ্জুযুক্ত প্রহার যন্ত্র) লইয়া কাষ্ঠ চূর্ণ পূর্ণ বস্তুর উপর কশাঘাত অভ্যাস করিতে লাগিল— শাসনের ভয়েই তাহারা এই নিষ্ঠুর ব্রতে ব্রতী হইয়াছিল। জীবিত মনুষ্যকে এইরূপ কশাঘাত করিতে হইবে স্মরণ করিয়া, তাহাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। এমন সময়ে ল্যাংলে তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের কার্য্য-প্রণালীর প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং তাহাদিগকে এই নৃশংস কার্য্যের উপযোগী করিবার নিমিত্ত মদ্যপান করাইয়া দিলেন—তাহারা সুরাপান করিয়া বিমর্ষমনে আহার করিতে গমন করিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

কশাঘাত।

—ঃ-০-ঃ—

অর্দ্ধদণ্ডপরে, সেনানিবেশপ্রাঙ্গনে সৈন্য সজ্জিত হইল। মধ্যস্থলে ত্রিভুজ উত্থিত হইল। বার ফিট দীর্ঘ তিনটী কাষ্ঠ দণ্ড, ঊর্দ্ধভাগে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত করিয়া ত্রিভুজ যন্ত্র প্রস্তুত হয়; প্রতি দণ্ডের অধোভাগ পরস্পর হইতে এতদূর স্থাপিত যে, ত্রিভুজটী বিনাবলম্বনে দণ্ডায়মান থাকিতে পারে। নিকটেই অনেক গুলি ক্যাট পড়িয়া রহিয়াছে। এস্থলে ক্যাট যন্ত্রের

একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক, একটী কাষ্ঠদণ্ডে নয়গাছি চাবুক বদ্ধ আছে ; প্রতি চাবুক পঁচিশ ইঞ্চি লম্বা এবং পাঁচটী করিয়া গ্রন্থিযুক্ত। ত্রিভুজের নিকটেই এক কুঁজা জল ও একটী গ্ল্যাস রহিয়াছে। নৃশংস দণ্ড ভোগ করিতে করিতে হতভাগ্য অপরাধীর পিপাসা হইলে, এই জল দেওয়া হয়। ক্রমে ক্রমে কর্ণেল, মেজর প্রভৃতি উচ্চকর্ম্মচারীগণ অশ্বারোহণে উপস্থিত হইলেন। বাদ্যকরেরা ত্রিভুজের নিকট উপস্থিত হইল। সমস্ত আয়োজন সমাপ্ত হইলে জনৈক প্রহরী ফেড্‌রিক্‌কে আনয়ন করিল। ফেড্‌রিক্‌ এই নিষ্ঠুর দণ্ডভোগের নিমিত্ত শরীর মন প্রস্তুত করিয়াছেন। তিনি ত্রিভুজের নিকট উপস্থিত হইলে, তাঁহার স্কন্ধ হইতে কটী দেশ পর্য্যন্ত গাত্রাভরণ উন্মোচিত হইল। সার্জ্জেণ্ট ল্যাংলের আদেশক্রমে, তাঁহাকে ত্রিভুজ যন্ত্রে দৃঢ় বদ্ধ করা হইল। ক্ষণ মধ্যে চিকিৎসক উপস্থিত হইলেন এবং ঘাতক-বাদ্যকরদ্বয় ত্রিভুজের নিকট অগ্রসর হইল।

প্রথম বাদ্যকর ক্যাট লইলে, "তোমার কার্য্যকর" এই কথা বলিয়া ল্যাংলে কশাঘাত সংখ্যার নিমিত্ত একখানি খাতা ও একটী পেন্সিল বাহির করিলেন।

বাদ্যকর ক্যাট যন্ত্র উত্তোলন করিল, এবং মস্তকের উপর দুইবার ঘুরাইয়া ফেড্‌রিক্‌কে আঘাত করিল। তাঁহার পৃষ্ঠদেশে নয়টী দাগ হইল—সার্জ্জেণ্ট ল্যাংলে 'এক' বলিয়া উঠিলেন—দুঃসহ যন্ত্রণায় ফেডরিকের আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল—তিনি থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন—কিন্তু তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় একত্রিত—তিনি সম্পূর্ণ নিঃস্তব্ধ।

বাদ্যকর অগ্রসর হইয়া, দ্বিতীয় বার আঘাত করিল—ল্যাংলে 'দুই' বলিয়া চীৎকার করিলেন—কিন্তু ফ্রেডরিকের মুখে শব্দ নাই—কে যেন তাঁহার পৃষ্ঠে জ্বলন্ত অঙ্গার ঢালিয়া-দিল। পৃষ্ঠের দাগ গুলি গাঢ় লোহিত বর্ণ ধারণ করিল। তৃতীয় আঘাতে রক্ত-স্রোত প্রবাহিত হইল।—ফ্রেডরিকের শরীর আলোড়িত হইল—কিন্তু জিহ্বা কোন শব্দ উচ্চারণ করিল না। পঞ্চবিংশ আঘাতের পর ল্যাংলে চীৎকার করিয়া উঠিলেন 'সবুর'!

এখন আর ফ্রেডরিকের গাত্রে চর্ম্ম নাই—রুধির-স্রোতে পরিধেয় বসন আর্দ্র হইয়াছে—ভূতলে খণ্ড খণ্ড মাংস পতিত হইয়াছে। প্রতি আঘাত তাঁহার শিরায় শিরায় যেন উত্তপ্ত তৈল অথবা দ্রবীভূত লৌহ ঢালিয়া দিতেছে। চিকিৎসক আসিয়া তাঁহার নাড়ী দেখিলেন। পিপাসায় তাঁহার তালু শুষ্ক হইয়াছিল—জল পানে কথঞ্চিৎ তৃষ্ণা শান্তি হইল।

দ্বিতীয় বার বাদ্যকর নূতন ক্যাট লইয়া, এই লোমহর্ষণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল—প্রতিবার মাংস খণ্ড পতিত হইতে লাগিল—ল্যাংলে যথানিয়মে গণনা করিতে লাগিলেন।—ভীমরবে বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল—কিন্তু ফ্রেডরিকের মুখে তখনও শব্দ নাই—কোন চীৎকার নাই। পুনর্ব্বার পঞ্চবিংশ আঘাতের পর ল্যাংলে 'সবুর!' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

ভীষণ দৃশ্য দর্শনে বহুসংখ্যক সৈনিক পুরুষ মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সহচরগণের সাহায্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়া যথাস্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন। কর্ণেল অশ্বারোহণে

তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, "পুনরায় মূর্চ্ছিত হইলে তোমাদিগকেও ঐরূপ দণ্ড দিব।" কিন্তু লেপ্টেনাণ্ট হিথ-কোট ভিন্ন উচ্চকর্ম্মচারীরাই অসঙ্কুচিতভাবে এই লোমহর্ষণ ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

চিকিৎসক পুনরায় নাড়ী দেখিলেন—ফ্রেড্রিক্ পুনরায় জলপান করিলেন। প্রথম ঘাতক পুনরায় এই নৃশংস ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইল। বলা বাহুল্য, প্রতি আঘাতে ফ্রেড্রিকের যন্ত্রণা শত গুণ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এইরূপে তিনশত কশাঘাত শেষ হইল। যন্ত্রণায় ফ্রেড্রিক্ ত্রিভুজের উপর ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তথনও তিনি নিস্তব্ধ। তিনশত কশাঘাতের পর অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ কাল বিলম্ব করা হইল। কর্ণেল উইণ্ডহামের সমক্ষে চিকিৎসক কয়েক মিনিট ধরিয়া ফ্রেড্রিকের নাড়ী দেখিলেন। তখন ফ্রেড্রিক্ মৃদুস্বরে বলিলেন "আমি আরও সহ্য করিতে পারি, আপনারা একেবারেই ইচ্ছামত দণ্ড দিন।" বাদ্যকর দ্বয় এখন অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিল—সুতরাং অন্য দুইজন এই নিষ্ঠুর ব্রতে ব্রতী হইল। কশাঘাত চলিতে লাগিল—ফ্রেড্রিকের মস্তক ঝুলিয়া পড়িল— ক্রমে ক্রমে মূর্চ্ছা আসিয়া তাঁহাকে এই দুঃসহ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিল। হতভাগ্য ফ্রেড্রিকের এইরূপে পাঁচশত কশাঘাত পূর্ণ হইল— পৈশাচিক কার্য্য শেষ হইল ;— ফ্রেড্রিক্ মূর্চ্ছিতাবস্থায় হাঁসপাতালে প্রেরিত হইলেন সার্জ্জেণ্ট ল্যাংলে, কর্ণেল উইণ্ডহাম ও জেরাল্ড ফেড্বরণের আনন্দের আর সীমা রহিল না।

অভাগিনী লুসি এখন কি করিতেছেন? তিনি স্বামীর

দণ্ড-প্রাপ্তি-কালে গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিলেন ; জানু পাতিয়া ঈশ্বরোপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন, বলিতে লাগিলেন "হে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর আমার স্বামীকে এই দুঃসহ দণ্ডভোগের উপযোগী ক্ষমতা প্রদান করুন,—দণ্ডান্তে তাঁহাকে সত্বর সুস্থ করুন,—তাঁহার কর্ত্তৃপক্ষদিগের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার করুন।" জগতে যাঁহা অপেক্ষা প্রিয় ছিলনা, যাঁহার বিন্দুমাত্র ক্লেশ লাঘবার্থ লুসি জীবন বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত ; সেই ফ্রেড্রিক্ এখন নররাক্ষসের হস্তে নৃশংস যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন স্মরণ করিয়া, লুসির মর্ম-যাতনা উপস্থিত হইল—হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। এইরূপে দুই ঘণ্টা অতীত হইলে, জনৈক সৈনিক রমণী আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিলেন যে, ফ্রেড্রিক্ সহিষ্ণুতা সহকারে পূর্ণদণ্ড সহ্য করিয়াছেন ; এখন তাঁহার ক্ষতস্থান আরোগ্য করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

লুসি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন—সৈনিক রমণী প্রস্থান করিলেন। অনন্তর নিদ্রিত বালক বক্ষে করিয়া লুসি আক্ষেপ করিতে লাগিলেন " অজ্ঞান বালক, তোমার পিতা আজ যে যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, তোমার মাতার যে কষ্ট হইয়াছে, তাহা তুমি কি বুঝিবে? হে পরমেশ্বর, যখন তোমার সৃষ্ট জীবের প্রতি এই ঘোর অত্যাচার হইল, তখন তোমার বজ্র কোথায় ছিল? আমাদের সভ্যতায় ধিক্, ! আমরাই আবার খৃষ্টিয়ান বলিয়া জগতে অভিমান করি !" ক্রোধে লুসির হৃদয় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল—চক্ষু হইতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত হইতে লাগিল—জগৎ তাঁহার নিকট ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল—মানব চরিত্রে ঘোর সন্দেহ হইল—

চতুর্দ্দিকে ঘোর অত্যাচারের রাজত্ব দৃষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার বাসস্থান পোর্টস্‌মাউথে বহুসংখ্যক উপাসনালয় ছিল, প্রতি বেদী হইতে রবিবারে রবিবারে দয়া ও ক্ষমা শিক্ষা প্রদত্ত হইত, কিন্তু কোন ধর্ম্ম যাজকই এই পৈশাচিক কার্য্যের প্রতিবাদ করিলেন না। ক্রোধের পর বিষাদ-রাশি লুসির মনোমধ্যে প্রবেশ করিল,—তিনি আর শোকাবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পরে লুসি তাঁহার হৃদয়-সর্ব্বস্ব ফ্রেড্‌রিককে দেখিবার জন্য সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া সেনানিবেশে উপস্থিত হইলেন; তথায় শুনিলেন, ফ্রেড্‌রিকের আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু তিনি কয়েকদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন না; লুসি হতাশ হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, টেবিলের উপর একটি বাতি জ্বলিতে লাগিল। লুসি গভীর চিন্তা-সাগরে মগ্ন হইলেন। গৃহদ্বারে শব্দ হইল, কিন্তু তিনি শুনিতে পাইলেন না। ক্ষণ মধ্যেই দ্বার উন্মুক্ত হইল—লুসি চমকিত হইয়া দেখিলেন, দ্বার দেশে একজন পুরুষ দণ্ডায়মান, পুরুষ অগ্রসর হইলেন,—লুসি দেখিলেন তাঁহার পিতা উপস্থিত।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

সৈনিক-রমণী।

—ঃ-০-ঃ—

ডেভিস্ একখানি চেয়ারে উপবেশন করিয়া, লুসির দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু লুসির সন্তানকে দেখিয়াও দেখিলেন না। পিতার আচরণে লুসি অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলেন না।

ডেভিস্। লুসি তোমায় দেখিতে আসিলাম। তুমি কি কষ্টে পড়িয়াছ, দেখ।

লুসি। (চক্ষু মুছিয়া) আমি দরিদ্রতা গ্রাহ্য করি না, কষ্ট কি, তাহা এ পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই। আর যতদিন আমার ক্ষমতা আছে, ততদিন তাহা জানিবও না।

ডেভিস্। লুসি, তোমার স্বামী আজ——

লুসি। এখন আপনার এমন নিষ্ঠুর কথা বলা উচিত নয়।

ডেভিস্। তোমায় অবাধ্যতা ও বিবাহ-জনিত দুরবস্থা শুনিয়া, আমি তোমায় বাটী লইয়া যাইতে আসিয়াছি।

লুসি। আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না। যেখানে আমি স্বামীর নিকট থাকিতে পারি, সেই আমার বাটী।

ডেভিস্। তবে তুমি আমা অপেক্ষা তোমার স্বামীকে

ভাল বাস ? লুসি কোন উত্তর না করিয়া, শিশুর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। এখন বোধ হয় তোমার সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে ; আমার কথা শুনিলে তুমি আজ কত সুখে থাকিতে, উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর সহধর্ম্মিণী, এবং বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইতে !

লুসি। কিন্তু পিতঃ, আমি তাহাতে সুখী হইতাম না। যাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসি, তাঁহার সহবাসে পর্ণকুটীরে বাস করিতে পারি, কিন্তু যাঁহার প্রতি ভালবাসা নাই, তাঁহার সহিত সুশোভিত অট্টালিকাতে ও থাকিতে চাহি না।

ডেভিস্। লুসি, তুমি আমায় সমস্ত আশায় নৈরাশ করিয়াছ। এখনও যদি তুমি ফ্রেড্রিক্‌কে ত্যাগ করিয়া বাটী আস, আমি তোমায় ক্ষমা করিতে পারি। কিন্তু এখনও অবাধ্য হইলে একদিন তোমায় বিষম অনুতাপ করিতে হইবে। তাই তোমায় আরো একবার বাটী আসিতে অনুরোধ করিতেছি।

লুসি। যতই কেন কষ্ট হউক না, আমি ফ্রেড্রিক্‌কে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। তাঁহাকে বিবাহ করিয়া আমি কোন কষ্ট পাই নাই।

ডেভিস্ ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিলেন। তখন লুসি স্বীয় সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া পিতার সম্মুখে ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন, পিতঃ ! অন্ততঃ এই শিশুর প্রতি অনুগ্রহ করিয়া একটী কথা শ্রবণ করুন।

ডেভিস্। যাহাকে আমি সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণা করি, তাহার শিশুর প্রতি অনুগ্রহ !

লুসি। কিন্তু বালক আপনার দৌহিত্র।

ডেভিস্। বাটিতে এস, আমি শিশুকে দৌহিত্র বলিয়া স্বীকার করিব। আসিবে কি?

লুসি। না পিতঃ, আমি তাহা পারিব না।

ডেভিস্। তবে তোমায় অভিশাপ দিয়া চির দিনের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিলাম।

পিতা আমায় অভিশাপ দিয়াছেন, বলিয়া লুসি মুর্চ্ছিতা হইলেন; কিয়ৎকালপরে সংজ্ঞালাভ করিয়া দেখিলেন, পিতা চলিয়া গিয়াছেন, পুত্র ক্রন্দন করিতেছে। বস্তুতঃ পুত্রের রোদনেই তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইয়াছিল।

পরদিন প্রাতঃকালে সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া লুসি, সেনা-নিবেশে গমন করিলেন; তথায় শুনিলেন ফ্রেড্রিক্ পূর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ হইয়াছেন; এইরূপে তিনি প্রত্যহ স্বামীর সংবাদ লইতেন। দুই সপ্তাহ গত হইলে, লুসি স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। হে ঈশ্বর? ফ্রেড্রিকের কি পরিবর্ত্তনই হইয়াছে।—তিনি এখন বিবর্ণ ও কৃশ হইয়াছেন— নিষ্ঠুর কশাঘাত যেন তাঁহার তেজোরাশি দূরীকৃত করিয়াছে, লুসি দেখিয়া চমকিত হইলেন। ফ্রেড্রিক্ লুসিকে আলিঙ্গন করিয়া পুত্রের মুখচুম্বন করিলেন, লুসি স্বামী সকাশে পিতার আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন।

চিকিৎসালয়ে এইরূপ ছয় সপ্তাহ অতিবাহিত করিয়া, ফ্রেড্রিক্ স্বকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। লুসি এতদিন অহরহঃ পতি-চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত অর্থ প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছিল, সুতরাং অর্থোপার্জ্জন নিতান্ত আবশ্যকীয় হইয়া উঠিল। পোর্টস্মাউথ নগরে দর্জির নিকট হইতে

কার্য্য আনিলে পাঁচ পাউণ্ড জমা রাখিতে হয়। একটী অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়া লুসি পাঁচ পাউণ্ড সংগ্রহ করিলেন, এবং দর্জির দোকানে ঐ অর্থ জমা রাখিয়া কার্য্য আনিতে লাগিলেন। উত্তম উত্তম সূচী কার্য্য করিয়া লুসির আয় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। প্রত্যহ অবসরকালে, ফ্রেড্‌রিক্ বাসায় আসিয়া পত্নী ও পুত্রের সহিত কালযাপন করিতে লাগিলেন। পুনর্ব্বার তাঁহাদের মনে আশার সঞ্চার হইল, কিন্তু কোন ক্রমেই ফ্রেড্‌রিকের প্রতিহিংসানল নির্ব্বাপিতহইল না।

সময় অতীত হইতে লাগিল—মাস চলিয়া গেল—তাঁহাদের ক্ষুদ্র বাসস্থান, ক্রমে ক্রমে আনন্দের আবাসভূমি হইল। বালক ফ্রেড্‌রিক্, (পাঠক গণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, ইংরাজি পদ্ধতি অনুসারে ফ্রেড্‌রিকের পুত্রের নাম "ফ্রেড্‌রিক্" রাখা হইয়াছিল) শুক্ল পক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে ফ্রেড্‌রিক্ ও লুসি প্রফুল্লান্তঃকরণে একত্রে চা-পান করিতেন। তিনি সৈনিক বিভাগ হইতে প্রতি সপ্তাহে সার্দ্ধদশ পেন্স মাত্র প্রাপ্ত হইতেন। এই সামান্য অর্থ দিয়া তিনি পুস্তকালয় হইতে পুস্তক আনিতেন, এবং সায়ংকালে লুসির নিকট পাঠ করিতেন। কোন রূপে সংসারের সাহায্য করিতে পারিতেন না বলিয়া, ফ্রেড্‌রিক্ মধ্যে মধ্যে আক্ষেপ করিতেন, কিন্তু তাহাতে লুসি এতদূর দুঃখিত হইতেন যে, ফ্রেড্‌রিক্ এ বিষয়ে আর কোন কথা উত্থাপন করিতেন না। এদিকে সৈন্যদলে ফ্রেড্‌রিক্ এরূপ নিয়মিত কার্য্য করিতে লাগিলেন—যে বিপক্ষেরা তাঁহার প্রতি অত্যাচারের কোন সুযোগ প্রাপ্ত হইল না।

দেখিতে দেখিতে বড়দিন উপস্থিত হইল। গতবর্ষে এই বড়দিন হইতেই তাঁহাদের দুঃখের সূচনা হইয়াছিল। ফ্রেড্রিক বেলা একটার সময় সৈন্যদল হইতে ছুটী প্রাপ্ত হইয়া বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন। সে দিন লুসি স্বামীর নিমিত্ত উপাদেয় আহার প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ভোজনের পর তাঁহারা পরমসুখে বায়ু-সেবনে বহির্গত হইলেন।

সন্ধ্যাকালে বিদায়-গ্রহণ-কালে, ফ্রেড্রিক্ লুসিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "প্রিয়তম, তুমি বোধ হয় আমায় মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত বিমর্ষ দেখিয়াছ; আমি যে অত্যাচার সহ্য করিয়াছি, সহজে তাহা বিস্মৃত হওয়া যায় না। কিন্তু অদ্য আমি যে অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিলাম, তাহাতে আমার মনের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। প্রিয়তমে? তবে এখন আসি।" লুসি স্বামীকে চুম্বন করিয়া বিদায় দান করিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

ঘটনা-পরিবর্ত্তন।

—:-০-:—

তিনমাস গত হইল। দিন দিন ফ্রেড্রিকের স্বাস্থ্যোন্নতি হইতে লাগিল। কিন্তু মধ্যে মধ্যে তিনি ফুসফুস্-যন্ত্রে বেদনা অনুভব করিতেন। নিষ্ঠুর কশাঘাতই তাঁহার বেদনার কারণ। ক্রমে ক্রমে তাঁহার অন্তঃকরণ পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল, তদ্দর্শনে লুসির আনন্দের আর সীমা রহিল না

একদিবস লুসি ফ্রেডিকে ক্রোড়ে লইয়া, দর্জ্জির দোকান হইতে কার্য্য আনয়ন করিতেছেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে জেরাল্ড রেড্বরণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। দুর্ব্বৃত্ত জেরাল্ড অসহায়া রমণীর পথরোধ করিয়া বলিলেন "লুসি, অনেক দিন পর তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইল, এখন তোমার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হইয়াছে।" লুসি কোন কথা না কহিয়া পার্শ্বদেশ দিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন;—জেরাল্ড একবার চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিলেন—দেখিলেন, পথে জনপ্রাণী নাই।—দুরাত্মা অবসর বুঝিয়া পতিব্রতা লুসির হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন "লুসি, এখনও কি তুমি সেই সৈনিক পুরুষের সহিত বাস করিতে চাও! আমার সঙ্গে এস-তোমার সমস্ত কষ্ট দূর হইবে।" লুসি সক্রোধে উত্তর করিলেন "আমার হাত ছাড়িয়া দিন!" বলিয়া, দুরাত্মার হস্ত হইতে পরিত্রাণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জেরাল্ড বলিলেন "লুসি, তাহা হইবেনা। তুমি জান, আমি তোমায় কত দিন হইতে ভাল বাসিতেছি। আমি এখন তোমার সহিত কয়েকটী কথা কহিব।"

লুসি বল পূর্ব্বক হস্তোম্মোচন করিয়া গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন; ফ্রেডি ভয়ে চীৎকার করিতে লাগিল। গৃহ প্রবেশের বহুক্ষণ পরে লুসি প্রকৃতিস্থ হইলেন। কিন্তু পাছে ফ্রেড্রিক্ ইহার প্রতিশোধ লইতে গিয়া বিপদে পতিত হন এই ভয়ে তিনি এ ঘটনাটী প্রকাশ করিতে পারিলেন না—অন্তরের রাগ অন্তরেই রহিয়া গেল। এদিকে দুরাচার জেরাল্ড লুসির বাসস্থান দেখিয়া প্রস্থান করিলেন।

প্যারেড শেষ হইলে, জেরাল্ড সাধারণ পরিচ্ছদ পরিধান

করিয়া ফ্রেড্‌রিকের বাসগৃহে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আহ্বানে গৃহস্বামিনী দ্বার খুলিয়া দিল। জেরাল্ড তাহাকে পাঁচ-শিলিং পুরস্কার করায় সে বলিল "ফ্রেড্‌রিক্ বাসায় নাই।" জেরাল্ড লুসির কক্ষে উঠিয়া গেলেন। লুসির চরিত্র সম্বন্ধে গৃহস্বামিনীর সন্দেহ জন্মিল।

জেরাল্ড লুসির গৃহদ্বারে ধীরে শব্দ করিলেন। লুসি, গৃহস্বামিনী আসিয়াছেন মনে করিয়া, বলিলেন 'এস।' জেরাল্ড গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, লুসি চমকিত হইয়া উঠিলেন—ক্রোধে তাঁহার সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। জেরাল্ড দ্বার রুদ্ধ করিয়া বলিলেন "লুসি, তুমি অধীর হইওনা; আমি তোমায় কয়েকটী কথা বলিতে আসিয়াছি।"

লুসি। মিঃ রেডবরণ্, আমি এখানে কোন গোলমাল করিতে চাহি না। কিন্তু আপনি আমায় দুশ্চরিত্রা মনে করিবেন না। কলঙ্কভার লইয়া জীবন ধারণ করা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল। আমি বলিতেছি, আপনি এখনই প্রস্থান করুণ।

জেরাল্ড। লুসি, ইহা কি সম্ভব?

লুসি। মহাশয়, এখনই প্রস্থান করুন, নতুবা আমি চীৎকার করিয়া বাটীর সমস্ত লোক একত্রিত করিব।

জেরাল্ড। লুসি, তুমি সামান্য সৈনিকের যোগ্যা নহ—'আর না' বলিয়া লুসি বল পূর্ব্বক দ্বার উদ্ঘাটিত করিলেন এবং সাহায্য প্রাপ্তির নিমিত্ত চীৎকার করিতে লাগিলেন।

মুহূর্ত্তমধ্যে ফ্রেড্‌রিক্ উপস্থিত হইয়া সমস্ত ঘটনা বুঝিতে পারিলেন। তিনি ক্রোধোন্মত্ত হইয়া বলিলেন "এখন—

তুমি বাহির হও; নতুবা আমি তোমার উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী বলিয়া গ্রাহ্য করিব না, পদাঘাতে বাটী হইতে তাড়াইয়া দিব।"

জেরাল্ড। তুই জানিস্, কাহার সহিত কথা কহিতেছিস্!

ফে ড্রিক্। হাঁ, একজন ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানশূন্য পাষণ্ডের সহিত।

অনন্তর মুষ্টি উত্তোলন পূর্ব্বক বলিলেন "এখনই যাও, নচেৎ আমি ধৈর্য্যচ্যুত হইব।"

জেরাল্ড, প্রহার-ভয়ে পলায়ন করিলেন। গৃহস্বামিনীর সন্দেহ দূর হইল।

জেরাল্ডের প্রস্থানের পর, লুসি ফে্ড্রিকের নিকট আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন। ফে্ডরিকের প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি প্রজ্বলিত হইল, লুসি তাঁহাকে বারম্বার সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। এই ঘটনার কয়েক দিন পরে লুসি ফে্ড্রিক্‌কে বলিলেন "প্রিয়তম, এখন তোমায় সর্ব্বদা অসুখী দেখি কেন?"

ফে্ড্রিক্। লুসি আমি তোমার নিকট মনোদুঃখ গোপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু আর পারিলাম না।

লুসি। কেন, তোমার কি হইয়াছে?

ফে্ড্রিক্। প্রিয়তমে, সৈন্যদলে আমি নরক-ভোগ করিতেছি। পাপিষ্ঠ জেরাল্ড আমার প্রতি অসহ্য অত্যাচার করিতেছে। আমি আর সহ্য করিতে পারি না,—বোধ হয় শীঘ্রই আমি উন্মাদ-রোগ-গ্রস্ত হইব।

লুসি। ফে্ড্রিক্ তুমি অধীর হইও না।

ফেড্রিক্। লুসি, তুমিত দেবী! কিন্তু দেবগণও

আর আমায় সহিষ্ণুতা শিক্ষা দিতে পরেন না। সেই ভীষণ দণ্ডের পর, আমাদের সমস্ত দুঃখের মুল বেট্‌সের বিশ্বাস-ঘাতকতার প্রতিশোধ দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমার অপূর্ব্ব প্রণয়-প্রভাব ও মধুমাখা হাসি সে চিন্তা দূর করিয়া দিল। তার পর জেরাল্ডের অত্যাচার—এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার উপায় নাই; কারণ, যে কর্ণেলের নিকট অভিযোগ করিব, তিনি জেরাল্ডের পরম বন্ধু।

সৈন্যদলে অসহায় ফ্রেডরিকের উপর অত্যাচার ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। লুসি স্বামীকে দিন দিন অধিকতর বিষণ্ণ দেখিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। লুসির ভাবান্তর দেখিয়া ফ্রেড্‌রিক্‌ বলিলেন "লুসি, তুমি বড় অসুখী।"

লুসি। নাথ? তুমি আবার আমা অপেক্ষা অসুখী। এই কথা বলিয়া লুসি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

ফ্রেড্‌রিক্‌। লুসি, তুমি কেঁদনা। তোমার চক্ষে জল দেখিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

লুসি। আমরা এখন কি করি! তুমি এরূপ ভাবে অধিক দিন থাকিতে পারিবে না। অত্যাচার বিন্দু বিন্দু করিয়া তোমার জীবনী শক্তি হ্রাস করিতেছে।

ফ্রেডরিক্‌। লুসি, তুমি সত্য কথাই বলিয়াছ। গত কয়েক মাসে আমি যে যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছি, জীবিত মনুষ্য তাহা পারে না। যদি আমার বিবাহ না হইত—যদি তোমার মোহিনী মূর্ত্তি সর্ব্বদা হৃদয়-মধ্যে জাগরূক না থাকিত—আমি বহুদিন পূর্ব্বে নর পিশাচ জেরাল্ডকে প্রহার করিতাম। প্রিয় লুসি; আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি যে, কোন না কোন দিন

একেবারে হতাশ হইয়া তাহাকে প্রহার করিব, কিন্তু উচ্চ কর্ম্মচারীকে প্রহার করার দণ্ড—প্রাণদণ্ড।

লুসি শিহরিয়া উঠিলেন, এবং কাতরস্বরে বলিলেন "তুমি শীঘ্র কোন উপায় কর।"

ফে্রড্রিক্। লুসি, জেরাল্ডকে প্রহার করিলে, আমার মৃত্যু নিশ্চয়। তদপেক্ষা পলায়ন ভাল।

লুসি উপায়ান্তর না দেখিয়া পলায়নে স্বীকৃত হইলেন। এবার তাঁহারা লণ্ডনে পলায়ন স্থির করিলেন ; কারণ, বহু-জন-পূর্ণ লণ্ডন নগরে কেহই সহজে তাঁহাদের সন্ধান করিতে পারিবে না।

পরদিন লুসি পলায়নের সমস্ত আয়োজন করিলেন। অপরাহ্নে ফ্রেড্রিক্ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি পুনরায় সেনানিবেশে গমন করিলেন। লুসি তৎক্ষণাৎ ফ্রেডিকে ক্রোড়ে করিয়া, পোর্টস্মাউথ-বন্দরে নৌকারোহণ করিলেন—একজন কুলি তাঁহার দ্রব্যাদি নৌকায় তুলিয়া দিল। ক্ষণমধ্যে তিনি পরপারে গস্পোর্ট নগরে অবতরণ করিয়া, নিকটস্থ হোটেলে গমন করিলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে ফ্রেড্রিক্ হোটেলে আসিয়া মিলিত হইলেন। ক্ষণমধ্যে তাঁহারা সাধারণ পরিচ্ছদ লইয়া প্রস্থান করিলেন। এদিকে লুসি ষ্টেসনে গিয়া ডাকগাড়ীর দুইটি আসন ভাড়া করিলেন, বালক ফ্রেডির ভাড়া লাগিল না। ইতিমধ্যে ফ্রেড্রিক্ সমুদ্রোপকূলে কোন নিভৃত স্থানে গমন পূর্ব্বক সৈনিক-বেশ ত্যাগ করিয়া, সাধারণ পরিচ্ছদ ধারণ করিলেন এবং পরিত্যক্ত সৈনিক পরিচ্ছদে একখণ্ড প্রস্তর বন্ধন করিয়া

জলধিজলে নিক্ষেপ করিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ফ্রেড্রিক্, স্ত্রী-পুত্র সমভিব্যাহারে ডাকগাড়ীতে আরোহণ করিলেন। পরদিন বেলা সাতটার সময় তাঁহারা লণ্ডনে উপস্থিত হইলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

পলাতকের শ্রীবৃদ্ধি।

আমাদের নায়ক নায়িকা কার্লাইল নগরে যে ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, লণ্ডনে প্রায় সেইভাব অবলম্বন করিলেন। ফ্রেড্রিক্, রবিন্‌সন্ নাম ধারণ পূর্ব্বক একটী ক্ষুদ্র বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন, এবং লুসি ভদ্র পরিবার বর্গের নিকট হইতে বস্ত্রাদি আনয়ন করিয়া সূচী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। নূতন সংসার স্থাপন করিতে তাঁহাদের পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল বটে, কিন্তু কোন অর্থ নষ্ট হয় নাই। ছাত্রদিগের অভিভাবকবর্গ ফ্রেড্রিকের সদ্ব্যবহারে প্রীতি লাভ করিলেন, এবং স্থানীয় ভদ্র মহিলাগণ লুসির সৌন্দর্য্য ও বিনয়ে মোহিত হইলেন। প্রথমে, তাঁহারা নিতান্ত প্রয়োজন না থাকিলে বাটী হইতে বহির্গত হইতেন না; কারণ, ফ্রেড্রিক্ সংবাদ পত্রে দেখিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে ধৃত করণার্থ বিংশতি পাউণ্ড পারিতোষিক প্রচারিত হইয়াছে এবং তাঁহার অবয়বের একটী সূক্ষ্ম বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। ফ্রেড্রিক্ সৈন্যদল

পরিত্যাগ-কালে ক্ষুদ্র কেশ ও শ্মশ্রু-যুক্ত ছিলেন—লণ্ডনে পৌঁছিয়াই তিনি শ্মশ্রু-হীন হইলেন, এবং কয়েক দিনের মধ্যে তাঁহার ক্ষুদ্র কেশ রাজি বর্দ্ধিত হইল। সুতরাং বিজ্ঞাপিত বর্ণনার সহিত তাঁহার আকৃতির সৌসাদৃশ্য রহিল না। অধিকন্তু যাঁহাদের সহিত এরূপ বিজ্ঞাপনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, তাঁহারা এ দিকে দৃষ্টিপাত করেন না; সুতরাং ফ্রেড্রিক্ দম্পতীর প্রতি কাহারও সন্দেহ হইল না।

অবিশ্রান্তভাবে কালস্রোত প্রবাহিত হইতেছে— সপ্তাহ সমূহ মাসে পরিণত হইতেছে— মাসগুলি আবার বৎসর বৃদ্ধি করিতেছে। ফ্রেড্রিকের দ্বিতীয় পলায়ন হইতে, এইরূপে তিন বৎসর গত হইল। এখন ফ্রেড্রিকের বয়স অষ্টবিংশতি বর্ষ এবং লুসির বয়স ষড়্বিংশতি— এখন তাঁহার রূপ মাধুরীর পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। বালক ফ্রেড্রিকের বয়স এখন প্রায় পঞ্চবর্ষ। তাঁহাদের অর্থের অপ্রতুল নাই। ফ্রেড্রিকের বিদ্যালয়ে বহুসংখ্যক ছাত্র পাঠ করিতেছে। তিনি মধ্যে মধ্যে লুসিকে বলিতেন "প্রিয়তমে, পোর্টস্মাউথে তুমিই সংসার চালাইয়াছ, আমি কিছুই করিতে পারি নাই। কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে আমার আয় বৃদ্ধি হইয়াছে, অতএব, তোমার অধিক পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন নাই।"

ছয় বৎসর হইল লুসি, ও ফ্রেড্রিকের বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও তাঁহাদের মনান্তর হয় নাই। উভয়ের একই চিন্তা— একই রুচি। লুসির, যে আনন্দ অনুভব করিবার সুযোগ নাই, ফ্রেড্রিক্ তাহাতে যোগদান করিতেন না। দুইজনে ফ্রেড্ডিকে লইয়া মধ্যে মধ্যে

বায়ুসেবনে বহির্গত হইতেন; সন্ধ্যাকালে, ফ্রেড রিক্, পুস্তক পাঠ করিয়া লুসিকে শুনাইতেন; কিম্বা লুসি, ফ্রেডির শিক্ষা-কার্য্যে নিযুক্তা হইতেন। এইরূপে নির্ব্বিঘ্নে তাঁহাদের সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল।

তাঁহাদের লণ্ডন-বাসের তিন বৎসর পরে একদিন ফ্রেড্-রিক্ কোন প্রয়োজন বশতঃ অন্ডর গ্রেট্ ষ্ট্রীটে গমন করিয়া ছিলেন, তিনি লণ্ডন জেনারল পোষ্টাফিসের মধ্য দিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সময় কোন বিস্ময়সূচক শব্দ তাঁহার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিল। তিনি ফিরিয়া দেখিলেন, বিশ্বাসঘাতক বেট্‌স্। সেই নরপিশাচকে দেখিয়া ফ্রেড্‌রিক্ ভীত ও চমকিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ফ্রেড্‌রিক্ বলিলেন "আমি অনুমান করি, তুমি আমার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা করিতেছ, কিন্তু এখানে কোন কথা হইতে পারে না। আর আমার নাম ধরিয়া না ডাকিলে, তোমার সুবিধা হইতে পারে।"

বেট্‌স্। তবে আমি তোমার সঙ্গে যাই চল।

তাঁহারা পোষ্টাফিস্ অতিক্রম করিলেন; এক হোটেলের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ফ্রেড্‌রিক্ দণ্ডায়মান হইলেন।

বেট্‌স্। না তাহা হইবে না! আমি তোমার বাটীতে যাইব।

ফ্রেড্‌রিক্। বাটীতে যাহা বলিবে, এখানেই তাহা বল না কেন?

বেট্‌স্। না। এবার তোমার অবস্থানুযায়ী টাকা আদায় করিব। কার্লাইল নগরে তুমি আমায় বড় প্রতারিত করি-

য়াছ। তুমি আমায় দ্বিগুণ অর্থ দিতে পারিতে? তুমি আমায় দায় উদ্ধারের জন্য কেবল পঞ্চাশ পাউণ্ড দিয়াছিলে, কিন্তু আমায় এক গিনি পাথেয় দিলে না। তজ্জন্যইত তোমায় ধরাইয়া দিলাম।

ফ্রেড্রিক্। তুমি যে ঘোর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছ, তাহা গোপন করিবার জন্যই এই ছল করিতেছ।

বেট্স্। এখানে এরূপ কলহ করিয়া যদি জনতা কর, সে দোষ তোমার। এখনও বলিতেছি তুমি অগ্রসর হও। নতুবা তোমায় ধরাইয়া দিব।

হোটেল হইতে একজন কনষ্টেবল তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি ধরাইয়া দিবে?" ফ্রেড্রিক্ বেট্সকে ধীরে ধীরে বলিলেন, 'আমার সঙ্গে এস।' বেট্স্ কনষ্টেবলকে বলিলেন 'আমরা দুইজনে কথোপকথন করিতেছি, ধরাইয়া দিবার কোন কথা হয় নাই।'

কনষ্টেবল একদিকে প্রস্থান করিল। তাঁহারা ফ্রেড্রিকের গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে বেট্স্ বলিলেন "ফ্রেড্রিক্, তোমার সহিত আশ্চর্য্যরূপে সাক্ষাৎ হইয়াছে। আবার আমি পোর্টাফিসের হাঙ্গামায় পড়িয়া লণ্ডনে কর্ত্তৃপক্ষ দিগের সহিত মীমাংসা করিতে আসিয়াছি। গ্রাম শুদ্ধ লোকে, আমার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। কিন্তু তোমার ন্যায় বন্ধু থাকিতে আমি কিছুই গ্রাহ্য করি না।"

ফ্রেড্রিক্ কথা কহিলেন না। বেট্স্ পুনর্ব্বার বলিলেন "তোমার চিন্তিত হইবার প্রয়োজন নাই। কারণ, এবার যদি

আমার সহিত অসদ্ব্যবহার না কর, আমি তোমার অনিষ্ট করিব না, বাস্তবিক তোমার কশাঘাতের সংবাদ পাইয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলাম———”

ক্রোধে ফে্রডরিকের চক্ষু রক্ত বর্ণ হইল। তিনি বলিলেন “পিশাচ এখনও আমার পৃষ্ঠে দাগ রহিয়াছে। তুমিই আমার শাস্তির কারণ।”

বেট্স্ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন “আমি আর ও কথা বলিব না।”

ফে্রডরিক্ বেট্সের সহিত বাটীতে উপস্থিত হইলেন। বিশ্বাসঘাতক বেট্স্‌কে দেখিয়া লুসির প্রাণ চমকিত হইল। ভয়ে তিনি কোন কথা কহিতে পারিলেন না, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া, স্বামী ও বেট্স্‌কে উপরের বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন। বালক ফে্রডি দাসীর সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল।

বেট্স্ বৈঠকখানায় আসিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে ফ্রেডরিক্ লুসির কাণে কাণে বলিলেন “আমায় সৈন্যদলে গিয়া কশাঘাত সহ্য করিতে হয় সেও ভাল, তথাপি আমরা এই দুরাত্মাকে আমাদের বহু কষ্টের সঞ্চিত ধন প্রদান করিব না।”

বেট্স্। আমি উপস্থিত থাকিতে তোমাদের চুপি চুপি কথা কহা ভাল দেখায় না।

ফ্রেডরিক্। জান বেট্স্, আমার বাটীতে তুমি বসিয়া আছ, পুনর্ব্বার ওরূপ কথা কহিলে তোমায় পদাঘাতে দূর করিয়া দিব!

লুসি মৃদুস্বরে ফ্রেডরিক্‌কে বলিলেন "তুমি ইহাকে রাগান্বিত করিও না। তাহাতে কোন ফল হইবে না।"

বেট্‌স্‌। ফ্রেডরিক্‌ তুমি আমায় ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কার্য্য সাধন করিতে চাও? কিন্তু তাহা হইবে না।

ফ্রেডরিক্‌। তুমি কি চাও? অবশ্য টাকা চাও—কত টাকা বল?

বেট্‌স্‌। তোমার গৃহ সজ্জা দেখিয়া বোধ হয়, তোমার বার্ষিক আয় দুই শত পাউণ্ড। "আমায় দুইশত পাউণ্ড দিলে তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকিবে।"

কিন্তু ফ্রেডরিকের নিকট একশত পাউণ্ডের অধিক ছিল না। তাঁহার প্রতিজ্ঞা—বরং তিনি সৈন্যদলে কশাঘাতে প্রাণত্যাগ করিবেন, তথাপি দুর্ব্বৃত্ত বেট্‌স্‌কে সঞ্চিত ধন দিয়া স্ত্রী পুত্র কে নিঃস্ব করিবেন না। কিন্তু লুসি তাঁহাকে এই প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল যে, বেট্‌স্‌ ফ্রেডরিক্‌কে ধরাইয়া দিবে না; তৎপরিবর্ত্তে আপাততঃ পঞ্চাশ পাউণ্ড এবং বার্ষিক বিংশতি পাউণ্ড প্রাপ্ত হইবেন। লুসি অর্থানয়নার্থে গৃহান্তরে গমন করিলেন।

এই সময়ে বেট্‌স্‌ বলিলেন 'ফ্রেডরিক্‌' ওকৃলের কোন সম্বাদ পাও নাই?

ফ্রেডরিক্‌। না। আচ্ছা মিঃ ডেভিসের এখন কি অবস্থা হইয়াছে?

বেট্‌স্‌। তোমরা শুন নাই? দেড় বৎসর হইল, মিঃ ডেভিস্‌ ডাক্তার কলিসিম্বের কন্যা কিটিকে বিবাহ করিয়াছেন। কিন্তু

কিটী বড় অপরিমিতব্যয়ী, সুতরাং ডেভিস্ এ বিবাহে সুখী হইতে পারেন নাই।"

ইতি মধ্যে লুসি অর্থ লইয়া উপস্থিত হইলেন। ফেড্রিক্ ডেভিসের কথা বন্ধ করিয়া টেবিলের উপর পাউণ্ড গুলি গণিয়া দিলেন। বেট্স্ প্রফুল্লান্তঃকরণে পঞ্চাশটী পাউণ্ড পকেটে রাখিয়া দিলেন।

ফেড্রিক্। আমি তোমায় প্রতিজ্ঞা পালন করিতে অনুরোধ করি না। কারণ আমি বিলক্ষণ জানি যে, যতক্ষণ তোমার স্বার্থ আছে, ততক্ষণ তুমি আমায় প্রতারিত করিবে না। আমায় ধৃত করাইলে, তুমি বিংশতি পাউণ্ড পুরস্কার পাইবে, কিন্তু তাহা না করিলে আমার নিকট বার্ষিক বিংশতি পাউণ্ড পাইবে। তুমি এখন বুঝিয়া দেখ, কোন্টী অধিক লাভের?

তোমার কথা ঠিক্ থাকিলে, আমার কথা ঠিক্ থাকিবে, এই কথা বলিয়া বেট্স্ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বেট্সের প্রস্থানের পর ফেড্রিক্ ও লুসি কিয়ৎ পরিমাণে শান্তি অনুভব করিলেন! কিন্তু আর প্রতারককে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাঁহারা লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া ফ্রান্স যাইতে মনস্থ করিলেন। কারণ, ফরাসি রাজ্যে ফেড্রিক্ সম্পূর্ণ নিরাপদ। অনন্তর ফেড্রিক্, লুসিকে তাঁহার পিতার বিবাহ-সংবাদ প্রদান করিলেন, কিন্তু বিবাহ করিয়া ডেভিস্‌কে যে অনুতাপ করিতে হইতেছে, তাহা প্রকাশ করিলেন না। লুসি বলিলেন "পিতা বিবাহ করিয়া সুখী হইলেই আমি সুখী।"

আশাপূর্ণহৃদয়ে তাঁহারা ফ্রান্স-যাত্রার আয়োজন করিলেন। ফ্রেড্রিক্ পূর্ব্বের ন্যায় সদুপদেশ প্রদান পূর্ব্বক ছাত্রগণকে বিদায় দান করিলেন। তাঁহাদের ইংলণ্ড পরিত্যাগ শ্রবণে বন্ধু বান্ধবেরা অতিশয় দুঃখিত হইলেন। প্রস্থান কালে ফ্রেড্রিক্ ও লুসির আশঙ্কা হইল যে, হয় ত কার্লাইলের ন্যায় আকস্মিক বিপদ হইবে, কিন্তু বিপদহারী ভগবান্ তাঁহাদের রক্ষা করিলেন। তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে ফ্রান্সের বন্দর—ক্যালে নগরে উপস্থিত হইয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

দয়ালু দম্পতী।

—ঃ-※-ঃ—

"যাঁহারা স্বকীয় পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, ঈশ্বর তাঁহাদের সহায়" এই মহাজনবাক্যে নির্ভর করিয়া, ফ্রেড্রিক্ ও লুসি ক্যালে নগরে অবস্থিতি করিলেন। বাণিজ্য বিষয়ে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকায়, বহুসংখ্যক ইংরাজ ক্যালে নগরে বাস করিতেন; কিন্তু তাঁহাদের সন্তান সন্ততির ইংরাজী শিক্ষার কোন উপায় ছিল না, এদিকে অনেক ফরাসিও বাণিজ্যের সৌকর্য্যার্থ ইংরাজী শিখিতে

ইচ্ছুক ছিলেন। সুতরাং ফ্রেডরিক্ 'রবিনসন' নাম ধারণ পূর্ব্বক বিদ্যালয় স্থাপন করায় অল্পদিনের মধ্যেই বহুসংখ্যক ছাত্র নিযুক্ত হইল। ফ্রেডরিকের ও আয়ের সংস্থান হইল; ফরাসি রাজ্যে নিঃসন্দেহে পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। লুসি স্বামীর অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক পিতাকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিলেন।ঃ—

"ক্যালে, ১৭ই ডিসেম্বর, ১৮৩৪।

"মহাশয়,

অনেক দিনের পর আমার হস্ত লিপি দেখিয়া, আপনি বোধ হয় অসন্তুষ্ট হইবেন না। আমরা ক্যালে নগরে পরমসুখে বাস করিতেছি। সম্প্রতি শুনিলাম, আপনি বিবাহ করিয়াছেন। বিমাতাকে আমার প্রণাম জানাইবেন। অনুগ্রহ পূর্ব্বক শীঘ্র আপনার কুশল সংবাদ প্রেরণ করিবেন। বড়দিন নিকটবর্ত্তী হইল। এখন আমাদের আর মনোমালিন্য থাকা উচিত নয়। আপনি কি এই বড়দিনের সময় আমার স্বামীর প্রতি প্রসন্ন হইবেন না?

আপনার স্নেহাকাঙ্ক্ষিণী তনয়া

লুসি।

পুনশ্চ— আপনি "বিবি রবিন্‌সন্" নামে আমায় চিঠি লিখিবেন।"

পত্র প্রেরণের দুইতিন দিবস পরে, ফ্রেডরিক্ শুনিলেন যে সিগ্রেভ্ নামক জনৈক ইংরাজ সস্ত্রীক ক্যালে নগরে উপস্থিত হইয়া, একটী বাসায় অত্যন্ত কষ্টভোগ করিতেছেন। তাঁহাদের এরূপ অর্থ নাই যে, বাটী ভাড়া প্রদান করেন।

সন্ধ্যাকালে এই সংবাদ শুনিয়া, ফ্রেডরিক্ ও লুসি এই বিপন্ন পরিবারের সাহায্যার্থে বহির্গত হইলেন। সে রাত্রিতে প্রবল ঝটিকা হইতেছিল। তাঁহারা ভ্রূক্ষেপ না করিয়া,— এই দয়ালু দম্পতী অনেক অনুসন্ধানের পর, নির্দ্দিষ্ট বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একজন বৃদ্ধা, উপর তালায় সিগ্রেভের কক্ষ দেখাইয়া দিল। ফ্রেডরিক্ ধীরে ধীরে দ্বারে শব্দ করিলেন। একটী রমণী দ্বার খুলিয়া দিলেন। সুবেশধারী আগন্তুক দ্বয়ের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, রমণী অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বয়স সপ্ত দশ বর্ষ—বিষাদ রাশি এখনও তাঁহার অনুপম রূপলাবণ্য হরণ করিতে পারে নাই; ভ্রমর-সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ কেশরাজি পৃষ্ঠদেশে শোভমান। তিনি একখানি জীর্ণ, মলিন, পট্টবস্ত্র-নির্ম্মিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া রহিয়াছেন।

লুসি মৃদুস্বরে বলিলেন "আপনিই কি বিবি সিগ্রেভ্?" গৃহমধ্য হইতে একটী ক্ষীণ স্বর বলিয়া উঠিল "আনা, কে আসিয়াছে?"

লুসি যুবতীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন "মিঃ সিগ্রেভ্ কি পীড়িত? বোধ হয় আমাদের দ্বারা আপনাদিগের সামান্য উপকার হইতে পারে। ইনি আমার স্বামী, আপনি অনুমতি দিলে, ইনি মিঃ সিগ্রেভের সহিত পরিচিত হইবেন।"

সেই ক্ষীণস্বর আবার বলিয়া উঠিল "আনা, উহারা কে? উহারা কি করিতে আসিয়াছে? হায়! আমি পীড়িত না হইলে উহাদের লাথি মারিয়া তাড়াইয়া দিতাম।"

এই স্বর ফ্রেডরিকের পরিচিত বলিয়া বোধ হইল।

বিবি সিগ্রেভ, ফ্রেডরিক্ ও লুসিকে তথায় অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়া মিঃ সিগ্রেভ্‌কে গিয়া বলিলেন "প্রিয় হেন্‌রী, বন্ধুগণ আমাদের দেখিতে আসিয়াছেন। তাঁহাদের প্রবেশ করিতে বলিব কি?"

হেন্‌রী সিগ্রেভ্ ক্ষীণস্বরে বলিলেন "আচ্ছা, তাহাদের আসিতে বল। বন্ধু কি? আজ তাহা দেখিব।"

রমণীর ইঙ্গিত ক্রমে লুসি ও ফ্রেডরিক শয্যার নিকট উপস্থিত হইলেন। রুগ্ন ব্যক্তি, অতিকষ্টে শয্যার উপর উপবেশন করিলেন। ফ্রেডরিক্ দেখিলেন—দুশ্চরিত্র কাপ্তেন কোর্টনি! ফ্রেডরিক্ চমকিত হইলেন। সুপুরুষ, অহঙ্কারী কোর্টনি আজ মৃত্যু শয্যায় শায়িত। কোর্টনি, কিয়ৎকাল ফ্রেডরিকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "ওঃ, তুমি দুষ্ট পলাতক ফ্রেডরিক্!"

যাঁহার দুঃখমোচন করিতে আসিয়াছেন, তাঁহার এই অসদ্ব্যবহারে ফ্রেডরিক্ ও লুসি স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। আনা, কোর্টনির বাহু-বল্লী-বেষ্টিত করিয়া বলিলেন "হেন্‌রি, তুমি এত অধীর হইও না। ফ্রেডরিক্, যাহাই হউন, তিনি এখানে তোমার উপকার করিতে আসিয়াছেন।"

কোর্টনি বলিয়া উঠিলেন "আনা আমার সম্মুখ হইতে দূর হও। উহারা এখনও দাঁড়াইয়া কেন? আমার বিপদের সময় উপহাস করিতে আসিয়াছে। আমি লাথি মারিয়া উহাদের বাহির করিয়া দিব।" এই বলিয়া কোর্টনি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই শয্যাতে পতিত হইলেন।

আনা বলিলেন “ আপনারা, হেন্‌রির কথায় রাগ করিবেন না। অনেক কষ্টে পড়িয়া উনি একরূপ অজ্ঞান হইয়াছেন।” ফ্রেডরিক্ বলিলেন, “ কাপ্তেন কোট্‌নি আমি আপনার দুঃখ দূর করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিব। কিন্তু আমি আমাদের সামাজিক বৈলক্ষণ্য ভুলি নাই।”

কোট্‌নি বলিলেন “তবে তুমি এখানে কেন? আমি তোমার সাহায্য চাই না। আনা, ইহাদের দূরে করিয়া দাও।” এই কথা বলিয়া কোট্‌নি অচেতন হইয়া পড়িলেন। আনা, চীৎকার করিয়া উঠিলেন। লুসি গ্লাসে একটু ব্র্যাণ্ডি ঢালিয়া কোট্‌নির কপালে প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে কোট্‌নি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া বলিলেন ‘আমি কোথায়? ফিল্ মরিস্, এদিকে বোতল দাও; অজ্ঞান পাজেটের কাছে বোতল কেন? এক গ্লাসেই মাতাল হয়, ওর কাছে বোতল! কট্ আমরা দুই জনে এক বোতল মদ খাই, এস। বুড়া হিথ্ কোট্‌কে আনিওনা, সেটা একটা চাষা। উইওহাম, ঘোড়ায় চড়িয়া কোথায় যাইতেছ? বসে বসে পিকেট খেলি এস—পাঁচগিনি বাজি। ওঃ আনা! অনেক কালের পর তোমায় পাইয়াছি। বিবাহের কথা বলিতেছ? অসম্ভব! কাপ্তেন কোট্‌নি কখন বিবাহ করেন না! তুমি কি বলিতেছ? তোমার মার বুক ফেটে যাবে? স্ত্রীলোকের বুক ফাটিবার নয়। বাঁধ, বেটাকে! ত্রিভুজে বাঁধ! সার্জ্জেণ্ট মেজর ম্যাংলে,—বাদ্যকরদিগকে তাহাদের কার্য্য করিতে বল। পাজি, ঘোড়সে লাগাও!” কাপ্তেন এবম্বিধ প্রলাপ আরম্ভ করিলেন। ফ্রেড্রিক্ ও লুসি বুঝিতে পারিলেন, আনা, কোট্‌নির পরিণীতা পত্নী নহে।

হতভাগিনী প্রলোভনে পড়িয়া আপনার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। লুসি তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন "এখানে যাহাই হউক আমি তোমায় সাহায্য করিব।" আনা রোদন করিতে লাগিল।

কোর্ট্নি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সে কি গিয়াছে?" আনা, বলিলেন তুমি চুপ কর।

কোর্ট্নি। তাহারা যখন গিয়াছে আমি চুপ করিব কেন? আনা, ঐ লোকটা সামান্য সৈনিক পুরুষ ছিল, আমি উহার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী ছিলাম। আমি উহার নিকট হইতে সাহায্য গ্রহন করিব?

লুসি সেই কক্ষের একপার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি আনাকে কোর্ট্নির আহারোপযোগী নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য এবং একশত ফ্র্যাঙ্ক [প্রায় ৪০ টাকা] প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি একজন চিকিৎসক প্রেরণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া নিম্নে আসিলেন, আসিয়া দেখিলেন, ফ্রেড্রিক্ গৃহ-স্বামিনীকে দুইশত ফ্র্যাঙ্ক (৮০ টাকা) বাটী ভাড়া প্রদান করিতেছেন। ফ্রেড্রিকের হৃদয় কত উদার! তিনি এই মাত্র সহকৃত কোর্ট্নির নিকট অপমানিত হইয়া, তাহারই জন্য বহুকষ্টে উপার্জ্জিত অর্থ প্রদান করিতেছেন। ফ্রেড্রিক্ ও লুসি বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। ফ্রেড্রিক্ তৎক্ষণাৎ কোর্ট্নির বাসায় এক জন চিকিৎসক প্রেরণ করিলেন। তিনি নিজেই তাহার ব্যয় ভার গ্রহণ করিলেন। পরদিন প্রত্যূষে চিকিৎসকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া ফ্রেড্রিক্ শুনিলেন, কোর্ট্নির জীবন রক্ষা পাওয়া কঠিন। ফ্রেড্রিক্ চিকিৎসককে

কোর্টনির বাসায় পুনঃ প্রেরণ করিয়া, গৃহে আগমন করিলেন। এবং লুসির নিকট আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন।

লুসি। তবে আমি গিয়া আনাকে সান্ত্বনা করিব। আহা! হতভাগিনী আনার কি হইবে।

ফ্রেডরিক্‌। কেন লুসি, আনাকে আমাদের বাটীতে লইয়া আসিব।

লুসি, কোর্টনির বাসায় গিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার আর আশা নাই মৃত্যু অতি সন্নিকট। চিকিৎসক রোগীর পার্শ্বে উপবিষ্ট। হতভাগিনী আনা হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। আনা রোদন করিতে করিতে লুসিকে বলিল "আমার, একমাত্র প্রিয়ধন প্রস্থান করিতেছেন। আমার কি হইবে?"

লুসি স্নেহ পূর্ণ স্বরে বলিলেন "তোমার ভয় কি? তুমি আমাদের বাটীতে থাকিবে।"

আনা বলিলেন "আপনার ন্যায় দয়াশীলা আর কোথায় পাইব? কিন্তু আমি তাহার কথা বলি নাই। আমায় কেহ অট্টালিকায় লইয়া গেলেও আমি বলিব আমার কি হইবে!—— আমি যে কোর্টনিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবনা।"

ক্রমে ক্রমে কোর্টনি নিস্পন্দ ভাব অবলম্বন করিলেন—— তাঁহার চক্ষু ঘূর্ণায়মান হইল, গলায় 'ঘড়্‌ ঘড়্‌' শব্দ হইতে লাগিল। আনা তাঁহার উপর অবনত হইয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে ঐ অমঙ্গল শব্দ নিবৃত্ত হইল। আনা চীৎকার করিয়া উঠিল,—লুসি বুঝিতে পারিলেন, কোর্টনি আর নাই। তিনি আনাকে ধরিতে গেলেন। আনা মৃত কোর্টনির বক্ষস্থলে মুখ দিয়া, বিকট শব্দ করিল। লুসি ও চিকিৎসক তাহাকে

উত্তোলন করিতে গেলেন, দেখিলেন কোট্‌নির জামার উপর অধিক পরিমাণে রক্ত লাগিয়া রহিয়াছে। আনার দিকে চাহিয়া তাঁহারা সমস্ত বুঝিতে পারিলেন।——হতভাগিনী আর নাই। তাহার একটী রক্তস্থলী বিদীর্ণ হইয়াছে।

ফ্রেড্‌রিকের সাহায্যে কাপ্তেন কোট্‌নি ও হতভাগিনী আনা, ক্যালে নগরের বহির্ভাগে একত্র সমাধিস্থ হইলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

-০:৵:০-

বড়দিন চলিয়াগেল। লুসি পিতার নিকট হইতে পত্রের উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে 'বিবি রবিন্‌সনের' নামে এক পত্র উপস্থিত হইল। লুসি শীঘ্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন :——

"পারিস্ হোটেল, ডোভার
২৯শে ডিসেম্বর, ১৮৩৪।"

"প্রিয় লুসি,

এখন তোমাতে আমাতে যে সম্পর্ক তাহাতে তোমায় এরূপ পত্র লিখিতে পারি। তোমার পিতা পত্র পাইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছেন। যাহাতে তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট

হন আমি সে চেষ্টা করিয়াছি। এখন তাঁহার মনের সে ভাব নাই। তোমার সন্ধান প্রাপ্ত হইলে, তিনি ইতি পূর্ব্বেই তোমার বাটী আসিবার নিমিত্ত পত্র লিখিতেন। তোমার পত্রে ফ্রেড্রিকের সদ্ব্যবহারের বিষয় জ্ঞাত হইয়া, তিনি তাঁহাকেও গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন। অতএব তুমি ফ্রেড্রিক্‌কে এ কথা জ্ঞাত করিও।

কিছুদিন হইল, তোমার পিতার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে। তাঁহার বিশ্বাস যে অল্প দিনের মধ্যেই মৃত্যু হইবে। সুতরাং তোমার পত্র প্রাপ্তি মাত্র, মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য, তিনি ক্যালে নগরে আসিতে ছিলেন, কারণ তিনি জ্ঞাত আছেন, যে ইংলণ্ডে আসিলে ফ্রেড্রিকের বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। এই অভিপ্রায়ে তিনি গত রাত্রে ডোভার নগরে আসিয়াছেন। ডোভারে আসিয়া তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি হইয়াছে। সেই জন্য চিকিৎসক তাঁহাকে সমুদ্র পার হইতে নিষেধ করিয়াছেন। তাঁহার বড় ইচ্ছা ফ্রেড্রিক্‌ ও তোমার সহিত শেষ সাক্ষাৎ করেন। এই জন্য আমি তোমাদের উভয়কেই অনুরোধ করি যে, অন্ততঃ এক দিনের জন্যও ডোভারে আসিয়া তোমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ কর। আরও তোমরা শীঘ্র উপস্থিত না হইলে, ভাবনাতে তোমার পিতার পীড়া বৃদ্ধি হইতে পারে।

তোমার স্নেহময়ী বিমাতা
ক্যাথেরাইন ডেভিস্।

লুসি পত্রখানি পাঠ করিয়া ফ্রেড্রিক্‌কে দিলেন। ফ্রেড্রিক্‌ বলিলেন "আমাদের যাইতেই হইবে।"

পরদিন বেলা দশটার সময় ফ্রেড্‌রিক্‌, লুসি ও ফ্রেডির সহিত জাহাজে উঠিলেন। সার্দ্ধ দুই ঘণ্টা মধ্যে জাহাজ ডোভারে উপস্থিত হইল। তাঁহারা জাহাজ হইতে অবতরণ করিবা মাত্র, একজন ফ্রেড্‌রিকের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিল "তুমি আমার বন্দী।" তাঁহাদের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল।

ফ্রেড্‌রিক্‌ প্রহরীদিগকে বলিলেন "আমি তোমাদের সহিত শান্তভাবে গমন করিব এবং এই সমস্ত লোকের সম্মুখে আমায় কোন অপমান না করিলে, আমি তোমাদের পুরস্কার দিব।" প্রহরীগণ পুরস্কারের লোভে সম্মত হইল এবং ফ্রেড্‌রিকের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক লইয়া গেল। তখন অন্য সকলেই স্ব স্ব কার্যে ব্যস্ত; সুতরাং কেহ এদিকে লক্ষ করিল না। ফ্রেড্‌রিক্‌ ও লুসির মনে কি হইল, পাঠক মহাশয়, তাহা অনুমান করুন।

পথিমধ্যে জনৈক প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল 'তোমায় এখন কোথায় লইয়া যাই বল। এবেলা লণ্ডনের গাড়ী পাওয়া যাইবে না।'

কোন্‌ দুরাত্মা এই সর্ব্বনাশের কারণ, বুঝিতে পারিয়া ফ্রেড্‌রিক্‌ বলিলেন "পারিস্‌ হোটেলে কে আছে?"

প্রহরী বলিল তোমার যখন অর্থ রহিয়াছে, তুমি অন্য হোটেলে ও যাইতে পার।

ফ্রেড্‌রিক্‌ কোন উত্তর করিলেন না। প্রহরী তাঁহাকে পারিস্‌ হোটেলের একটী নিভৃত কক্ষে লইয়াগেল। এই সময়ে অপর প্রহরীদ্বয় আসিয়া বলিল, "ওহে বন্দীর হাতে হাত

কড়ি দাও। তিনি বলিতেছেন, বন্দী পলায়নে বিশেষ পটু।" ফ্রেড্রিক্ বলিলেন কে তিনি? তাঁহাকে এখানে আসিতে বল, আমি তাঁহাকে সমুচিত প্রতিফল দিব।"

লুসি ভীত হইয়া বলিলেন "ফ্রেড্রিক্, শান্ত হও! শান্ত হও!

ফ্রেড্রিক্। কেবল তোমাদের জন্যই আমি ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়াছি।

ফ্রেড্রিকের নয়ন দ্বয় হইতে অনর্গল অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। একজন প্রহরী হাতকড়ি বাহির করিল; ফ্রেড্রিক্ কাতরস্বরে বলিলেন "যদি আমায় হাতকড়ি না দিয়া লণ্ডনে লইয়া যাও, আমি তোমাদের পাঁচ গিনী দিব।" প্রহরী গণ পরামর্শ করিয়া বলিল "যখন আমাদের প্রতি বন্দীর ভার রহিয়াছে, তখন আমরা যাহা ইচ্ছা করিতে পারি। বন্দী পলায়ন করে আমরা তাহা বুঝিব; কিয়ৎকালের পর দশ গিনীতে তাহাদের সহিত বন্দোবস্ত হইল। ফ্রেড্রিক্ তৎক্ষণাৎ দশ গিনী প্রদান করিলেন।

ফ্রেড্রিক্ প্রহরী দিগকে বলিল "আমায় কিছুকাল আমার স্ত্রী পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দাও।"

প্রহরীরা সম্মত হইল এবং কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। অশ্রুজলে ফ্রেড্রিক্ ও লুসির বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। অনন্তর অতি কষ্টে অশ্রুসম্বরণ পূর্ব্বক ফ্রেড্রিক্ বলিলেন "প্রিয়তম লুসি আমায় পুনর্ব্বার সেই নিষ্ঠুর দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। অতএব তুমি সে সময় ফ্রেডিকে লইয়া সে স্থলে থাকিওনা। কল্য তুমি ক্যালে গিয়া আমাদের গৃহ সামগ্রী

বিক্রয় করিতে আরম্ভ কর। তাহাতে তোমার অনেক দিন লাগিবে। তাহার পর তুমি যখন ম্যাঞ্চেষ্টর নগরে আসিবে, তখন সকলই শেষ হইবে। তুমি আমার ইচ্ছামত কার্য্য করিবে ত? লুসি কাতর স্বরে বলিলেন "তোমার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। কিন্তু প্রিয়তম, তুমি হতাশ হইও না।"

ফ্রেড্রিক্। আমি মনের আবেগ নিবারণ করিব। কিন্তু তুমি ও অধীর হইবে না, বল।

লুসি। আমি কোন মতেই মনকে অধীর হইতে দিব না।

লেখনী এ হৃদয় বিদারক দৃশ্য বর্ণনা করিতে অক্ষম। সমস্ত দিন এইরূপে অতিবাহিত হইল। সন্ধ্যার পর সম্মুখে একখানি শকট আসিয়া উপস্থিত হইল। ফ্রেড্রিক্ স্ত্রী পুত্রের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। লুসির হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইতে লাগিল; কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডলে মনের ভাব ব্যক্ত হইল।

দুইজন প্রহরী ফ্রেড্রিক্‌কে লইয়া শকট মধ্যে প্রবেশ করিল। বেট্‌স্ কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া শকটদ্বারে উপস্থিত হইল। অনেক প্রহরী বলিল "মহাশয় শীঘ্র গাড়ীতে উঠুন।"

বেট্‌স্। বন্দী আমার কোন অনিষ্ট করিবে না ত?

প্রহরী। না, সে বলিয়াছে যে স্থির থাকিবে। কোন অনিষ্ট চেষ্টা করিলে আমরা হাতে হাতকড়ি দিব।

বেট্‌স্ শকটমধ্যে প্রবেশ করিলেন। শকট, প্যারিস্ হোটেল পরিত্যাগ করিল।

বেট্‌স্। বড় সুশৃঙ্খলে কার্য্য হইয়াছে।

ফ্রেড্‌রিক্‌। কি, তুমি আমায় বলিতেছ?

বেট্‌স্‌। যে শুনিবে, তাহাকেই বলিতেছি?

ফ্রেড্‌রিক্‌, তুমি অবশ্য স্বীকার করিবে যে, তোমার কার্য্যের সমুচিত প্রতিফল পাইয়াছ?

ফ্রেড্‌রিক্‌। আমি যখন স্থির হইয়া থাকিব বলিয়া ছিলাম, আমি মনে করিয়া ছিলাম যে, কেহ আমায় বিরক্ত করিবে না।

প্রহরী। বেট্‌স্‌, তোমার এরূপ কথা কহা ভাল হয় নাই।

বেট্‌স্‌। আচ্ছা, আমি উহার সহিত কথা কহিব না। পথি-মধ্যে ক্ষৌরকার ফ্রেড্‌রিক্‌কে আর কোন কথা বলিল না।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

কলঙ্ক চিহ্ন।

—০:※:০—

তিন দিবস পরে, ডোভার নগরীর প্রহরী গণ ও বেট্‌স্‌, হতভাগ্য ফ্রেড্‌রিক্‌কে শৃঙ্খল বদ্ধ করিয়া মাঞ্চেষ্টর সেনানিবেশে উপস্থিত করিল। ফ্রেড্‌রিক্‌ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার বিচার হইল।—বিচারকেরা আজ্ঞা দিলেন ফ্রেড্‌রিক্‌কে প্রথমে পাঁচশত কশাঘাত করা হইবে। অনন্তর তাহাকে পলাতক বলিয়া চিহ্নিত করা হইবে।

ফ্রেডরিক্ পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন যে, চিরকাল তাঁহাকে এই কলঙ্ক চিহ্ন বহন করিতে হইবে। কিন্তু লুসির মনে কষ্ট হইবার ভয়ে, তাঁহার নিকট একথা প্রকাশ করেন নাই। এখন দেখিলেন, যে পূর্ব্বের আয়োজনানুসারে লুসি তাঁহার চিহ্নিত হইবার পূর্ব্বেই মাঞ্চেষ্টারে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। তাহা হইলে, লুসি ও কলঙ্ক চিহ্নের বিষয় জানিতে পারিয়া মর্ম্মাহত হইবেন। এই নূতন বিপদ নিবারণার্থ ফ্রেড্‌রিক্ লুসিকে পত্র লিখিলেন 'আমি চিকিৎসালয় হইতে বহির্গত হইয়াই তোমায় পত্র লিখিব। সে পত্র না পাইলে তুমি মাঞ্চেষ্টারে আসিওনা।'

পরদিন প্রত্যূষে ফ্রেডরিক্‌কে এই নিদারুণ কশাঘাত সহ্য করিতে হইল। সার্জ্জেণ্ট-মেজর লাংলে পূর্ব্বের ন্যায় উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব্ববারের ক্ষতগুলি আরোগ্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে স্থানগুলি এখনও কোমল ছিল। এবার প্রথম আঘাতেই রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। দুই, এক আঘাত পরই ফ্রেডরিকের পৃষ্ঠ দেশ হইতে মাংস,চর্ম্ম, বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল। পুনরায় সৈনিক পুরুষ মূর্চ্ছিত হইতে লাগিল।— ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীরা পূর্ব্বের ন্যায় ভয় প্রদর্শন আরম্ভ করিলেন; কিন্তু ফ্রেডরিক্ যে যাতনা ভোগ করিতে লাগিলেন, ভাষায় তাহার দশমাংশও বর্ণনা করিতে পারে না। দণ্ড হইল——তাঁহাকে পাঁচশত কশাঘাত সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহাকে চারি সহস্র পাঁচ শত কশাঘাত ভোগ করিতে হইল। পাঠক পৃথিবীতে যত প্রকার দুর্বিষহ যন্ত্রণা আছে, কল্পনা করুন। ফ্রেডরিক্‌কে

তাহার সহস্রগুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল। তথাপি তিনি নিস্তব্ধ! পাঁচশত কশাঘাত পূর্ণ হইল, তাঁহাকে অচেতনাবস্থায় চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করা হইল।

চিকিৎসালয়ে অবস্থিতির সময় ফ্রেডরিক্, লুসির অনেক পত্র পাইতেন, এবং যথা সময়ে এই পত্রের উত্তর দিতেন। এইরূপ দুই মাস গত হইলে, তাঁহার ক্ষতস্থান সম্পূর্ণ আরোগ্য হইল। তাঁহার হিতৈষী বন্ধুগণ, অবশিষ্ট দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য, তাঁহাকে কর্তৃপক্ষ দিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পরামর্শ দিলেন। তিনি তাঁহাদের সহৃদয়তার প্রশংসা করিলেন, কিন্তু শত্রুর নিকট হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পারিলেন না।

১৮৩৫ খৃঃ অব্দে ১৫ মার্চ্চ প্রত্যূষে সেনানিবেশ প্রাঙ্গণে সৈন্য সজ্জিত হইল। ফ্রেডরিক্ চিকিৎসালয় হইতে আনীত হইলেন।—তিনি এরূপ মলিন ও শীর্ণ হইয়াছেন যে, তাঁহাকে প্রেতাত্মা বলিয়া বোধ হইল। তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া, সামান্য সৈনিক পুরুষ গণের হৃদয় দয়ার্দ্র হইল; কিন্তু কাপ্তেন হিথ্‌কোট্ ভিন্ন সমস্ত উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিই প্রফুল্ল অন্তঃকরণে দণ্ডায়মান রহিলেন। একজন বাদ্যকর আসিয়া, তাঁহার বামপার্শ্বে বাহুমূলের নিম্নদেশে নূতন চর্ম্মের উপর এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ তরল পদার্থ দ্বারা পলাতকের, চিহ্ন চিত্রিত করিল। অনন্তর সেই স্থানটী সূচী বিদ্ধ করিয়া, তাহার উপর অঙ্গার চূর্ণ ছড়াইয়াদিল।—ফ্রেডরিক্ জন্মের মত কলঙ্কচিহ্নে চিহ্নিত হইলেন। তিনি পুনর্ব্বার চিকিৎসালয়ে নীত হইলেন। চিকিৎসক বলিলেন, এক সপ্তাহের মধ্যেই, চিহ্নিত ক্ষত স্থান আরোগ্য হইবে।

তখন তিনি লুসিকে, মাঞ্চেষ্টারে আগমন করিতে পত্র লিখিলেন।

ষষ্ঠ দিবসে তিনি চিকিৎসালয় হইতে কর্ণেল উইণ্ডহামের সম্মুখে আনীত হইলেন। তথায় অন্যান্য কর্ম্মচারী ও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের গণনানুসারে ফেড্রিক্ দুইবৎসর ছয় সপ্তাহ কার্য্য করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহাকে আর প্রায় পাঁচ বৎসর কার্য্য করিতে হইবে, এই বিষয় জ্ঞাত করিয়া তাঁহারা ফেড্রিক্‌কে সৈন্যদলে পুনঃ প্রেরণ করিলেন।

কঠিন সৈনিক পরিচ্ছদ পরিধানে তাঁহার কষ্ট হইতে লাগিল। প্যারেড্ শেষ হইলে, তিনি অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নগরে বহির্গত হইলেন। সেই দিন সন্ধ্যার সময় লুসির আসিবার কথা আছে। সুতরাং তিনি অনেক অনুসন্ধান করিয়া একটী সুসজ্জিত বাটী ভাড়া করিলেন এবং সন্ধ্যাকালে ষ্টেষনে গিয়া নির্দ্দিষ্ট শকটের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। শকট আসিয়া উপস্থিত হইল। লুসি, ফেড্রিকে ক্রোড়ে করিয়া শকট হইতে অবতীর্ণ হইলেন। ফেড্রিকের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি লুসিকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া ফ্রেডির মুখচুম্বন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। ফেড্রিক্ ও লুসি, পরস্পরের শীর্ণ কলেবর দেখিয়া চমকিত হইলেন, কিন্তু কেহই সেই ভীষণ দণ্ডের উল্লেখ করিলেন না।

পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহারা সাংসারিক বিষয়ে নানাবিধ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ফেড্রিকের আর পলায়ন করিবার ইচ্ছা ছিল না; কারণ সেই নৃশংস কশা-

যাতে তাঁহার মানসিক তেজ হ্রাস করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মনোমধ্যে প্রতিহিংসানল দ্বিগুণ বেগে প্রজ্বলিত হইতে লাগিল।

সাংসারিক বিষয়ে কথোপকথনের পর ফ্রেড্রিক্ বলিলেন 'দেখ লুসি, আমি ডাকঘরের কর্তৃপক্ষ দিগকে পত্র লিখি যে, বেট্স্ তাহার পোষ্টাফিসের সমস্ত পত্র খুলিয়া পাঠ করে। তুমি তোমার পিতাকে যে পত্র লিখিয়াছিলে, সে পত্র না পড়িয়া, বেট্স্ কিরূপে জানিতে পারিল যে আমরা ক্যালেতে যাছি?'

লুসি। আমি ঐ অশুভ পত্র না লিখিলে, আর এ সর্ব্ব-নাশ হইত না।

ফ্রেড্রিক্। তাহাতে তোমার দোষ কি? আমার বোধ হয়, জেরাল্ড তোমার পিতাকে যে চিঠি লিখিয়া ছিলেন, তাহা পড়িয়াই বেট্স্ ল্যাংলেকে পত্র লিখিয়াছিল। আমি নিশ্চয়ই বেট্স্কে সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব।

লুসি। কিন্তু, প্রিয়তম, প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি পোষণ করা উচিত নয়। তোমায় অনুরোধ করিতেছি, তুমি তোমার উদার হৃদয় হইতে এই নীচ প্রবৃত্তি দূর করিয়া দাও।

ফ্রেড্রিক্। আমার হৃদয় উন্নত ছিল বটে, কিন্তু সংসারের আচরণ দর্শনে হৃদয়ের সদ্গুণ গুলি শুষ্ক হইয়াছে। কেবল তোমার ও ফ্রেডির প্রতি ভালবাসাই আমার হৃদয় একেবারে শুষ্ক হইতে দেয় নাই।

তাঁহারা কলহ করিতেছেন মনে করিয়া, ফ্রেডি দৌড়িয়া আসিয়া বলিল 'মা, বাবা কি তোমায় বকেছেন?'

লুসি। না বাছা, তোমার পিতা কখন ও আমায় বকেন না।

ফ্রেড্‌রিক্‌ পুত্রের মুখচুম্বন করিয়া লুসিকে বলিলেন, "আমরা ইহার সাক্ষাতে আর এ সব কথা কহিব না। তুমি ইহাকে দাসীর নিকট দিয়া এস।"

লুসি গৃহমধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিলে ফ্রেড্‌রিক্‌ বলিলেন, 'তুমি আমায় এ কার্য্যে বাধা দিও না। সেই দুরাত্মাকে শাস্তি না দিলে, আমি কখনই শান্তি লাভ করিতে পারিব না।'

লুসি। কিন্তু তজ্জন্য কোন লোকের সর্ব্বনাশ করা উচিত নায়। কালক্রমে যতই তোমার মনে শান্তি আসিবে।

ফ্রেড্‌রিক্‌। কিন্তু এমন কতক গুলি আঘাত আছে, যাহা কাল ও আরোগ্য করিতে পারে না। অতএব লুসি, আমি প্রতিহিংসা লইলে তুমি আমার প্রতি বিরক্ত হইও না।

লুসি। না, আমি আর কিছু বলিতে চাহি না।

অনন্তর ফ্রেড্‌রিক্‌ বেট্‌সের নামে অভিযোগ করিয়া, ডাক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে পত্র লিখিলেন।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

মিঃ রসার্।

-০ঃ৯ঃ০-

ম্যাঞ্চেষ্টার হইতে এই অভিযোগ প্রেরিত হইবার প্রায় এক-পক্ষ পরে, বেট্‌স্ রজনীতে 'রয়ালওক্' হোটেলে উপস্থিত হইলেন। পাঠক জানেন যে, বেট্‌স্ বহুদিন হইতে হোটেলে যাতায়াত করিতেছেন, কিন্তু সমাগত সমস্ত লোকই তাঁহাকে ঘৃণা করিত। বেট্‌স্, অদ্য একটী নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন। 'রয়ালওক্' হোটেলে সমাগত ব্যক্তিগণকে এই পরিচ্ছদ দেখাইবার বাসনায় তিনি সদর্পে হোটেলে প্রবেশ করিলেন।

তথায় গ্রাম্য ব্যবসায়ীরা ধূমপান ও মদ্যপান করিতেছেন। বৃদ্ধ বুশেল এক পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন। সন্ধ্যাকালে মিডল্‌টন্ হইতে ডাকগাড়ী যোগে এক জন আগন্তুক আসিয়া হোটেলের বৈঠক খানায় বসিয়া আছেন। আগন্তুক দীর্ঘকায়, তাঁহার বয়স প্রায় পঞ্চাস বৎসর; কেশ ছোট ছোট। তাঁহার ললাটে একটী সুদীর্ঘ অস্ত্রচিহ্ন রহিয়াছে। তিনি হোটেলে আসিয়া রসার্ নামে পরিচিত হইয়াছেন। বেট্‌স্ প্রবেশ করিবামাত্র ব্যবসায়ীরা পরস্পরের প্রতি ইঙ্গিত করিতে

লাগিলেন। বেট্স্ সে দিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া বুশেলকে বলিলেন 'ও লোকটী কে?'

বুশেল। তিনি সন্ধ্যাকালে মিডলটন হইতে আগমন করিয়াছেন, এই গ্রামে তাঁহার কোন প্রয়োজন আছে।

অনন্তর বেট্স্ সমাগত ব্যক্তিদিগকে বলিলেন "আপনারা এতদূরে বসিয়া কেন?"

তখন দর্জ্জি বলিল 'আমার বোধ হয় সকলেই মিঃ বেট্সের সহিত রূঢ় ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। বিগ্‌লি, তুমি বেট্সের সহিত অসদ্ব্যবহার করিওনা; আমি ঐ পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছি এবং তিনি আমায় উপযুক্ত মূল্য দিয়াছেন।'

বেট্স্। সাত বৎসর হইল, আপনারা এক জন নূতন ক্ষৌরকার আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হইয়াছে। যদি ও কেহ কেহ মিড্‌লটনে গিয়া ক্ষৌর সমাধা করেন, তথাপি অনেককেই আমার নিকট আসিতে হয়।

শিপ্‌ওয়াশ্‌ নামক এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল "মিঃ বেট্স্, লোকের মনে তোমার প্রতি ঘোর সন্দেহ হইয়াছে। সেই সন্দেহ দূর করিলে আর কোন আপত্তি হইবে না।

বেট্স্। কি সন্দেহ?

শিপ্। সন্দেহ যে, ওকূলে পোষ্টাফিস্ দিয়া যে চিঠী পত্র যাতায়াত করে, আপনি তাহা গোপনে খুলিয়া পাঠ করেন।

বেট্স্ টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিলেন 'এসব মিথ্যা, কে আমায় একথা বলে?

রুটীওয়ালা মমারি, চুরট রাখিয়া বলিল 'আমি বলি।'

বেট্‌স্‌। তুমি সেই পঞ্চাশ পাউণ্ড নোটের কথা বলিতেছ? আমায় সেই পঞ্চাশ পাউণ্ড প্রদান করিতে হইয়াছে। তাহাতেই আমার সততার প্রমাণ হইয়াছে। কিন্তু মমারি, তুমি যে চিঠীর মধ্যে নোট দিয়াছিলে, তাহার প্রমাণ কি?

মমারি। আচ্ছা বেট্‌স্‌, তুমি চিঠি না খুলিয়া কিরূপে জানিতে পারিলে যে, আমি আমার আত্মীয়ের নিকট টাকা ধার করিয়াছি? অথচ তুমি সকলকে সেই কথা বলিয়াছ।

বেট্‌স্‌। সে সব কথা আগে প্রকাশ হয়। মানুষ বেশীদিন ছদ্মবেশে থাকিতে পারে না।

জডকিন্‌স্‌ নামক এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিলেন, বেট্‌স্‌ "আমি যে মিডল্‌টনের বস্ত্র ব্যবসায়ীর নিকট ধারে কাপড় চাহিয়াছি, তাহা তুমি কি রূপে জানিতে পারিলে? তুমি দোকানে এই গল্প করিয়াছ। আমি এখনই তাহার প্রমাণ দিতে পারি।"

ক্লেগ্‌ নামক আর এক ব্যক্তি ও এইরূপ অভিযোগ উপস্থিত করিলেন।

লুইপার ম্যাপার নামক এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিলেন 'বেট্‌স্‌, তুমি এই সকল কথার জবাব না দিলে, আমরা তোমায় ছাড়িব না।'

পকক্‌ নামক এক ব্যক্তি বলিলেন 'মিঃ বেট্‌স্‌ তুমি কিরূপে জানিতে পারিলে যে, আমি কভেণ্ট্রীতে আমার শ্বশুরের সঙ্গে কলহ করিয়াছি। আর ও আমার শ্বশুরের এক খানি পত্রের নীল গালার শীলের উপর, লাল গালার শীল কেমনে করিয়া আসিল। আমি টাইপিস্‌কে তাহা দেখাইয়াছি। আমার কথা সত্য কি না টাইপিসকে জিজ্ঞাসা কর।'

এইরূপ অভিযোগ হইবার সময় মিঃ ডেভিস্ হোটেলে উপস্থিত হইলেন। ডেভিস চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন 'মিঃ বেট্‌স্ যে আসিয়াছেন?'

বেট্‌স্। হাঁ, আমি এই মাত্র আসিয়াছি। দেখুন আমি বন্ধুভাবে ইঁহাদের সহিত আলাপ করিতে হোটেলে আসিলাম, কিন্তু ইঁহারা আমার নামে নানারূপ মিথ্যা অভিযোগ করিতেছেন। যাহাই হউক আমি একেবারে সকলের কথার উত্তর দিব।

ডেভিস্। তবে সেই সঙ্গে আমার প্রশ্নের ও উত্তর দাও। তুমি কিরূপে জানিতে পারিলে যে, মিডল্‌টনের পরিচ্ছদ প্রস্তুত কারী আমার স্ত্রীর নিকট টাকা পাইবে। আমি আজ সে সন্ধান পাইয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি তাহা স্বীকার করিলেন এবং বলিলেন একথা আর কেহ জানে না। তবে কি করিয়া একথা প্রকাশ হইল?

বেট্‌স। আমি মিডল্‌টনের ব্যবসায়ী দিগের নিকট সে কথা শুনিয়াছি।

ডেভিস্। তোমার মিথ্যা কথা! আমি আজ মিডল্‌টনে গিয়া স্ত্রীর ঋণ পরিশোধ করিয়াছি। ব্যবসায়ীরা কাহাকে ও এ কথা বলে নাই। সমাগত মহোদয়গণ, বেট্‌স্ পোষ্টমাষ্টারের উপযুক্ত কিনা, আপনারাই বিবেচনা করিয়া দেখুন।

এই সময়ে হোটেলের সম্মুখে এক খানি গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। বুশেল বাহিরে গেলেন। বেট্‌স্ পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "সার আর্চ্চিবাল্ডের গাড়ী। তিনি রাত্রি দশটার সময় কি করিতে আসিলেন?"

ক্ষণকাল পরেই, বুশেল পুনঃ প্রবেশ করিয়া বলিলেন মিঃ রসার, সার আর্চ্চিবাল্ড আপনাকে ডাকিতেছেন।" রসার উঠিয়া গিয়া কক্ষান্তরে সার আর্চিবাল্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে সার আর্চিবাল্ড, রসারের সহিত বৈঠক খানায় উপস্থিত হইলেন। তিনি গম্ভীর ভাবে বেট্‌স্‌কে বলিলেন "মিঃ বেট্‌স তিন দিবস হইল, আমার নামে লণ্ডন পোষ্টাফিসে একখানি চিঠী দেওয়া হয়। তাহাতে এক খানি মাত্র পাঁচ পাউণ্ডের নোট ছিল। প্রেরকের নাম ছিল না। আমি সে চিঠী পাই নাই: স্কুলে পোষ্টাফিস্ পর্য্যন্ত ইহার সন্ধান করা হইয়াছে। সে চিঠী এখন কোথায় বল।"

বেট্‌স্। গত কল্য ও অদ্য আপনার সমস্ত পত্র নিয়মিত পাঠাইয়া দিয়াছি। সে চিঠী নিশ্চয়ই আপনার পত্র সমূহের মধ্যে আছে।

সার আর্চ্চি। না মিঃ বেট্‌স্, তাহার মধ্যে নাই। নোটের নম্বর ২১৭৯৫।

দর্জ্জি পকেট হইতে একখানি নোট বহির করিয়া বলিয়া উঠিল "এই সে নোট। মিঃ বেট্‌স্, তুমিই আমায় তোমার ঐ পোষাকের মূল্য স্বরূপ এই নোট দিয়াছ! যদি চোরাই নোট হয়, আমার পোষাক ফেরত দাও।"

তখন আর্চ্চিবাল্ড বলিলেন 'কর্ম্মচারী, তোমার কার্য্য কর।' মিঃ রসার তখনই বেট্‌সের গ্রীবা ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন 'তুমি এখন আমার বন্দী।'

বেট্‌স্। সার আর্চ্চিবাল্ড, রক্ষাকরুণ! রক্ষাকরুণ!

আর্চ্চি। চুপ! হারামজাদ! আমি তোমায় পোষ্টাফিস

দিলাম—আর তোমার এই কায! কর্ম্মচারী তুমি এখনই উঁহাকে মিডল্‌টনের কারাগারে লইয়া যাও।

রসার্‌ বলিলেন ' মহাশয়. অনুমতি দেন ত, ইহার পকেট অনুসন্ধান করি।' অনন্তর বেট্‌সের পকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন 'মহাশয়, এই কাগজের মধ্যেই আমি নোট পাঠাইয়া ছিলাম।'

সার আর্চ্চিবাল্ড দর্জ্জিকে বলিলেন 'কর্ম্মচারীকে নোট দাও।

দর্জ্জি। মহাশয় তবে আমায় কে টাকা দেবে?

সার অর্চ্চি। তুমি যেমন করে পার, আদায় করিও। বন্দীকে লইয়া যাও।

রসার্‌ বেট্‌স্‌ কে লইয়া প্রস্থান করিলেন। দর্জ্জি আক্ষেপ করিতে লাগিল।

দুই সপ্তাহ পরে বেট্‌সের বিচার হইল। প্রমাণের অভাব ছিল না। কর্ম্মচারী ও দর্জ্জি সাক্ষী দিলেন। বেট্‌সের চতুর্দ্দশ বৎসর নির্ব্বাসন দণ্ড হইল। নির্ব্বাসনের পূর্ব্বে বেট্‌স্‌ নিম্নের পত্র পাইলেন।

মাঞ্চেষ্টার, ৬ইমে ১৮৫৫।

আমি তোমার নির্ব্বাসন-দণ্ডের কথা শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। আমিই তোমার নামে ডাক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ গণকে লিখিয়াছিলাম। এখন আমার অভিলাষ পূর্ণ হইল। তুমি দুইবার আমার আশা ভরসা নষ্ট করিয়াছ। তোমারই জন্য আমায় চিরকাল কলঙ্ক চিহ্ন বহন করিতে হইবে। আমার শান্তি শেষ হইয়াছে—তোমার দণ্ড আরম্ভ হইল!

আমার মন এক সময় উদার ছিল। তোমার বিশ্বাসঘাতকতাই— আমার হৃদয় কঠিন করিয়াছে।

যাও রাক্ষস! দ্বীপান্তরে গিয়া কঠোর যন্ত্রণা ভোগ কর আমি আর তোমায় কিছু বলিতে চাই না।

"ফ্রেড্রিক লনসডেল।"

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

গোমস্তা পত্নী।

—০:৯:০—

বেট্সের বিচারের কয়েক দিন পরেই জেরাল্ড বাটী আসিলেন। চরিত্র দোষে তাঁহার শরীর শীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়াছিল। এখন তাঁহার বয়স অষ্টবিংশতিবর্ষ কিন্তু তাঁহার আকৃতি দেখিলে বোধ হয় যে, শীঘ্রই তাঁহাকে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইবে।

পরদিন সার আর্চ্চিবাল্ড, জেরাল্ড সম্বন্ধে স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। নানাবিধ কথোপকথনের পর তাঁহারা জেরাল্ডের বিবাহ দিতে কৃতসংকল্প হইলেন। সার আর্চ্চিবাল্ড বলিলেন 'প্রিয়তমে, তুমি জেরাল্ডের উপযুক্ত পাত্রী অন্বেষণ কর।' রেভ্রণ্ পত্নী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন 'কিন্তু কাজটী নিতান্ত সহজ নয়। সার জন পোর্টমানের কন্যা সুন্দরী ও বিপুল বিভবের উত্তরাধিকারিনী, কিন্তু তাঁহার কেশ

গুলি লালবর্ণ। আমি লাল কেশ ভাল বাসি না। তারপর চার্লস্ অর্টওয়েরের ছয়টী কন্যা আছে— সকল গুলিই পরমাসুন্দরী; কিন্তু সার চার্লস্ ঋণজালে আবদ্ধ। তুমি কাপ্তেন মণ্টেগের ছোট মেয়েটার কথা কি বল? তাহার বয়স উনিশ বৎসর আর তাহার খুড়ী তাহাকে ত্রিশ হাজার পাউণ্ড দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু মেয়েটী খাঁদা—আর খাঁদা মেয়ে কোন মতেই রেড্‌বরণ্ পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। হাঁ, হাঁ, স্কোয়ার এড্‌মিনের ভগ্নী বড় সুন্দরী; কিন্তু সে নৃত্যগীতে পটু নয়; না সেখানে হইবে না। কিন্তু মিঃ হার্ডিংএর বড় মেয়ে কে মনোনীত করিতে পারি না, সে সুন্দরী হইলে কি হইবে? মিঃ হার্ডিংএর এক পেনি ও দিবার ক্ষমতা নাই।

সার আর্চ্চি। আচ্ছা, আরল্ অফ বর্টন তাঁহার কন্যা লেডি আডিলাকে পঁচিশ হাজার পাউণ্ড দিয়া পরলোকগত হইয়াছেন। লেডি আডিলাও রূপ-গুণ সম্পন্না। আর বর্টন পত্নী কাউণ্টেস্ বর্টন্ অসম্মতা হইবেন না। এস, আমরা তাঁহাকে কন্যা সমভিব্যাহারে আমাদের বাটীতে আসিতে নিমন্ত্রণ করি। তার পর, তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিব। কিন্তু জেনের নিকট একথা প্রকাশ করিলে সমস্ত পণ্ড হইবে।

রেড্‌বরণ্ পত্নী। ঠিক কথা; তোমার ভগ্নী দিন দিন কোপন স্বভাবা হইতেছেন।

সার আর্চ্চি। কিন্তু আমাদের সমস্তই সহ্য করিতে হইবে। এখন তুমি গিয়া বর্টন্ পত্নীকে পত্র লিখ। আমি তাহা ক্লাইভ প্রাসাদে পাঠাইয়া দিব।

এই সময়ে কাপ্তেন জেরাল্ড ধূমপান করিতে করিতে ক্ষেত্রমধ্যে পর্য্যটন করিতে ছিলেন। অকস্মাৎ তিনি দেখিতে পাইলেন, গোমস্তা ডেভিস্ তাঁহার অগ্রে গমন করিতেছে। তাঁহাকে বিরক্ত করিবার অভিপ্রায়ে জেরাল্ড দ্রুতপদে তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক বলিলেন 'ডেভিস্ একটু দাঁড়াও, অনেক দিন তোমার সহিত কোন কথা হয় নাই।'

ডেভিস্। মহাশয়, আপনি আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন মনে করিয়া, আপনার সহিত কথা কহিতে সাহস করি নাই।

জেরাল্ড। দেখ ডেভিস্, অনেক দিন তোমার প্রতারণা বুঝিতে পারিয়াছি। আমায় কোন মতে সেই বিবাহে আবদ্ধ করিতে পারিলেই, তোমার সম্ভ্রম বৃদ্ধি হইত; আর লুসি সম্ভ্রান্ত মহিলা মধ্যে গণ্য হইত। তাহা হইলে ডেভিসের অহঙ্কারের সীমা থাকিত না। আর লুসি হতভাগ্য, কলঙ্ক রেখাযুক্ত পলাতক সৈন্যের পত্নী হইত না।"

ডেভিস্। আপনি ও কথা উত্থাপন করিবেন না।

জেরাল্ড। আমি শুনিলাম, তোমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী লইয়া সুখী নও। সে কি সত্য?

ডেভিস্। আপনার সাক্ষাতে অস্বীকার করিব কেন? আমার স্ত্রী বড় অমিত ব্যয়ী। বিবাহের পূর্ব্বে তাহার মুখে সদা সর্ব্বদাই হাসি ছিল। এখন দেখিতেছি সে রাক্ষসী!

জেরাল্ড। ডেভিস্, আর তোমার সহিত অপ্রণয় রাখিতে চাহিনা। কিন্তু তোমার বাটীতে সন্ধ্যাকালে তোমার সহিত কথোপকথন করিয়া যে আনন্দ লাভ করিতাম, তাহা এখনও ভুলি নাই।

ডেভিস্। কাপ্তেন রেড্ বরণ্ আপনার কথায় অত্যন্ত প্রীত হইলাম। এখন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার বাটীতে সিডার পান করিবেন আসুন।

জেরাল্ড এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, ডেভিসের সহিত গমন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মজ্ঞান শূন্য ডেভিস্ মনে করিলেন, জেরাল্ড দৈবক্রমে তাঁহার সুন্দরী পত্নীর সহিত গুপ্ত প্রণয়ে আবদ্ধ হইলে, তিনি সচ্ছন্দে পত্নীকে বিয়োজিত করিতে পারেন। এবং বিলাতী আইনানুসারে জেরাল্ডের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অনেক অর্থ প্রাপ্ত হইবেন।

তাঁহারা উপস্থিত হইলেন। এক জন দাসী আসিয়া দ্বার উদ্ঘাটীত করিল। মার্থা আর ডেভিসের গৃহে নাই, সে বিবাহ করিয়া সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। ডেভিস্ জেরাল্ডকে লইয়া বৈঠক খানায় উপস্থিত হইলেন। ডেভিস্ পত্নী উপবিষ্টা ছিলেন। জেরাল্ড তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন 'বিবি ডেভিস্ তোমাকে দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলাম।'

ডে-প। কাপ্তেন জেরাল্ড আসুন, আসুন।

ডেভিস্। মহাশয় আসন গ্রহণ করুন। আমি আপনার জন্য সিডার আনি।

ডেভিস্ প্রস্থান করিলেন। জেরাল্ড, ডেভিস্ পত্নীর সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে ডেভিস্ সিডার লইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি অন্তরাল হইতে বিবি ডেভিস্ ও জেরাল্ডের কথোপকথন শুনিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার অভিষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা আছে। জেরাল্ড দুই তিন গ্লাস সিডার পান করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

তিন চারি দিবস পরে, কাউন্টেস্ বর্টন্ তাঁহার কন্যা লেডী আডিলা ক্লাইভের সহিত রেভ্‌ন্বরণ্ প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। কাউন্টেস্ বর্টনের বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর। তিনি ধনশালী সামান্য বংশোদ্ভূত পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে প্রস্তুত, কিন্তু নির্ধন সদ্বংশজাত পাত্রকে কন্যাদান করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে।

লেডী আডিলা এক্ষণে বিংশতি বর্ষ বয়স্কা। তাঁহার ন্যায় রূপলাবণ্যবতী রমণী জগতে অতি বিরল। তাঁহার গঠন মনোহর; কেশরাজি ভ্রমর তুল্য কৃষ্ণবর্ণ; চক্ষু নীলবর্ণ; দন্তশ্রেণী মুক্তা সদৃশ।

তাঁহার ভ্রাতা বিবাহ করিয়া নগরে বাস করিতে ছিলেন। কেবল আডিলা ও তাঁহার জননী ক্লাইভ্ প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেন। অনেকেই আডিলাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু কাউন্টেস্ বর্টন কোন পাত্রই মনোনীত করেন নাই। তন্মধ্যে এক জন যুবক আডিলার হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন। পত্রের ভাবে কাউন্টেস্ বর্টন, রেভ্‌ন্বরণ্ পত্নীর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া ছিলেন, এবং বিপুল বিভব সম্পন্ন রেভ্‌ন্বরণ্ পুত্র জেরাল্ডের সহিত কন্যার বিবাহ দানে তাঁহার কোন আপত্তি ছিলনা। আডিলা অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন; কিন্তু তিনি কোন, বিষয়ে মাতার অভিপ্রায় বিরুদ্ধে কার্য্য করিতেন না।

জেরাল্ড, আডিলার অনুপম রূপলাবণ্য দর্শনে বিমোহিত হইলেন। তাঁহার জনক জননীর আনন্দের সীমা রহিল না। কাউন্টেস্ বর্টন তাঁহাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া পরম

প্রীতি লাভ করিলেন। জেন্ পিসী পূর্ব্বে ভিক্তরের কথা কিছুই জানিতেন না। তিনি এখন কিয়ৎপরিমাণে ভ্রাতার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

জেন্ পিসী।

-০:※:০-

আডিলার আগমনের প্রথম সপ্তাহে জেরাল্ড সর্ব্বদা তাঁহার নিকট থাকিতেন। আডিলাও তাঁহার জননী প্রাসাদ মধ্যে থাকিলে, তিনি তাঁহাদের সহিত কথোপকথন করিতেন। তাঁহারা শকটারোহণে বায়ু সেবনার্থ বহির্গত হইলে, তিনি অশ্বপৃষ্ঠে তাঁহাদের অনুসরণ করিতেন; আডিলা অধিকদূর ভ্রমণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, জেরাল্ড একমাত্র তাঁহার সহচর হইতেন। জেরাল্ড আডিলার সহিত সতত সদ্ব্যবহার করিতেন; সুতরাং আডিলা সর্ব্ব প্রথমে তাঁহার প্রকৃত স্বভাব জ্ঞাত হন নাই।

দ্বিতীয় সপ্তাহে কাউণ্টেস্ বর্টনের একটু অসুখ হইল। আডিলা জননীকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। তিনি অধিকাংশ সময় মাতার নিকট অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কেবল অপরাহ্নে একবার জেরাল্ডের সহিত ভ্রমণ করিতেন।

সন্ধ্যার পর জেরাল্ডের কোন কার্য্য ছিলনা। পিতা, মাতা ও জেন্ পিসীর সহিত আলাপন করা তাঁহার পক্ষে দুরূহ বোধ হইত। তজ্জন্য তিনি একদিন রাত্রি আটটার সময় ধূমপান করিতে করিতে ডেভিসের গৃহে উপস্থিত হইলেন। ডেভিস্ তখন বাটী ছিলেন না। জেরাল্ড বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন; ডেভিস্-পত্নী উপন্যাস পাঠ করিতেছেন। বিবি ডেভিস্, জেরাল্ডকে ঈর্ষ্যাপূর্ব্বক অনাদর প্রদর্শন করিলেন।

জেরাল্ড বলিলেন "তোমার কি হইয়াছে।"

ডেভিস্-পত্নী। কিছুই নয়; তবে অন্য রমণীর ন্যায় আমারও আত্মমর্য্যাদা আছে।

জেরা। আমি এক সপ্তাহ আসি নাই বলিয়া কি তুমি রাগ করিয়াছ?

ডে-প। না, তুমিত কাহারও অধীন নও, সুতরাং যাহা ইচ্ছা করিতে পার। যাও, তোমাদের বাটীতে যে যুবতী আসিয়াছেন, তিনি তোমার জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করিতেছেন।

জেরা। কিটী, তোমার এরূপ মনে করা অন্যায়।

ডে-প। কাপ্তেন রেডবরণ, আমায় এখন বিবি ডেভিস্ বলিয়া ডাকা উচিত।

জেরা। আচ্ছা তাহাই হইবে, তোমার আর রাগের প্রয়োজন নাই। এইবার হইতে আমি প্রায়ই তোমাদের বাটীতে আসিব।

এক্ষণে বিবি ডেভিস্, জেরাল্ডকে মদ্য, রুটী ও সুখাদ্য ফল আনিয়া দিলেন।

জেরা। ডেভিস্ এখন কোথায়?

ডে-প। হোটেলে মদ্যপান করিতে গিয়াছেন।

জেরা। মাতাল স্বামী কি ঘৃণার পদার্থ! আমার বোধ হয় তেজস্বিনী রমণীরা ইহা সহ্য করিতে পারেন না।

ডে-প। আমি তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করি, ডেভিস্ আসিলেই তাহা বুঝিতে পারিবে।

জেরা। ডেভিস্ আমায় দেখিলে যে রুষ্ট হইবেন।

ডে-প। তুমি পরদার অন্তরালে লুকাইয়া দেখিবে।

এরূপ কথোপকথনে রাত্রি এগারটা বাজিয়া গেল, সদর দরজার শব্দ হইল, ডেভিস্-পত্নী বলিলেন "তুমি এই বার লুকাও।"

জেরাল্ড লুকাইত হইবার অব্যবহিত পরেই ডেভিস্ বৈঠক-খানায় প্রবেশ করিলেন।

ডেভিস্-পত্নী বলিলেন "ডেভিস্ প্রত্যহ মাতাল হইয়া বাটী আসিতে তোমার লজ্জা বোধ হয় না?"

ডেভি। আর বক্তৃতায় কায নাই, উপরে যাই চল।

ডে-প। তুমি যাও; আমি যাইবনা।

ডেভিস্ সরোষে বলিলেন "এখনই চল।"

অধিকতর আপত্তিতে বিপদের সম্ভাবনা দেখিয়া ডেভিস্-পত্নী স্বামীর সহিত উপরে গমন করিলেন, গমন কালে ডেভিস্ দাসীকে ডাকিয়া বলিলেন "সারা আমরা উপরে চলিলাম; তুমি সব ঠিক করিয়া রাখ।"

সারা বৈঠকখানায় উপস্থিত হইল। জেরাল্ড তখন পরদা মধ্য হইতে বাহির হইলেন। তিনি সারার হস্তে দুইটী গিনি দিয়া বলিলেন "আমায় শীঘ্র বাটীর বাহির করিয়া দাও, আর তোমার প্রভুকে একথা বলিওনা।" সারা স্বীকৃত হইল। জেরাল্ড বাহিরেআসিলেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় জেরাল্ড, রেড্‌বরণ্‌ প্রাসাদের বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সার্‌ আর্চ্চিবাল্ড সংবাদ পত্র পাঠ করিতেছেন; রেড্‌বরণ্‌-পত্নী জেরাল্ডের বিবাহোপলক্ষে কাহাকে নিমন্ত্রণ করা হইবে চিন্তা করিতেছেন। জেন্‌পিসী একপার্শ্বে বসিয়া সূচী কার্য্যে নিযুক্তা রহিয়াছেন। জেরাল্ড প্রবেশ করিবা মাত্র তাঁহার মাতা বলিলেন "জেরাল্ড তুমি এত রাত্রে কোথায় ছিলে?"

জেরা। আমি পাদরী আর্ডেনের বাটীতে গিয়া ছিলাম।

জেন্‌-পিসী। বোধ হয়, আর্ডেন তোমায় পাইয়া বড় সুখী হইয়াছেন।

জেরা। হাঁ, তিনি আমার সহবাসে অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়াছেন।

জে-পি। মিঃ অর্ডেন তবে সর্ব্বব্যাপী! তিনি সন্ধ্যা হইতে আমাদের বাটীতে ছিলেন; এই মাত্র বাটী গমন করিলেন।

জেরাল্ড হাসিতে হাসিতে বলিলেন "আমি সেখানে একেবারেই যাই নাই। জেন্‌পিসী, তুমি আমায় অপ্রস্তুত করিবে মনে করিয়াছ? আমি ত আর কচি খোকা নয়।

জে-পি। না, না, তুমি অতি বুদ্ধিমান্‌।

ইত্যবসরে জেরাল্ড সবেগে কক্ষান্তরে গমন করিলেন।

আর এক সপ্তাহ গত হইল। এই সপ্তাহে জেরাল্ডের ব্যবহার দর্শনে আডিলা ক্লাইভ্‌ বুঝিতে পারিলেন যে, জেরাল্ড তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু আডিলা ইতিপূর্ব্বে অন্যের প্রতি অনুরক্তা হইয়াছেন, সুতরাং তিনি আর জেরাল্ডের সহিত একাকী থাকিতেন না।

একদিন প্রাতঃকালে জেরাল্ড বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, জেন্‌পিসী বসিয়া আছেন। তিনি প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় জেন্ বলিলেন "জেরাল্ড আডিলাকে বিবাহ করিবার আশা ছাড়িয়া দাও; তিনি রেজিনাণ্ড হার্ব্বার্টকে হৃদয় সমর্পন করিয়াছেন।"

"আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করিনা" বলিয়া জেরাল্ড প্রস্থান করিলেন। অনন্তর তিনি মাতার নিকটে গিয়া জেন্‌পিসীর কথা সত্য কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। রেড্‌বরণ্-পত্নী বলিলেন "তোমার পিসীর কথা শুনিওনা; সে সমস্ত মিথ্যা কথা বলিয়াছে।" এমন সময় স্যার্ আর্চ্চিবাল্ড আসিয়া বলিলেন; "তোমরা শুনিয়াছ? বদমাইস্ বেটস্ পলায়ন করিয়াছে। জেরাল্ড সে কথায় কর্ণ পাত না করিয়া উদ্যানে গমন করিয়া দেখিলেন, তথায় কাউণ্টেস্ বর্টন ও আডিলা ক্লাইভ্ ভ্রমণ করিতেছেন। কাউণ্টেস্ জেরাল্ডকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। তিন জনে কিয়ৎকাল ভ্রমণ করিলে পর, কাউণ্টেস্ বর্টন্ বলিলেন; "আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছি, অতএব বাটীর মধ্যে গমন করি। তোমরা উভয়ে ভ্রমণ কর।"

কাউণ্টেস্ প্রস্থান করিলেন।

জেরা। কুমারী আডিলা, চল আমরা 'ওকুলে' পল্লীর নিকটস্থ রমণীয় শোভা দেখিয়া আসি।

আডিলা শিষ্টাচারের অনুরোধে অনিচ্ছাসত্বেও জেরাল্ডের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। জেরাল্ড তাঁহার সহচরীকে নানাবিধ দৃশ্য দেখাইতে দেখাইতে ওকুলে সন্নিহিত উদ্যানাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ থাকা অসঙ্গত মনে করিয়া,

কুমারী আডিলা জিজ্ঞাসা করিলেন " এই রমণীয় বাস ভবন কাহার?"

জেরা। আমাদের গোমস্তা ডেভিসের বাটী। পূর্ব্বে ডেভিসের চরিত্র ভাল ছিল, কিন্তু এক্ষণে সে সুরাসক্ত হইয়াছে। আমি এ বিষয় পিতার নিকট উত্থাপন করিব। ডেভিসের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সুন্দরী বটে, কিন্তু অতিশয় বিলাস প্রিয়া। এই বিবাহই ডেভিসের কষ্টের কারণ।

আডি। তবে সার্ আর্চ্চিবাল্ড রেড্‌বরণের নিকট, ডেভিসের চরিত্রের কথা উত্থাপন না করাই ভাল।

জেরা। আমি প্রীত মনে তোমার আদেশ পালন করিব।

আডিলা লজ্জায় অধোমুখী হইলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে, জেরাল্ড সত্য সত্যই তাঁহার নিকট প্রণয়ের কথা উত্থাপন করিতেছেন।

ইতিমধ্যে ডেভিস্-পত্নী বেশভূষায় সজ্জিতা হইয়া আসিয়া জেরাল্ডকে জিজ্ঞাসা করিলেন " কেমন আছ?" এবং হস্তকম্পনার্থ স্বীয়হস্ত প্রসারিত করিলেন। জেরাল্ড অগত্যা ডেভিস্-পত্নীর হস্তকম্পন করিতে বাধ্য হইলেন এবং তাঁহার নিকট কুমারী আডিলার পরিচয় দিয়া রূঢ় ভাবে তাঁহাকে বিদায় দিলেন। অনন্তর আডিলার সন্দেহ ভঞ্জনার্থ জেরাল্ড বলিলেন; " উনি আমার পিতার কোন ধনশালী প্রজার সহধর্ম্মিণী।" পরক্ষণেই ধর্ম্মযাজক আর্ডেন আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া বলিলেন " ডেভিস্ সামান্য লোক; তাহার স্ত্রীর এত বহুমূল্য পরিচ্ছদ কেন? জেরাল্ড কথাটী চাপা দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন মতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

আডিলা আগ্রহ সহকারে বলিয়া উঠিলেন সে কি! কাপ্তেন রেড্‌বরণ্‌ বলিলেন "উনিত ডেভিস্‌-পত্নী নন।"

আর্ডে। আমার দেখিবার ভ্রম হয় নাই; এই মাত্র সে আমার পার্শ্বদিয়া চলিয়াগেল।

জেরা। না, না। উনি কি ডেভিসের স্ত্রী? আমি মনে করিয়া ছিলাম উনি বিবি টমকিন্‌স্‌!

আর্ডে। বিবি টমকিন্‌স্‌! এক বৎসর যে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

জেরা। তবে আমার ভ্রম হইয়াছে।

অনন্তর আডিলাকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন "অধিকদূর গমন করিলে, আপনি বোধ হয় ক্লান্ত হইবেন।"

আডি। আমিও তাই অনুমান করি।

জেরাল্ডের হস্ত পরিত্যাগ করিয়া আডিলা বলিলেন "আমি একটু একাকী ভ্রমণ করি।"

পাদরী অর্ডেন তাঁহাদের নিকট বিদায়গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। আডিলাও জেরাল্ড, রেড্‌বরণ্‌ প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিলেন। জেরাল্ডের ঈদৃশ ব্যবহারে আডিলার মনে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইল, তিনি শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার পূর্ব্ব প্রণয়াকাঙ্খী, উদারচেতা রেজিনাল্ড হার্ব্বার্টকে চিন্তা করিতে করিতে রোদন করিতে লাগিলেন।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রণয় পত্রিকা।

—:*:—

সায়ংকালে জেরাল্ড ধূমপান করিতে করিতে ডেভিসের গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া শুনিলেন; ডেভিস্ বাটী নাই; তখন তিনি বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, বেশভূষায় সজ্জিতা ডেভিস্-পত্নী কিটী অভিমান সাগরে মগ্না। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর কিটী জেরাল্ডের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। জেরাল্ড কিটীর মুখ চুম্বন করিলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ দ্বার উন্মুক্ত হইল, পরিচারিকা সারা পাত্র হস্তে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ডেভিস্-পত্নী শশব্যস্ত হইয়া একখানি আসন গ্রহণ করিলেন। জেরাল্ড মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে গুণ গুণ করিতে লাগিলেন। পরিচারিকা বাক্যস্ফুট না করিয়া পাত্র রাখিয়া প্রস্থান করিল। সারা কি তাহাদের চুম্বন দেখিয়াছে?

ডেভিস্-পত্নীর বিষম অন্তর্যাতনা উপস্থিত হইল। জেরাল্ডকে প্রশ্রয় দিয়া কতদুর গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন বুঝিতে পারিলেন। এতদিন পরে তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি জেরাল্ডকে প্রস্থান করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন।

জেরাল্ড বলিলেন "নিতান্তই যদি যাইতে হইল, আমার একটু

অনুরোধ রাখিও। আমি একটী সামান্য উপহার পাঠাইব, সারাকে মিডল্‌টনের ডাকগাড়ী হইতে আনিতে বলিও।"

ডেভিস্-পত্নী অগত্যা সম্মত হইলেন; প্রস্থানকালে জেরাল্ড পরিচারিকা সারাকে উৎকোচ স্বরূপ একটী গিনি প্রদান করিয়া গৃহে গমন করিলেন।

পরদিন প্রত্যুষে জেরাল্ড মিডল্‌টনে গমন করিলেন; এবং একটী বহুমূল্য রেশমী পরিচ্ছদ ক্রয় করিয়া, ডেভিস্-পত্নীর নামে ডাকে পাঠাইয়া দিলেন।

যথাসময়ে, জেরাল্ড প্রদত্ত উপহার ডেভিস্-পত্নীর হস্তগত হইল। মনোরম পরিচ্ছদ দর্শনে তাঁহার হৃদয় বিমোহিত হইল। মোহ অল্পে অল্পে তাঁহার হৃদয় রাজ্য পুনরধিকার করিল। কিটী জেরাল্ডকে আসিবার জন্য পত্র লিখিলেন। পরিচারিকা সারা প্রণয়পত্রিকা জেরাল্ডকে দিয়া আসিল।

সন্ধ্যার পর ডেভিস্ গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন। কিটী জেরাল্ড প্রদত্ত মনোরম পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন। সার্দ্ধ আট ঘটীকার সময় জেরাল্ড আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিটীর আনন্দের আর সীমা রহিল না। উভয়ের নানাবিধ কথোপকথন হইতে লাগিল। প্রেমোন্মত্ত জেরাল্ড কিটীর মুখচুম্বন করিলেন। কি বিড়ম্বনা! আবার যে দ্বার খুলিল! আবার দাসী সারা আসিয়া উপস্থিত! ডেভিস্-পত্নী কক্ষান্তরে প্রস্থান করিলেন; এবং দাসীকে ডাকিয়া বলিলেন "জেরাল্ডকে বাটী যাইতে বল।" জেরাল্ড সরোষে ডেভিস্ ভবন পরিত্যাগ করিলেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রাতর্ভোজনকক্ষ।

—ঃ*ঃ—

পরদিন প্রাতঃকালে, রেড্‌বরণ্‌ পরিবারে, নিমন্ত্রিতা কাউণ্টেস্ অফ্‌বর্টন ও আডিলা ক্লাইভের সহিত প্রাতর্ভোজন কক্ষে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় জনৈক পত্রবাহক কয়েকখানি চিঠি ও সংবাদ পত্র দিয়া গেল। আর্চ্চিবাল্ড রেড্‌বরণ্‌ একখানি সংবাদ পত্র দেখিতে দেখিতে একটু চমকিত হইলেন, রেড্‌বরণ্‌পত্নী জিজ্ঞাসা করিলেন "কিছু বিশেষ সংবাদ আছে না কি?" আর্চ্চিবাল্ড বলিলেন "না, বিশেষ সংবাদ কিছুই নাই; তবে একটা রাজনৈতিক সংবাদ—তাহা তোমার শুনিবার প্রয়োজন নাই।"

ক্ষণকাল পরে পাদরী আর্ডেন আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, গোমস্তা ডেভিস্ পূর্ব্বরাত্রে তাঁহার পত্নী কিটীকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। কিটী তাঁহার পিতা ডাক্তার করিসিম্বের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ইতিমধ্যে জেন্‌পিসী রেড্‌বরণের সংবাদ পত্রখানি দেখিতে আরম্ভ করিলেন।

ক্ষণমধ্যে দ্বারবান একখানি পত্র দিয়া গেল। পত্র পাঠ করিয়া আর্চ্চিবাল্ড বলিলেন "গোমস্তা ডেভিস্ পদত্যাগ করিল। হটাৎ তাহার এরূপ করিবার কারণ কি?"

জেন্। যথা সময়ে সকলই প্রকাশিত হইবে, কিন্তু আমিত

কোন রাজনৈতিক সংবাদ দেখিতেছি না। খবরের মধ্যে একটী মৃত্যু সংবাদ।

আর্চ্চি। ভগিনী ক্ষান্ত হও। এখন মৃত্যুর কথায় কায নাই।

জেন্। পাদরী আর্ডেনহীত বলেন যে, আমাদের জীবনের ক্ষণস্থায়ীত্ব সম্বন্ধে সর্ব্বদা চিন্তা করা উচিত। আহা! ফার্ডিন্যাণ্ড ষ্টানস্ফিল্ড মূর্চ্ছারোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এখন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রেজিনাণ্ড হার্ব্বার্ট অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেন।

এই হার্ব্বার্টই আডিলার হৃদয় রাজ্যের অধিপতি। হার্ব্বার্ট বিপুল বিভবের অধিকারী হইয়াছেন শুনিয়া, আডিলার হৃদয় উৎসাহে পরিপূর্ণ হইল—মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইল—লোচন যুগল হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তখন কুমারী আডিলা মনোভাব গোপন করিতে না পারিয়া কক্ষান্তরে গমন করিলেন। কন্যার অসুখ হইয়াছে ভান করিয়া, মাতাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। এই ঘটনায় প্রায় সকলেই অল্লাধিক বিমর্ষ হইলেন।

কয়েক মিনিট পরেই জেরাল্ড, ডেভিস্ ও ডেভিস্-পত্নীর বিস্তৃত বিবরণ শ্রবণার্থ পল্লীমধ্যে গমন করিলেন, এবং রয়াল-ওক্ হোটেলে প্রবেশ করিয়া একগ্লাস মদ্যপান করিলেন। কিন্তু কিটী সম্বন্ধে অধিক কিছুই জানিতে পারিলেন না। জেরাল্ড প্রত্যাগমন করিলে, তাঁহার মাতা বলিলেন "জেরাল্ড কাউণ্টেস্ অফ্ বর্টনের সন্দেহ হয় যে, তুমি ডেভিসের এই ব্যাপারে সংলিপ্ত। তদ্ভিন্ন তাঁহার কন্যাদানে কোন আপত্তি নাই।"

জেরা। ডেভিসের সহিত আমার কি?

রেড্‌-পত্নী। আমারও বিশ্বাস তাই। তবে আমি, কাউন্টেস্‌কে বলিয়া সমস্ত মীমাংসা করিব।

এইকথা বলিয়া রেড্‌বরণ্‌-পত্নী অন্যত্র গমন করিলেন, এবং জেরাল্ড অশ্বারোহণে বহির্গত হইলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে সকলে প্রাতর্ভোজন কক্ষে উপস্থিত হইলেন। ক্ষণকাল পরে পত্রবাহক কয়েক খানি চিঠী ও সংবাদ পত্র দিয়া গেল। শিরোনামা গুলি পাঠ করিতে করিতে আর্চ্চিবাল্ড বলিলেন "জেরাল্ড এখানি তোমার চিঠী—ইহাতে মিড্‌লটন পোষ্টাফিসের চিহ্ন রহিয়াছে, এটর্নি ফ্লিস্‌ওয়েলের হস্তাক্ষর দেখিতেছি, তোমার কাছে তাহার কি প্রয়োজন? জেরাল্ড বলিলেন "ফ্লিস্‌ওয়েলের সহিত আমারত কোন সংশ্রব নাই। আমায় চিঠি দিন, আমি দেখিতেছি।"

আর্চ্চিবাল্ড ভগিনীর হস্তে পত্র দিয়া বলিলেন "জেরাল্ডকে দাও।"

জেন্‌পিসী জেরাল্ডকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি পড়িব?"

জেরাল্ড স্বীয় চরিত্রের পবিত্রতা প্রদর্শনার্থ বলিলেন "তাহাতে আমার আপত্তি কি? উচ্চৈঃস্বরে পাঠ কর। উহাতে আমার কোন গুপ্ত বিষয় নাই।"

জেন্‌পিসী ধীরভাবে পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।

নং৭ হাইষ্ট্রীট, মিড্‌লটন

১৪ই জুন, ১৮৩৫খৃঃ।

"ডেভিস্‌ বনাম জেরাল্ড"

মহাশয়,

মিঃ পিটার ডেভিস্ তাঁহার স্ত্রী হরণের জন্য ক্ষতিপূরণের দাবি দিয়া, আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে আমায় অনুরোধ করিয়াছেন। অনুগ্রহ পূর্ব্বক পরবর্ত্তী ডাকযোগে আপনার এটর্ণির নাম প্রেরণ করিবেন।

একান্ত বশম্বদ

"কাপ্তেন রেড্‌বরণ্।" ফ্রান্সিস্ ফ্লিস্‌ওয়েল।

পাঠ সমাপ্তি মাত্র কাউন্টেস্ অফ্ বর্টন আসন পরিত্যাগ করিয়া, কন্যার হস্তধারণ পূর্ব্বক বলিলেন "আডিলা চল, আমরা এই মুহূর্ত্তেই গৃহে গমন করি।"

আর্চ্চিবাল্ড ভগিনীর হস্ত হইতে পত্র খানি লইয়া বলিলেন "তোমারই কু অভিপ্রায়ে এই কাণ্ড হইল।"

জেন্‌পিসী বলিলেন "জেরাল্ড পড়িতে বলিয়াছিল তাই পড়িয়াছি।"

রেড্‌বরণ্-পত্নী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। জেরাল্ড এই অবসরে প্রস্থান করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে কাউন্টেস্ অফ্ বর্টন কন্যা সমভিব্যাহারে স্বগৃহে গমন করিলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সুরাপানাগার।

—:০:—

পাঠক, লনস্‌ডেল দম্পতী এখন কি করিতেছেন দেখি আস্থন। ফ্রেড্‌রিক্ লনস্‌ডেল বেট্‌স্‌কে যে প্রতিহিংসা-পূর্ণ পত্র লিখিয়া ছিলেন, লুসি তাহা দেখিয়া ছিলেন। তিনি ফ্রেড্‌রিক্‌কে বলিলেন, "পতিত শক্রর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা অন্যায়; তুমি ঐ পত্র পাঠাইওনা।" কিন্তু ফ্রেড্‌রিক্ সে কথা শুনিলেন না।

লুসির মনে হইল যে, এখন স্বামীর প্রতিহিংসা বৃত্তি নিবৃত্ত হওয়ায় তাঁহার অন্তঃকরণ ও কিয়ৎ পরিমাণে প্রশান্তভাব ধারণ করিবে। পত্র প্রেরণের পর কয়েক সপ্তাহ ফ্রেড্‌রিক্ বাহিরে প্রফুল্ল ভাব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার পৃষ্ঠদেশে কশাঘাতের চিহ্ন বিদ্যমান এবং পার্শ্বদেশ দগ্ধ করিয়া তাঁহাকে যে পলাতকের চিহ্নে অঙ্কিত করা হইয়াছিল, তাহা তিনি লুসির নিকট গোপন রাখিয়া ছিলেন।

ফ্রেড্‌রিক্ যখন সংবাদ পত্রে পাঠ করিলেন যে, বেট্‌স্ দ্বীপান্তরিত হইবার সময় প্রহরীদিগের হস্ত হইতে পলায়ন করিয়াছে, তাঁহার বোধ হইল যেন নূতন বিপদ আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। বাহ্যিক প্রফুল্লভাব একেবারে অন্তর্হিত হইল। তাঁহার আকস্মিক পরিবর্তন দর্শনে লুসি অতিশয়

চিন্তিত হইলেন। তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সদুত্তর পাইতেন না, সুতরাং তাঁহার মনে হইল যে, ফ্রেডরিক্ সৈন-দলে নূতন যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, কিন্তু তাহা শ্রবণ করিয়া প্রিয়পত্নীর মনে কষ্ট হইবে এই আশঙ্কা করিয়া, তাঁহার নিকট সমস্ত গোপন করিতেছেন। এই চিন্তায় লুসির মন স্বামীর প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হইল যে, যদি তাঁহার গভীর প্রেমের বৃদ্ধি সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে তখনই সেই প্রেম বর্দ্ধিত হইত।

এক্ষণে বলা উচিত যে, মাঞ্চেষ্টারে আগমনাবধি লুসি কার্য্য সংগ্রহ করিয়া কিছু উপার্জ্জন করিতেন। ফ্রেডরিকের পরিবর্ত্তন না হইলে, এখানেও তাঁহাদের জীবন সুখে অতিবাহিত হইত। ফ্রেডরিক্ সমস্ত অবকাশ কাল গৃহে যাপন করিতেন; এখন ও তিনি কোন প্রলোভনের বশীভূত হন নাই; বিষম অন্তর্ঘাতনা দূরীকরণার্থ এখন ও তাঁহাকে সুরাদেবীর উপাসনা করিতে হয় নাই; এবং এখন ও তিনি পরিমিতাচারী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার বাহ্যিক ব্যবহার ও প্রকৃতি পরিবর্ত্তন হইতেছিল। পুত্র ফ্রেডিকে পড়াইতে পড়াইতে কখন কখন তিনি আত্মহারা প্রায় হইতেন; কখন বা সহসা চমকিত হইয়া কক্ষ মধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেন। প্রেমময়ী লুসি তখন স্বীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেন, এবং মৃদু মধুর বাক্যে অতীত চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, আশাপ্রদ ভবিষ্যত চিন্তায় নিযুক্ত হইতে অনুরোধ করিতেন। তখন তিনি দুঃসহ পূর্ব্ব কষ্ট বিস্মৃত হইয়া প্রেমভরে পত্নী ও পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া পুনর্ব্বার পুত্রের অধ্যাপনায় নিযুক্ত হইতেন। মধ্যে

মধ্যে তাঁহার ঈদৃশ মানসিক চাঞ্চল্য উপস্থিত হইত। সূচীকার্যে নিযুক্তা লুসি মধ্যে মধ্যে স্বামীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন।——প্রশান্তভাব দেখিলে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না, কিন্তু প্রিয়তম বদন বিষাদাচ্ছন্ন দেখিলে তাঁহার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইত।

বেট্‌সের পলায়নের প্রায় একপক্ষ পরে, একদিন প্রাতঃকালে ফ্রেড্‌রিক্ প্যারেডের পূর্ব্বে গৃহে আগমন করিলেন। তিনি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, লুসি সংজ্ঞাশূন্যা হইয়া শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, গৃহস্বামিনী তাঁহাকে সচেতন করিবার নিমিত্ত সাধ্যমত যত্ন করিতেছেন, এবং বালক ফ্রেডি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। তৎকালে সেই হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখিয়া, পতিপ্রাণা লুসির প্রেম ভিন্ন সমস্ত চিন্তা ফ্রেড্‌রিকের মন হইতে অন্তর্হিত হইল। উন্মত্ত প্রায় ফ্রেড্‌রিক্ মনে করিলেন লুসির মৃত্যু সন্নিকট, কিন্তু গৃহস্বামিনী তাঁহাকে আশ্বাস প্রবোধ দিলেন। ক্রমে ক্রমে লুসির জীবন লক্ষণ লক্ষিত হইল, এবং ফ্রেড্‌রিকের আশঙ্কাও কিয়ৎ পরিমাণে প্রাপ্ত হইল।

ক্ষিপ্তপ্রায় ফ্রেড্‌রিক্ বলিলেন, "কি হইয়াছে? কেন এরূপ হইল? প্রিয় লুসির কি অসুখ হইয়াছে?"

গৃহস্বামিনী টেবিলের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "বোধহয় ঐ চিঠী খানিই ইহার মূল।"

বালক ফ্রেডি অস্ফুটস্বরে বলিল "হাঁ বাবা, মা ঐ চিঠী খানি পড়িয়াই বিছানায় পড়িয়া গিয়াছেন।" ফ্রেড্‌রিক্ দ্রুতপদে টেবিলের নিকট গিয়া পত্র গ্রহণ পূর্ব্বক পাঠ করিতে লাগিলেন।

"ফ্রেডরিক্-পত্নী

তোমার স্বামী আমায় দেশচ্যুত করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হন নাই। তিনি মিড্‌ল্‌টন কারাগারে আমায় যে পত্র লিখিয়া ছিলেন আমি তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং আমি নিশ্চয়ই তাহার প্রতিশোধ লইব। আমার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত, আমি তাঁহার অনিষ্ট চেষ্টায় নিযুক্ত রহিলাম। তোমায় এখন একটী গুপ্তকথা বলি। তোমার স্বামীর স্বভাব যতদুর জানি, তাহাতে বোধ হয়, তিনি কখন তোমায় একটী কথা বলেন নাই। তুমি জান যে, তোমার স্বামী দুইবার কশাঘাত দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, তুমি তোমার স্বামীর চিহ্নিত হওয়ার কথা জান না। তাঁহার বাম পার্শ্বে চিহ্নিত "D" অক্ষরটী তোমায় দেখাইতে বলিও।

তোমার স্বামীর চিরশত্রু

ওবাড়িয়া বেট্‌স্।"

"পুনশ্চ, চিঠীতে লণ্ডন পোষ্টাফিসের চিহ্ন দেখিয়া তোমায় স্বামী যেন মনে করেন না যে, আমি সহজে ধরা পড়িব। আমি তত নির্বোধ নহি।"

পত্রের যে অংশে ফ্রেড রিকের জীবনের দুরপনেয় কলঙ্কের কথা প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা পাঠকালে তাঁহার কণ্ঠ হইতে বিকট শব্দ উত্থিত হইল। তাঁহার হৃদয় মধ্যে যেন নরক যন্ত্রণা উপস্থিত হইল—তিনি ক্রোধভরে পত্রখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া পদদলিত করিলেন—তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল। চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। গৃহস্বামিনী বিস্মিত

হইয়া চাহিয়া রহিলেন ; বালক ফ্রেড়ি ভয়বিহ্বল হইল। ক্রমশঃ লুসির চৈতন্য হইতেছিল। তিনি চক্ষুরুন্মীলিত করিয়া দেখিলেন যে, ফ্রেড্রিক্ সেই ভীষণ পত্রিকা পাঠ করিতেছেন। তখন ফ্রেড্রিক্ শয্যাভিমুখে ধাবিত হইয়া লুসিকে উপবেশন করাইলেন এবং পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন। ক্ষণকাল পরে গৃহস্বামিনীকে প্রস্থান করিতে সঙ্কেত করা হইল। বিষাদ রাশি পুনর্ব্বার ফ্রেড্রিক্‌কে আচ্ছন্ন করিল। লুসি তাঁহার সান্ত্বনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

ফ্রেড্রিক্ বলিলেন "লুসি, আমি কি চিহ্নিত হতভাগ্য নহি? আমি কি তোমার ন্যায় সাধ্বীরমণীর প্রণয়ের উপযুক্ত পাত্র?"

লুসি। একি কথা ফ্রেড্রিক্? আমার প্রণয়ের কি পরিবর্ত্তন আছে? তুমি আর কখনও এরূপ কথা বলিওনা।—তুমি এখন এখানে কেন? প্যারেড——

ফ্রেড্। ঠিককথা! পুনরায় যেন আমি পলাতক বলিয়া চিহ্নিত না হই।

এইকথা বলিয়া ফ্রেড্রিক্ দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। সেনানিবেশে প্রবেশ পূর্ব্বক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার্থ সৈন্য শ্রেণীতে প্রবেশ করিলেন। শিক্ষাকালে তিনি অচেতন যন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিকটস্থ সহচর সৈনিকেরা মনে করিলেন, তিনি সুরাপান করিয়াছেন। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে একজন সহচর তাঁহাকে উপহাসাচ্ছলে বলিলেন "ভাই ফ্রেড্রিক্ তোমার যে নূতন ভাব দেখিতেছি। সাবধান, ল্যাংলে যেন দেখিতে না পায়। দুষ্টদিগের খাতায় তোমার নাম আছে।"

ফ্রেড্। কেন, তুমি কি মনে কর আমি মদ্যপান করিতেছিলাম?

সহচর। আমি কিছু মনে করি না। আমি জানি তুমি মদ্যপান করিয়াছ। সকলেই তাহা বলিতে পারে। তাহাতে আর দোষ কি? মধ্যে মধ্যে আমাদের মনোকষ্ট দূর করা চাই, আর পরমেশ্বর জানেন সামান্য সৈনিকদিগকে সময়ে সময়ে কত কষ্ট পাইতে হয়।

ফ্রেড্। কি! সুরাপানে মনোকষ্ট দূর করে?

সহ। হাঁ তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? এক গ্ল্যাস এল মদ্যে হৃদয়কে প্রফুল্ল করে—আর অর্থ থাকিলে এক গ্ল্যাস ব্রাণ্ডিতে আরো ভাল হয়।

ফ্রেডরিক্ যেন একটী নূতন উপায় প্রাপ্ত হইলেন। ক্ষিপ্ত-প্রায় হইয়া বলিলেন "কি! ব্রাণ্ডিতে মন প্রফুল্ল করে? এস, তোমরা ছয়জন আমার সঙ্গে এস, আমি আজ তোমাদের মদ খাওয়াইব। এই স্থানের যন্ত্রণা দূর করিবার জন্য আমি যে কোন কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছি।" অনন্তর দক্ষিণ হস্তদ্বারা বাম-পার্শ্বস্থ " D " চিহ্নটী দেখাইয়া বলিলেন "উত্তপ্ত লৌহ খণ্ডের ন্যায় ইহা আমায় যন্ত্রণা দিতেছে।" উন্মত্ত প্রায় ফেড্রিক্ দ্বিগুণতর উত্তেজিত হইয়া বলিলেন "এস, ছয়জন এস, আমরা ব্রাণ্ডি পান করিয়া দুঃখ দূর করিব।"

হতভাগ্য ফ্রেড্রিক্ সবেগে সুরার দোকানে চলিলেন। সহচর বৃন্দ নৃত্য করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। দোকানে প্রবেশ করিয়া তিনি এক বোতল ব্রাণ্ডি ক্রয় করিলেন। ফ্রেড্রিক্ এক গ্ল্যাস ব্রাণ্ডি পান করিলেন। তাহার জীবনে এই প্রথম সুরাপান হইল। অনুতাপ তাঁহার

হৃদয়ে শেলবিদ্ধ করিতে লাগিল। মুহূর্ত্তমধ্যে মনের গতি ফিরিল—অস্বাভাবিক উত্তেজনা দূরীভূত হইয়াগেল। তিনি সহসা দোকান হইতে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। সঙ্গীরা কিয়ৎক্ষণ বিস্মিত হইয়া, অবশিষ্ট মদ্য পান করিতে আরম্ভ করিলেন।

পথিমধ্যে লুসির প্রাতঃকালীন অবস্থার বিষয় ফ্রেড্রিকের স্মৃতিপথে উদিত হইল—ঘোর অন্তর্য্যাতনা তাঁহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তিনি মনে করিলেন, সেনানিবেশে ছুটী হইবা মাত্র তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীকে দেখিতে আসাই উচিত ছিল। বস্তুতঃ তাঁহার আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল এবং এপর্য্যন্ত সৎপথে আসিয়া এই প্রথম পাপকার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হইলেন। ফ্রেড্রিক্ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন লুসি স্বকার্য্যে নিযুক্তা, বালক ফ্রেডি পাঠাভ্যাসে প্রবৃত্ত। আমাদের নায়ক কক্ষ প্রবেশ করিবা মাত্র লুসির কার্য্য পরিত্যক্ত হইল। বালকের পাঠ বন্ধ হইল। ফ্রেড্রিক্ প্রথমে পত্নী পরে পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন। আহা! লুসি ভয় চকিত নেত্রে স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিলেন কেন? ফ্রেড্রিকের নিশ্বাসের সহিত সুরার গন্ধ নিঃসৃত হইতেছে!

অকপট ফ্রেড্রিক্ কিছুমাত্র গোপন না করিয়া বলিলেন, "প্রিয়তমা লুসি, আমি স্বীকার করিতেছি যে, একেবারে হতাশ হইয়া মদের দোকানে গিয়াছিলাম। এরূপ আর কখন হইবেনা। তুমি আমার কথায় বিশ্বাস কর। আমি পূর্ব্ববৎ তোমার বিশ্বাসই প্রার্থনা করি।"

লুসি নীরবে স্বামীর হস্ত চাপিয়া ধরিলেন; কারণ অশ্রু

নিবারণ ও হৃদয়ের ভাব দমন করিতে লুসির অনেক কষ্ট হইয়াছিল। দিবসের অবশিষ্টাংশ ফেড্রিকের সদালাপ ও সদাচরণে লুসি প্রকৃতিস্থ হইলেন, এবং মনে করিলেন যে, ক্ষণিক চিত্ত দৌর্ব্বল্য তাঁহার স্বামীকে কুপথে লইয়া গিয়াছিল। তাহা কুপথের প্রথম সোপান না হইয়া, সর্ব্বদা সৎপথের প্রহরী স্বরূপ হইল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অন্ধকারময় সঙ্কীর্ণ পথস্থিত গৃহ।

—:*:—

কাপ্তেন রেড্‌বরণ্ অসন্তুষ্ট চিত্তে সৈন্যদলে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। একদিকে উচ্চবংশোদ্ভূতা আভিলা ক্লাইভ্ তাঁহার প্রণয় অগ্রাহ্য করিয়া বাটী গমন করিয়াছেন, অন্যদিকে ডেভিস্-পত্নীর সহিত ব্যাভিচার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছেন। এই উভয় কারণে তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হওয়ায় স্বীয় গ্রামে অবস্থিতি করা তাঁহার অত্যন্ত কঠিন হইয়াছিল। অধিকন্তু সৈন্যদলে এই দুই সংবাদ অতিরঞ্জিত ভাবে উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার সহচরগণ তাঁহাকে তীব্রভাবে উপহাস করিতে আরম্ভ করিলেন।

একদিবস তিনি এতদূর অপমানিত ও রাগন্বিত হইলেন যে, আহার স্থান হইতে বহির্গত হইয়া সেননিবেশ প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, প্রথমে যাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে তাহারই প্রতি ক্রোধ প্রদর্শন করিবেন।

ঘটনা ক্রমে সার্জ্জেণ্ট ল্যাংলে সেই সময় মদ্যপান করিয়া টলিতে টলিতে যাইতে ছিলেন। তিনি রেড্‌বরণ্‌কে দেখিয়া, সরলভাবে চলিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহাকে সেলাম করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলেন।

রেড্‌বরণ্‌ চীৎকার করিয়া কহিলেন "ল্যাংলে, সার্জ্জেণ্ট মেজর ল্যাংলে। এক কথা শুন।"

ল্যাংলে পুনর্ব্বার সেলাম করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন।

জেরা। সার্জ্জেণ্ট ল্যাংলে, তুমি মদ্যপান করিতেছিলে—তুমি মাতাল হইয়াছ।

ল্যাংলে। কাপ্তেন রেড্‌বরণ্‌, বিহিত সম্মান পুরঃসর আমার নিবেদন এই যে ইহা অসম্ভব। মহাশয়, আপনার বিরুদ্ধে কথা কহা অপেক্ষা আমি স্বয়ং দোষী হইতে প্রস্তুত আছি। আপনি আদর্শ——

জেরাল্ড কহিলেন, "হাঁ, হাঁ আমার ভ্রম হইতে পারে" এবং ফিরিয়া যাইবার সময় মনে মনে বলিলেন "বোধ হয় আমার ভ্রম হয় নাই, যদিও—কিন্তু ল্যাংলে বড় ভাললোক।"

বস্তুত জেরাল্ড রেড্‌বরণ্‌ ধূর্ত্ত ল্যাংলের তোষামোদে বশীভূত হইলেন। অনন্তর তিনি একটী চুরট মুখে করিয়া মাঞ্চেষ্টারের রাজপথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে মিঃ ল্যাংলে উক্ত বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া,

সভয়ে স্বীয় কক্ষে গমন করিতে ছিলেন। সেই সময়ফে্ড্রিক্ লন্স্‌ডেল ও বাসা হইতে ব্যারাকে আসিতে ছিলেন। তিনি সিঁড়ীতে উঠিবার সময় কোন ভারী দ্রব্য পতনের শব্দ শ্রবণ করিলেন। নিকটে গিয়া দেখিলেন, ল্যাংলে সিঁড়ীরতলে পতিত রহিয়াছেন। ফ্রেড্রিক্ তাঁহাকে উত্তোলিত করিলেন, কিন্তু কৃতঘ্ন ল্যাংলে ইহার প্রত্যুপকার স্বরূপ বলিলেন "ফ্রেড্-রিক্ তুমি মদ্যপান করিয়াছ।"

ফ্রেড্। না মহাশয়।

ল্যাংলে। ওকথা বলিওনা, তুমি দাঁড়াইতে পারিতেছনা—তোমার চক্ষু লাল। আর আমি মদের গন্ধ পাইতেছি।

ফ্রেড্। তাহার সন্দেহ নাই।

ল্যাংলে। কি বলিতেছ; তুমি অত্যন্ত মাতাল হইয়াছ। এইমাত্র পড়িয়া গিয়াছিলে।

ফ্রেড্। মিঃ ল্যাংলে আপনি আর একটী কথা বলিলে আমি এখনই সাক্ষী ডাকিব এবং তিনি আমাদের পরিচ্ছদ দেখিলেই কে পড়িয়া গিয়া ছিলেন বলিতে পারিবেন।

এই কথা বলিয়া ফ্রেড্রিক্ স্বীয় কক্ষে গমন করিলেন।

এই সময়ে জেরাল্ড রাজপথে বিচরণ করিতে ছিলেন। লুসি ও বালক ফ্রেড্রিক্, ফ্রেড্রিকের সহিত সেনানিবেশ দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া ছিলেন। তাঁহারা সচরাচর এরূপ করিতেন না; কারণ লুসি সন্ধ্যার পর গৃহ হইতে বহির্গত হইতে ভাল বাসিতেন না। কিন্তু এই দিবস লুসির কয়েকটী দ্রব্য ক্রয় করিবার এবং বাটীতে সূচীকার্য্য লইয়া যাইবার আবশ্যক ছিল। কাপ্তেন রেড্বরণ্ ধূমপান করিতে করিতে, গমনশীলা

কামিনীর প্রতি কটাক্ষপাত করিতে ছিলেন। এখন তিনি দেখিলেন যে, একটী সুন্দরী রমণী প্রায় ষষ্ঠ বর্ষ বয়স্ক একটী বালক সমভিব্যাহারে দ্রুতপদে গমন করিতেছেন। তিনিও সবেগে তাহাদিগের নিকট গমন করিয়া দেখিলেন যে, রমণী ফ্রেড্রিকের পত্নী। তদ্দর্শনে তাঁহার আনন্দ ও বিস্ময়ের সীমা রহিল না। মাঞ্চেষ্টারে আসিয়া অবধি তিনি আর লুসিকে দেখেন নাই। লুসি তাঁহাকে দেখিয়া কয়েক পদ পশ্চাতে আসিলেন।

জেরাল্ড বলিলেন "আঃ! ফ্রেড্রিক্-পত্নী, বহুদিনের পর আমাদের সাক্ষাৎ হইল।" এইকথা বলিতে বলিতে তিনি একটী সঙ্কীর্ণ পথের মধ্যস্থলে আসিয়া প্রকারান্তরে লুসির পথরোধ করিলেন। ঈদৃশ আচরণে লুসি স্তম্ভিত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু বিনীত ভাবে বলিলেন "মহাশয়, অনুগ্রহ পুর্ব্বক আমায় পথ ছাড়িয়া দিন।"

জেরা। সেকি? তোমার সঙ্গেত কোন শত্রুতা নাই।

লুসি গমনোদ্যত হইলেন; এই সময়ে পথে কিয়ৎপরিমাণে জনতা হওয়াতে জেরাল্ড ও বাধা দিতে সাহস করিলেন না; তিনি লুসির অনুসরণ করিলেন। লুসিও তাহা বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, পাছে জেরাল্ড উৎসাহিত হয়, এই আশঙ্কায় তিনি কোনদিকে না চাহিয়া গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। জেরাল্ড অন্ততঃ তাহার বাসস্থানটী নির্ণয় করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ক্রোধে লুসির সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল এবং মনে হইল আবার নুতন বিপদ উপস্থিত। বালক ফ্রেড্রিক্, চতুর্দ্দিক

চাহিয়া বলিল, "মা, লাল পোষাকধারী লোকটী. আসিতেছে।"

লুসি বালকটীকে আকর্ষণ করিয়া দ্রুতপদে একটী সঙ্কীর্ণ পথে প্রবেশ করিলেন— তাঁহার উদ্দেশ্য কোনমতে জেরাল্ডকে তাঁহাদের বাসস্থান নির্ণয় করিতে দিবেন না। কিন্তু তখনও তিনি দুরাত্মা জেরাল্ডের পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। অনন্তর বালকটীকে ক্রোড়ে করিয়া একটী অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে প্রবেশ করিয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। তখন তিনি বালককে ক্রোড় হইতে নামাইয়া দিলেন। ফ্রেডি ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "মা' কি হইয়াছে।" জননীর উত্তর দিবার অবকাশ ছিল না, আবার পদশব্দ শ্রুত হইল—আবার দুরাত্মা জেরাল্ড তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত।

জেরাল্ড বলিলেন "লুসি একটী কথা শুন।" অনন্তর মৃদুস্বরে বলিলেন "বালক বলিবেনা—আমি উহাকে খেলেনা কিনিতে কিছু দিব।"

যদিও লুসি, ক্রুদ্ধ হইয়া ছিলেন, তথাপি ফ্রেড্রিকের প্রতি জেরাল্ডের অত্যাচার নিবারণার্থ ভর্ৎসনা বাক্যে বলিলেন, "অসহায়া স্ত্রীলোককে এরূপ উৎপীড়িত করা পুরুষের কার্য্য নহে। আমি চীৎকার করিয়া লোক জন ডাকিব যদি আপনি"——

জেরা। কাহাকে ডাকিবে? এখানে চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় ও নীরব। এখানে তোমার চীৎকার বৃথা।

লুসি ক্রোধভরে বলিলেন "কাপ্তেন রেড্বরণ্, কোন

সাহসে আপনি আমার পুত্রের সম্বন্ধে এরূপ কথা বলিতেছেন ?”

র চীৎকারে পাছে কেহ উপস্থিত হন এই ভয়ে জেরাল্ড বলিলেন “ আচ্ছা, আর তোমায় কিছু বলিতে চাহিনা। কিন্তু মনে রাখিও, তুমি যখন আমার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিলে, একজনকে ইহার প্রতিফল পাইতে হইবে।”

এইকথা বলিয়া জেরাল্ড চলিয়া গেলেন, এবং লুসিও ভীত হইয়া ফ্রেডিকে লইয়া গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। দুইটী কল-ঘরের মধ্যস্থিত অপ্রশস্ত পথে উক্ত ঘটনা ঘটীয়াছিল। তখন কলের আলোক নির্ব্বাপিত হইয়াছে, কেবল অল্প অল্প চন্দ্ররশ্মি তথায় প্রবেশ করিয়াছে। এই পথ দিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় এক ব্যক্তি পথপার্শ্বস্থ কোন গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া সহসা জেরাল্ডের হস্তধারণ করিল। সাহসী জেরাল্ড তরবারি ধারণ করা দূরে থাকুক, পলায়নের উদ্যোগ করিলেন। তখন সেই ব্যক্তি বলিল “ কাপ্তেন রেভ্‌ন্বরণ্‌ ভীত হইবেন না, আমি আপনার সমস্ত কথা শুনিতে পাইয়াছি, এবং আমি আপনার সাহায্য করিতে পারি।

এই কথায় জেরাল্ডের ভয়ের কিঞ্চিৎ উপসম হইল বটে, তথাপি সাধ্যমত দূরে থাকিয়া বলিলেন “ সমস্ত শুনিয়াছ ?”

অপরিচিত ব্যক্তি বলিল, “ আপনার ও লুসির সমস্ত কথা শুনিয়াছি, আমি স্বীকার করিতেছি যে, এ বিষয়ে আপনার সাহায্য করিতে পারি।”

জেরাল্ড অর্দ্ধ সন্দিগ্ধ চিত্তে বলিলেন “ হাঁ! তুমি কে ? এবং কিরূপে আমায় চিনিতে পারিলে ?”

অপরিচিত ব্যক্তি উত্তর করিল "সে কথায় কায কি? আপনার উদ্দেশ্য আছে—আমি আপনার সাহায্য করিতে পারি। আপনি জয়লাভ চান—আমি অর্থ চাই। আমাদের চুক্তি স্থির হইবে কি?"

জেরা। হাঁ—তোমার কার্য্য করিলেই তুমি পুরস্কার পাইবে।

অপ। আচ্ছা—আমিও বোধ হয় ততদিন কোনরূপে চালাইতে পারি, কিন্তু একথা শেষ করাই ভাল। আমার বাসা নিকটে আপনি কি আসিবেন?

জেরাল্ড মনে করিলেন হয়ত তিনি কোন বিশ্বাসঘাতকের জালে পড়িতে পারেন। তিনি ঐ অপরিচিত ব্যক্তিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু তাহার মুখের অস্পষ্টভাব, কেবল দেখিতে পাইলেন। ইহার মস্তকে একটী বড়টুপি এবং পরিচ্ছদ শ্রমজীবি দিগের ন্যায় কিন্তু কথা সেরূপ নহে। আরও কিছুকাল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জেরাল্ড ভীত হইলেন; কারণ তাঁহার বোধ হইল যেন তিনি কালান্তক যমের মুখের ন্যায় ভয়ঙ্কর কোন বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন।

তখন কিঞ্চিৎ বিদ্রুপযুক্ত হাস্যের সহিত সেই ব্যক্তি বলিল "আঃ! আপনি ভীত হইয়াছেন? কি! আপনি তরবারি ধারী সৈনিক পুরুষ হইয়া, আমার ন্যায় হতভাগ্যকে ভয় করিতেছেন?"

জেরাল্ড লজ্জিত হইয়া কহিলেন "আচ্ছা, চল—আমি তোমার পশ্চাতে যাইতেছি।"

কিয়দ্দূর গমনের পর এই ব্যক্তি একটী পুরাতন, ভগ্ন বাটীতে প্রবেশ করিল, তাহা দেখিয়া জেরাল্ডের আরো ভয় হইল। অনন্তর যখন ঐ ব্যক্তি ঘোর অন্ধকারময় ও নিস্তব্ধ একটী কক্ষ উন্মুক্ত করিল, তখন জেরাল্ডের প্রবেশ করিতে সন্দেহ হইল।

ঐ অপরিচিত ব্যক্তি বলিল "আপনি অস্ত্র উন্মোচন করুণ, যদি বিশ্বাসঘাতকতার কোন চিহ্ন দেখেন, আমায় তৎক্ষণাৎ দ্বিখণ্ড করিতে পারেন। যদি আপনি আমায় বিশ্বাস করেন, লুসি আপনার হইবে, আর যদি আপনি এখানে আসিতে না ইচ্ছা করেন, আমায় অন্য কোন নির্জ্জন স্থানে লইয়া চলুন; সেখানে সমস্ত কথা শেষ হইবে।"

জেরাল্ড পুনর্ব্বার কৃত্রিম সাহস প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, "অগ্রসর হও।" অনন্তর সভয় চিত্তে গৃহে প্রবেশ করিলেন। অপরিচিত ব্যক্তি দ্বার রুদ্ধ করিল। দুইজনে ঘোর অন্ধকার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলেন। ভয়ে জেরাল্ডের আপাদ মস্তক কম্পিত হইতে লাগিল।

অনন্তর অপরিচিত ব্যক্তি বলিল "একটু অপেক্ষা করুণ আমি একটী আলো আনি," এবং পার্শ্বদ্বার উন্মুক্ত করিয়া একটী কক্ষে প্রবেশ করিল। ক্ষণমধ্যেই একটী আলোকদৃষ্ট হইল। জেরাল্ড সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া, দেখিলেন, যে কক্ষটী বাসের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। দ্বার ও জানালা ভগ্ন— একপার্শ্বে আবর্জ্জনা পরিপূর্ণ—অন্য পার্শ্বে ছিন্ন ও মলিন বস্ত্র বিশিষ্ট একটী শয্যা। আলোকে অপরিচিত ব্যক্তির মুখমণ্ডল স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল। হা পরমেশ্বর! এমুখ মণ্ডল কি

ভয়ানক ইহা লোহিত বর্ণ গভীর চিহ্নে পরিপূর্ণ। যেন অগ্নি কিম্বা উত্তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা দগ্ধ হইয়াছে। একটী চক্ষু দৃষ্টিশক্তি রহিত, অন্যটীর দৃষ্টিশক্তি আছে কিন্তু ঘোর রক্ত বর্ণ; ভ্রূগুলি দগ্ধ হইয়া গিয়াছে—নয়নতারা যেন গাঢ় রক্তে বেষ্টিত। নাসিকার কিয়দংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে—ওষ্ঠাধর ত্রিগুণ স্ফীত হইয়াছে। এই ভীষণ মূর্ত্তি কদর্য্য পরিচ্ছদে আবৃত। দেখিলে ঘৃণা ও দুঃখের উদ্রেক হয়।

এই ব্যক্তি ধীরে ধীরে টুপি খুলিল। মস্তকের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত মুখমণ্ডলের সেই চিহ্ন বিস্তৃত রহিয়াছে। চিহ্নগুলি একেবারে কেশশূন্য—অন্যস্থলে মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট কেশ গুচ্ছ বিরাজিত। অনন্তর বিকট হাস্যমুখে সেই লোক বলিয়া উঠিল "আপনি আমায় চিনিতে পারিতেছেন না।"

জেরা। তোমায় চিনিব! তোমায়, আমার জীবনে কখন দেখি নাই।

অপ-ব্যক্তি। তবে বেশ হইয়াছে। আপনার কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। দেখুন, স্থানাভাবে আপনাকে বসিতে বলিতে পারিতেছিনা। সমস্ত কথাবার্ত্তা শেষ করাই আপনাকে আনিবার মুখ্য কারণ।

জেরা। তুমি কে? আমায় কিরূপে চিনিলে? লুসিকেই বা কিরূপে চিনিলে? এবং আমাদের কথাই বা শুনিতেছিলে কেন?

অপ-ব্যক্তি। শেষ প্রশ্নের উত্তর দেওয়াই ভাল। আমার দিবসে বহির্গত না হইবার কারণ স্থিরকরা আপনার পক্ষে কঠিন নয়। যে দুই একটী দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, তাহা

সন্ধ্যার পর ভ্রমণ করি। সেই কারণেই আমি ঐ সময়ে বহির্গত হইয়া ছিলাম এবং পথ দিয়া আসিবার সময় আপনাদের কথা শুনিতে পাইলাম। এই ভগ্ন গৃহ আমার বাসস্থান। যে রাত্রিতে মাঞ্চেষ্টারে প্রথম আসি সেই রাত্রিতে এই পথদিয়া আসিবার সময় এই গৃহের একটী দ্বার খুলিয়া গেল। আমি প্রবেশ করিয়া মেজেতে শয়ন করিলাম। প্রাতঃকালে ভিক্ষায় বহির্গত হইলাম। আমায় দেখিয়াই কয়েকটী লোক—ভয়ে চলিয়াগেল। অবশেষে কয়েকজন শ্রমজীবি চাঁদা করিয়া আমাকে বারটী শিলিং প্রদান করিল। অনন্তর এই গৃহটী আমি অধিকার করিলাম। আমার অবস্থা সম্বন্ধে যতটুকু বলিবার ইচ্ছাছিল তাহা বলিলাম।

জেরা। তুমি কে? কিরূপে তুমি এরূপ ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হইলে? এতদ্ভিন্ন কিরূপে আমাকে ও লুসিকে চিনিতে পারিলে? এবং লুসি সম্বন্ধে তুমি আমাকে সাহায্য করিতে পার, তাহার তাৎপর্য্য কি?

অপ-ব্যক্তি। আপনার প্রথম প্রশ্ন আমি কে? আপনি আমায় স্মিথ বলিয়া ডাকিতে পারেন। আমার আঘাতগুলি গৃহদগ্ধ হইয়া বা তদ্রূপ অন্য কিছুতে দগ্ধ হইয়া জন্মিয়াছে। আপনাকে ও লুসিকে কিরূপে চিনিলাম তাহা জানিবার আবশ্যক নাই। যদি ও আমি সন্ধ্যার পর বহির্গত হই, তথাপি অনেক সন্ধান রাখি। আরও আপনারা পরস্পর নাম ধরিয়া কথোপকথন করিতে ছিলেন। পরিশেষে কিসে আমি আপনার সাহায্য করিব তাহা স্বতন্ত্র কথা।

জেরা। যাহা হউক তাহাই প্রয়োজনীয় কথা।

স্মিথ্ (কারণ অপরিচিত ব্যক্তি এক্ষণে স্মিথ্ নামে অভিহিত হইল।) কহিল "যদি আপনি কখন পত্র পান যে কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে, নির্দ্দিষ্ট গৃহে লুসিকে—পাওয়া যায়, বোধ হয় তাহা হইলে আপনি তথায় যাইতে অস্বীকৃত হইবেন না।"

জেরা। তাহা হইলে তুমি প্রচুর পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। যদিও আমি তোমায় কিছু দিব না মনস্থ করিয়া ছিলাম, তথাপি অগ্রিম এই পাঁচটী স্বর্ণমুদ্রা লও।

স্মিথ্। আমায় লইতে হইবে; কারণ যে বাটীতে লুসিকে আনিব, সে বাটীর লোককে কিছু দিতে হইবে।

জেরাল্ড স্মিথের হস্তে স্বর্ণমুদ্রা দিতে গিয়া দেখেন, হস্ত ও মুখের ন্যায় ভীষণ চিহ্ন যুক্ত। অনন্তর জেরাল্ড বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বিশ্রাম কক্ষ।

—-:০-:—

পরদিন ফ্রেড্রিক্ লন্‌স্‌ডেল প্রহরী কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সুতরাং তিনি লুসির অপমান সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারিলেন না।

এইদিন প্রাতঃকালে সার্জ্জেণ্ট মেজর ল্যাংলে, জাগরিত হইয়া কিঞ্চিৎ শিরঃপীড়া অনুভব করিলেন, কিন্তু তিনি পূর্ব্বরাত্রের ঘটনা বিস্মৃত হন নাই। ফ্রেড্রিক্ তাঁহাকে সুরাপানোন্মত্ত দেখিয়া ছিলেন; তজ্জন্য তাঁহার উপর ল্যাংলের ক্রোধ বৃদ্ধি হইল। সার্জ্জেণ্ট, ফ্রেড্রিকের নিকট গিয়া বিনাদোষে তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। ফ্রেড্রিক্ বহুকষ্টে সেই তিরস্কার সহ্য করিলেন।

সায়ংকালে কয়েকজন সৈনিক পুরুষ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় মদের দোকানের একজন লোক উপস্থিত হইল। সৈন্যগণ কিছু বিয়ার পান করিবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের ইচ্ছামত অর্থ সংগৃহীত হইল না। ফ্রেড্রিক্ একপার্শ্বে বিষণ্ণ মনে তাঁহার অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অত্যাচারের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন।

জনৈক সৈনিক পুরুষ বলিলেন "ফ্রেড্রিক্, আমাদের

অর্থের অভাব হইতেছে, তুমি কি কিছু দিবে ?”

আর একজন সদাশয় সৈনিক বলিলেন “ফ্রেড্রিক্ কখন দেয়না, কেন অনুরোধ করিতেছ? আমরা সকলেই ফ্রেড্রিক্‌কে ভালবাসি, তাহার যাহা ইচ্ছা করুক।”

তৃতিয় সৈনিক বলিলেন, “তোমার কি মনে নাই, কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে ফ্রেড্রিক্ আমাদিগকে ব্রাণ্ডি পান করাইয়াছিল।”

ফ্রেড্রিক্ চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “তোমরা অর্থ চাও ? বেশ, আমার আজ কিছু মদ্যপানের ইচ্ছা আছে, এই লও- খুব ভাল মদ্য আন।” এই বলিয়া তিনি সেই লোককে পাঁচটী শিলিং প্রদান করিলেন।

মুহূর্ত্তমধ্যে মদ্য আনাত হইল। হায়! প্রথম পানপাত্র গ্রহণের সময় ফ্রেড্রিক্ মনে করিলেন, যেন লুসি ও স্নেহাস্পদ পুত্র তাঁহাকে নিষেধ করিতেছে। কিন্তু সে নিষেধ কে শুনিবে ফ্রেড্রিক্ এতদুর হতাশ হইয়া ছিলেন ও তাঁহার মন এতদুর দুর্ব্বল হইয়াছিল যে তিনি কৃত্রিম উপায়ে অন্তঃকরণ প্রফুল্ল করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলেন না, হতাশ হইয়াই। প্রলোভনের দাস হইলেন। তিনি যে অসৎপথ অবলম্বন করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারিলেন ব্রাণ্ডি পানের পর, লুসির নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিলেন, তাহাও তাঁহার স্মরণ হইল। বিবেক তাঁহাকে সতর্ক করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি মদ্যপান ব্যতীত গভীর হতাশার হস্ত হইতে উদ্ধারের উপায় দেখিলেন না।

প্রথম গ্ল্যাস পানের পর তাঁহার হৃদয়ের গুরুভার অন্তর্হিত

হইল বটে, কিন্তু চিত্ত প্রফুল্লিত হইল না। দ্বিতীয় গ্লাস পান করিবার পর তাঁহার হৃদয় নৃত্য করিতে লাগিল। তিনি মনে করিলেন, "ল্যাংলের তিরস্কারে আমার হতাশ হওয়া নির্ব্বোধের কার্য্য হইয়াছে। সুরাপানে এতসুখ, তাহা আমি জানিতাম না; লুসি সৎস্বভাবা বটে, আমি তাহাকে অতিশয় ভালবাসি ও ভাল বাসিব, কিন্তু এমন উপকারী এক গ্লাস মদ খাইতে বাধা দেওয়া তাহার উচিত নয়। এতদ্ভিন্ন, স্ত্রীর অঞ্চল ধরিয়া থাকাও পুরুষের কার্য্য নহে। যদি লুসি আপত্তি করে, আমি গোপনে এই নির্ম্মল সুখ ভোগ করিতে পারি, কিন্তু পরিমিত পান হওয়া চাই। আমি কখনও মাতাল হইব না। জগতে ভাল বস্তুর পরিমিত ব্যবহারে দোষ নাই—অপরিমিত ব্যবহারই সমস্ত দোষের মূল। আমি নিশ্চয়ই পরিমিত পান করিব, কখনই অতিরিক্ত পরিমাণে পান করিব না।"

তৃতীয় গ্লাস পান করিবার সময় ফ্রেডরিক্ ঈদৃশী যুক্তিদ্বারা মনকে প্রবোধ দিতেছিলেন। তিনি পরিমিত পানের বিষয় চিন্তা করিতে করিতেই তৃতীয় বার পান দ্বারা পরিমিত পানের মস্তকে পদাঘাত করিলেন।

পরিমিত পান নিতান্ত সহজ নহে। সমস্ত মাতালেই প্রথমে পরিমিত পান করিতেন এবং ফ্রেডরিকের ন্যায় মনে করিতেন যে কখনই তাঁহারা অপরিমিত পান করিবেন না। এই ভ্রান্ত বিশ্বাসই লক্ষ লক্ষ লোকের সর্ব্বনাশের মূল হইয়াছে। পাপ রাক্ষসী এইরূপে প্রবোধ দান করিয়াই মানবের পতন পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়।

রাত্রি দশটার পরই জেরাল্ড, ল্যাংলের সহিত এই কক্ষে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইবামাত্র সৈন্যগণ সম্ভ্রম সহকারে গাত্রোত্থান করিলেন কিন্তু তাঁহারা পানপাত্র গুলি অপসৃত করিতে পারিলেন না।

সে দিন জেরাল্ড ও মদ্যপান করিয়া আসিয়া ছিলেন, তিনি সৈন্যগণকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন " এক, এক গ্লাস বিয়ার পান কর তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই, কিন্তু পান পাত্রের আকার ও সংখ্যা দেখিয়া বোধ হইতেছে, তোমরা তাহার ছয়গুণ পান করিয়াছ।" সকল সৈনিক পুরুষেই স্থিরভাবে দণ্ডায়মাণ ছিলেন। কেবল ফ্রেড্রিকের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়াছিল।

জেরাল্ড গম্ভীর স্বরে বলিলেন " সার্জ্জেণ্ট মেজর, ইহারা কেহ মাতাল হইয়াছে কিনা দেখ। আঃ! তোমার নাম না ফ্রেড্রিক্, বোধ হয় তুমি একটু বেশী খাইয়াছ? ল্যাংলে ইহাকে অতিশয় উত্তেজিত দেখাইতেছে না?"

ল্যাংলে। ভয়ঙ্কর, মহাশয়!

জেরা। ল্যাংলে, ইহার মুখের দিকে আলোধর, আমি ভাল করিয়া দেখি। ল্যাংলে, ফ্রেড্রিক্ কি মাতাল নয়?

ল্যাংলে। হাঁ মহাশয়।

ফ্রেড্। না মহাশয়।

জেরা। চুপ! এখানে অবাধ্যতা? আমার অপমান?

ফ্রেড্। অপমান করা আমার ইচ্ছা নয়। তবে আপনি আমায় মাতাল বলিতেছেন——

জেরা। হাঁ! তুমি আমাদের অপমান করিলে। আমরা

তোমায় বন্দী করিলাম এবং দুই, তিন দিন ভাল ব্যবহার না করিলে, আমি তোমায় সৈনিক বিচারালয়ে উপস্থিত করিব। ল্যাংলে, আমার বোধ হয়, ইতিপূর্ব্বে ইহার সাজা হইয়াছে।

ল্যাংলে। হাঁ মহাশয়—বেত্রাঘাত।

জেরা। ওঃ! বেত্রাঘাত!

ল্যাংলে। হাঁ মহাশয়—দুইবার।

জেরা। দুইবার!

ল্যাংলে। হাঁ মহাশয়, আবার চিহ্নিতও হইয়াছে।

জেরা। ওঃ! পাকা বদমায়েস্! আচ্ছা এখন বন্দী থাকুক।

অনন্তর জেরাল্ড ও ল্যাংলে প্রস্থান করিলেন। তাঁহাদের আচরণে সৈন্যগণ অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। ফ্রেড্রিক্ বিষন্ন মনে কক্ষমধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন; তাঁহার মনোমধ্যে প্রতিহিংসানল প্রবল বেগে প্রজ্বলিত হইতে লাগিল।

পরদিন প্রাতঃকালে ফ্রেড্রিক্ লুসিকে পত্র লিখিলেন, যে তিনি কয়েক দিনের জন্য বন্দী হইয়াছেন; তজ্জন্য তিনি কয়েকদিন গৃহে গমন করিতে পারিবেন না। আর তিনি লুসিকে সেনানিবেশে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিষেধ করিলেন; কিন্তু লুসি স্থির হইতে পারিলেন না। তিনি পুত্র সমভিব্যাহারে কিছু খাদ্য দ্রব্য লইয়া সেনানিবেশের দ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং অবিলম্বে স্বামী সকাশে নীত হইলেন। লুসিকে আদ্যোপান্ত বলিতে হইবে স্মরণ করিয়া ফ্রেড্রিক্ বিরক্ত হইলেন। লুসি মনে করিয়াছিলেন ফ্রেড্রিক্ তাঁহাকে দেখিয়া, আনন্দিত হইবেন; কিন্তু তিনি

বিরক্ত হইলেন দেখিয়া, লুসি রোদন করিতে লাগিলেন। ফ্রেড্রিক্ লুসির মনোভাব বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত হইলেন, এবং পত্নীকে প্রবোধ দিবার জন্য বলিলেন "লুসি আমি এত হতাশ হইয়া ছিলাম, যে দুই, এক গ্ল্যাস এল্ না খাইয়া থাকিতে পারিলাম না। সময়ে সময়ে আমার যে কষ্ট হয়, তাহা বুঝিতে পারিলে তোমার মনে দয়া হইত।"

লুসি। আমি সমস্তই বুঝিতে পারি—তোমার কষ্টে আমার ও বিলক্ষণ কষ্ট হয়। পরমেশ্বর জানেন, আমি তোমায় কত ভালবাসি। তুমি মদ্যপান করিয়াছ বলিয়া আমি তোমায় তিরস্কার করিতে চাহি না, কিন্তু ফ্রেড্রিক্ তোমার মানসিক বল বৃদ্ধির জন্য সুরার অবশ্যক নাই।

ফ্রেড্। লুসি, অনেক সময় আমি ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠি। দুরাত্মা জেরাল্ড আমায় অনেক কটু কথা বলিয়াছিল, কিন্তু আমি তোমার জন্য ও আমাদের প্রিয় পুত্রের জন্য সকলই সহ্য করি আমি মাতাল হই নাই—কিন্তু আমি যে একটু উত্তেজিত হইয়া ছিলাম, তাহা স্বীকার করি। অন্যান্য সৈনিক অপেক্ষা আমার অবস্থা মন্দ হয় নাই—তথাপি দুরাত্মা আমাকেই সাজা দিতে স্থির করিল। তুমি কি মনেকর তাহাতেও আমি স্থির থাকিতে পারি? তুমি জানিও যে জেরাল্ড, রেড্বরণ্, তোমার ও আমার সম্বন্ধীয় সকলের চির শত্রু। বাদী অবস্থান কালে দুরাত্মা তোমার বিমাতাকে হরণ করিয়াছে; তোমার পিতা আর্চিবাল্ডের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং জেরাল্ডের নামে নালিশ করিয়াছেন। তোমায় কষ্ট দিবার জন্য আমি একথা বলিতেছিনা। দুই

জেরাল্ড যে আমাদের কিরূপ শত্রু তাহা প্রতিপন্ন করাই আমার উদ্দেশ্য।

এই কথা শুনিয়া লুসির অত্যন্ত দুঃখ হইল কিন্তু ফ্রেড্রিকের শোক বৃদ্ধির আশঙ্কায় তিনি স্বীয় শোক সম্বরণ করিলেন। ফ্রেড্রিক্ তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং নিজের দোষ প্রক্ষালনার্থ একরূপ সচ্চরিত্র নারীকে কষ্ট দেওয়া অন্যায় মনে করিয়া বিষম অন্তর্যাতনা প্রাপ্ত হইলেন।

লুসি বলিলেন, "প্রিয় ফ্রেড্রিক্, আমার নিকট প্রতিজ্ঞা কর যে প্রশান্তভাবে ভাগ্যফল ভোগ করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিবে; এবং আমি তোমায় অনুরোধ করিতেছি, তুমি কখনও এমন কার্য্য করিওনা, যাহাতে মুহূর্ত্তমধ্যে আমাদের সমস্ত আশা ভরসা নষ্ট হয়। ফ্রেড্রিক্, এখনও আমাদের আশা আছে—এখনও আমাদের বয়স কম—তোমার নির্দ্দিষ্ট সময় ফুরাইলেই আমরা সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিব।

ফ্রেড্। প্রিয় লুসি আমরা নিরাশ নহি। তুমি ভীত হইওনা—আমি আর কখনও কোন অন্যায় কার্য্য করিবনা। তুমি আর একবার আমায় বিশ্বাস কর—আমি তোমায় প্রতারণা করিব না।

লুসি। প্রিয়তম, আমি তোমায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। এই কয়েকটী খাদ্যদ্রব্য আনিয়াছি গ্রহণ কর। আর তুমি যে কয়দিন, অনুপস্থিত থাক, সে কয়দিন ফেড্রির পাঠের কোন ব্যাঘাত হইবে না। কয়দিন পরে তুমি মুক্তি পাইবে?

ফ্রেড্। দুই, তিন দিন মধ্যেই আমরা আবার একত্রিত

হইব। ইতি মধ্যে তুমি আর এখানে আসিওনা।

লুসি। না ফ্রেডরিক্, আমি আসিবনা। তবে আমি এবার আসিয়াছি বলিয়া রাগ কর নাই বল?

ফ্রেড্। না প্রিয়তমা। পাছে কোন দুষ্ট লোক এখানে তোমায় অপমান করে এই ভয়ে আমি নিষেধ করি।

বালক ফ্রেডি, পিতা মাতার কথোপকথন কালে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিল। ফ্রেডরিক্ তাহাকে ডাকিলেন এবং স্ত্রী পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় দিলেন।

লুসি ফ্রেডির হস্তধারণ পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। সাক্ষাৎকালে তিনি ফ্রেডরিকের পরিবর্ত্তন দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। তাঁহার আশঙ্কা হইল যে ফ্রেডরিক্ সুরাসক্ত হইয়া তাঁহাদের আশা ভরসা নষ্ট করিবে। এইরূপে মনের অসুখে সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল।

রাত্রি প্রায় সাড়েনয়টার সময় বালক ফ্রেডি নিদ্রিৎ হইয়াছে, এমন সময়ে দ্বারদেশে কে যেন শব্দ করিল। লুসি গৃহস্বামিনী আসিয়াছে মনে করিয়া তাহাকে আসিতে বলিলেন, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে অন্য একজন স্ত্রীলোক প্রবেশ করিয়া বলিল "তুমিই কি মিঃ ডেভিসের কন্যা, ফ্রেডরিকের পত্নী।"

লুসি। আমার পিতা! তাঁহার কি সংবাদ? তিনি কি তাঁহার কন্যাকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছেন? তাঁহার কি সেবা শুশ্রূষার প্রয়োজন হইয়াছে?

স্ত্রীলোক। তিনি এখন পীড়িত। তোমায় দেখিতে চাহিয়াছেন।

লুসি। শীঘ্র বল, তিনি কোথায়?

স্ত্রী। তিনি এই নগরেই আছেন। তোমায় দেখিতে ও তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে মাঞ্চেষ্টারে আসিয়াছেন।

লুসি। ওকথা বলিওনা। সন্তান কখন পিতাকে ক্ষমা করিতে পারেনা। তিনি কোথায়?

স্ত্রী। তোমার সন্ধান করিতে না পারিয়া, তিনি আমার বাটীতে বাসা করিয়াছেন। তিনি পীড়িতাবস্থায় আসিয়াছেন এবং এখন তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি হইয়াছে। আমি তোমায় লইতে আসিয়াছি।

লুসি গৃহস্বামিনীর প্রতি পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া, দ্রুতপদে ব্যাকুল হৃদয়ে পিতাকে দেখিতে চলিলেন।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

জাল।

—:o:—

এদিকে মনের দুঃখে ফেড্রিকের দিন কাটিল। রাত্রি প্রায় দশটার সময় মদের দোকানের সেই লোক আসিয়া তাঁহাকে একখানি পত্র দিল। ফেড্রিক্ পত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।

"তোমার স্ত্রীকে ভুলাইয়া কোন স্থানে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। তথায় তাহার সতীত্ব নষ্ট হইবে। তুমি আমার সঙ্গে আসিতে ইচ্ছা করিলে, আমি তোমাকে তথায় লইয়া যাইতে পারি। আমি সেনানিবেশের পঞ্চাশ গজ দূরে রহিলাম।

তোমার বন্ধু।"

ফেড্রিক্ তৎক্ষণাৎ ক্ষিপ্তের ন্যায় বহির্গত হইলেন; সহচর সৈনিকেরা "কি হইয়াছে" জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি যে বন্দী তাহাও এক জন স্মরণ করাইয়া দিলেন; কিন্তু কে তাহাদের কথা শুনিবে—ফেড্রিকের হৃদয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে। তিনি কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন একটী লোক পদচারণ করিতেছে। ফেড্রিক্ জিজ্ঞাসা

করিলেন "আপনিই কি আমায় পত্র লিখিয়াছিলেন? আমারই নাম ফ্রেড্রিক্ লনস্ডেল।"

এই লোকটী "এস" বলিয়া দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিল। ফ্রেড্রিক্ তাহার পশ্চাতে চলিলেন। অনেক গুলি সঙ্কীর্ণপথ অতিক্রম করিয়া, এই ব্যক্তি সহসা একটী বাটীর সম্মুখে দণ্ডায়মাণ হইয়া বলিল "ফ্রেড্রিক্, এই ঘরের দ্বারে ধীরে ধীরে আঘাত করিলে, একটি স্ত্রীলোক দ্বার উদ্ঘাটীত করিবে। তুমি কোন কথা না শুনিয়া, একেবারে যে ঘর হইতে আলো নির্গত হইতেছে, তথায় উপস্থিত হইবে। যদি দ্বার রুদ্ধ থাকে, পদাঘাতে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, তাহা হইলে যথা সময়ে তোমার স্ত্রীকে সাহায্য করিতে পারিবে। এই সময় ফ্রেড্রিক্ দেখিলেন যে, একটী রাক্ষস মূর্ত্তি তাঁহার সহিত কথা কহিতেছে। ইতিপূর্ব্বে আমরা এ মুখের বর্ণনা করিয়াছি; সুতরাং এস্থলে দ্বিতীয়বার বর্ণনা অনাবশ্যক।

সংবাদদাতা প্রস্থান করিলেন। ফ্রেড্রিকের একলম্ফ। তিনি সবেগে দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন। গৃহস্বামিনী পরিচিত লোক জ্ঞানে দ্বার উদ্ঘাটীত করিল; ফ্রেড্রিক্ প্রবেশ করিলেন। গৃহস্বামিনী বাধা দিতে চেষ্টা করায় তাহাকে ফেলিয়া দিয়া তিনি নির্দ্দিষ্ট কক্ষে গমন করিলেন; দ্বাররুদ্ধ ছিল, সুতরাং তাহা ভগ্ন করিয়া ফ্রেড্রিক্ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।—তখন সানন্দ চিত্তে লুসি তাঁহার বাহুমধ্যে লম্ফদিয়া পড়িলেন।

গৃহমধ্যে জেরাল্ড ছিলেন, ফ্রেড্রিক্ ক্রুদ্ধ শার্দ্দূলের

ন্যায় তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। জেরাল্ডের হস্তের তরবারি দ্বিখণ্ড করিয়া, মুষ্টাঘাতে তাঁহাকে ধরাশায়ী করিলেন। অনন্তর ফ্রেড্রিক্ লুসিকে লইয়া স্বীয় বাসস্থানে আগমন করিলেন।

বালক ফ্রেডি তখনও নিদ্রিত—গৃহস্বামিনী পার্শ্বে উপবিষ্টা—লুসি আসিয়াই স্বামীর বক্ষঃস্থলে পতিত হইয়া, রোদন করিতে লাগিলেন। গৃহস্বামিনী কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, ফ্রেড্রিকের সঙ্কেত ক্রমে তিনি গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন।

লুসি অপরিচিতা স্ত্রীলোকের আগমনাবধি তাঁহার প্রস্থান পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত বর্ণিত করিলেন। তিনি বলিলেন যে "স্ত্রী লোকটী আমায় সেই গৃহে রাখিয়া চলিয়া গেল, গৃহে মশারি দ্বারা আবৃত একটী শয্যা ছিল, তথায় পীড়িত পিতা আছেন মনে করিয়া, আমি শয্যার নিকটে গেলাম, দেখিলাম—শয্যা শূন্য——গৃহমধ্যে আমি একাকিনী, গৃহের দ্বার রুদ্ধ। তখন আমার মনে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইল আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম—কিন্তু কেহই আসিলনা। প্রায় দশ মিনিট পরে দ্বার উন্মুক্ত হইল—সুরাপানোন্মত্ত জেরাল্ড, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বাররুদ্ধ করিল এবং আমাকে নানাবিধ প্রলোভন দেখাইতে লাগিল। আমি তাহাকে তিরস্কার করায় দুরাত্মা বলিল, তুমি সম্মত না হইলে, তোমার স্বামীকে ইহার সমুচিত দণ্ড দিব, এইরূপ ভয় প্রদর্শন কালেই তুমি আমায় উদ্ধারার্থ দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছ।

ফ্রেড্রিক্ সত্বর আত্মবর্ণনা সমাপ্ত করিলেন। তিনি

লুসিকে সেই পত্র দেখাইলেন——তাঁহার মনোমধ্যে সেই বিকটমূর্ত্তি উদিত হইল এবং জেরাল্ডের আচরণ স্মরণ করিয়া সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল। এমন সময় লুসি ধৈর্য্যা-বলম্বন করিয়া বলিলেন " তুমি অসময়ে, বন্দী অবস্থায় আসায় কোন নূতন বিপদ হইবেনাত? ফ্রেড্রিক্ উত্তর দিলেন " লুসি, তৎসম্বন্ধে আমার কোন ভয় নাই। এবার আমি অভিযুক্ত না হইয়া অভিযোক্তা হইব। ব্রিটীশ বিচার যদি প্রহসন স্বরূপ না হয় এবং আমার হস্তে ইতিপূর্ব্বে যদি তাহার দণ্ড হইয়াথাকে, আমি নিশ্চয়ই রাক্ষস জেরাল্ডকে দণ্ডিত দেখিব। প্রিয়লুসি, এখন আমি বিদায় হই।"

ফ্রেড্রিক্ বাসা হইতে প্রস্থান করিলেন। প্রজ্বলিত ক্রোধ যেন তাঁহার ধমনী মধ্যে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাঁহার কণ্ঠদেশ শুষ্ক হইয়াছিল। তিনি পথিমধ্যে একবার সুরাপান না করিয়া, থাকিতে পারিলেন না। সেনানিবেশে প্রবেশ করিয়া তিনি একেবারে কর্ণেলের কক্ষের দিকে গমন করিলেন। প্রতিহারী তাঁহাকে কিয়ৎক্ষণ দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতে বলিল। ক্ষণকাল মধ্যেই তিনি কক্ষ প্রবেশের অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কর্ণেল উইলহাম ধূমপান ও বারি মিশ্রিত সুরাপানে নিযুক্ত। ফ্রেড্রিক্ প্রবেশ করিবা মাত্র গৃহাভ্যন্তরস্থ দ্বার রুদ্ধের শব্দ হইল, এবং বোধ হইল যেন কোন লোক এই মাত্র কর্ণেলের নিকট হইতে চলিয়া গেল।

উইলহাম ক্রুদ্ধ ভাবে বলিলেন " ফ্রেড্রিক্ একি?"

ফ্রেড্। মহাশয়, আপনি যদি পারেনত বিচার করুন, নতুবা অন্যত্র বিচার প্রার্থনা করি।

উইও। দেখ বাপু, ভয় দেখাইয়া কথা কহিওনা। যদি তোমার প্রতি অত্যাচার হইয়া থাকে, আমার কাছে তাহার বিচার হইবে, কিন্তু আমি যে বিচার করিব না, তাহা তুমি পূর্ব্ব হইতে বলিতে পার না।

ফ্রেড্। মহাশয়, যদি কোন অসম্মানসূচক কথা কহিয়া থাকি, ক্ষমা করুণ। আমার মন অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছে। আমি কাপ্তেন রেড্বরণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছি।

উই। তাঁর বিষয় কি বলিতে চাও?

ফ্রেড্। মহাশয়, তিনি ষড়যন্ত্র করিয়া আমার স্ত্রীকে নরক তুল্য স্থানে লইয়া গিয়া ছিলেন। আমি এক খানি সতর্কতাপূর্ণ পত্র পাই, এই সেই পত্র। ফ্রেড্রিক্ সেই চিঠী খানি কর্ণেলকে প্রদান করিলেন।

উইওহাম পত্র দেখিতে দেখিতে বলিলেন "আমার বোধ হয় তুমি সেখানে গিয়াছিলে। তুমি না বন্দী!"

ফ্রেড্। হাঁ মহাশয়, আমি গিয়াছিলাম। কিন্তু আমি সহস্রগুণে বন্দী হইলেও, আমার স্ত্রীকে রক্ষার জন্য যাইতে বাধিত হইতাম।

উই। স্থির হও, আমার সহিত এরূপ ভাবে কথা কহিওনা, ইহা নিয়ম বিরুদ্ধ।

ফ্রেড্। মহাশয়, আমার হৃদয়ে কি আঘাত লাগিয়াছে, সে দিকে একটু দৃষ্টি করিবেন।

উই। কি! সামান্য সৈনিকের আবার হৃদয়!—আচ্ছা বলিয়া যাও। তুমি সেখানে গিয়াছিলে, কেমন?

ফ্রেড্। আমার স্ত্রীকে রক্ষা করিবার জন্য আমি তথায় গিয়া ছিলাম। ক্রোধে কাপ্তেন রেড্‌বরণ্‌কে আক্রমণ করিয়া, তাঁহার তরবারি বিখণ্ড করিয়াছি। তৎপরে তাঁহাকে ধরাশায়ী করিয়াছি। বোধ হয় তাঁহাকে এ অভিযোগের উত্তর দিতে আসিতে হইবেনা।

উই। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। আমি দেখিয়াছি তিনি এই মাত্র সেনানিবেশে প্রবেশ করিয়াছেন।

ফ্রেড্। তবে মহাশয়, ইহার বিচার করুণ।

উই। তুমি এইরূপে কথা কহিলে, আমি তোমায় শাস্তি দিতে বাধ্য হইব।

ফ্রেড্। মহাশয়, তবে কি মনে করিব, আমার হৃদয় নাই। আমার মনে এখন কি হইতেছে, আপনি বিবাহিত হইলে তাহা বুঝিতে পারিতেন। কিন্তু আপনি একজন ভদ্রলোক— আপনার তাহা বুঝা উচিত। আমার স্ত্রীকে আমি অতিশয় ভালবাসি এবং তিনি আমার লক্ষ্মী স্বরূপা——

উই। শুন——তোমার কবিত্বের উচ্ছ্বাস চাই না। তুমি উত্তেজিত হইয়াছ বটে, কিন্তু ফ্রেড্‌রিক্‌, এ বিষয় মিটাইয়া ফেল।

ফ্রেড্‌রিক্ ক্রোধ ভরে কার্পেটে পদাঘাত করিয়া বলিলেন "তাহা কখনই হইবেনা।"

উই। তোমার—তোমার স্ত্রীর ও কাপ্তেন রেড্‌বরণের মঙ্গলের জন্য বলিতেছি যে, এ বিষয় চাপিয়া যাও।

ফ্রেড্। আমার মঙ্গলের জন্য! ভবিষ্যতে আমার প্রতি সদয় ব্যবহারের আশায় আমায় মুখবন্ধ হইবে? মহাশয়,

কখনই না। আমার প্রতি সর্ব্ববিধ অত্যাচার হউক—এমন কি কশাঘাতে আমার প্রাণ বহির্গত হউক——তথাপি এ বিষয় নিটাইতে বলিবেন না। হায়! আপনি বলিলেন, আমার পত্নীর মঙ্গলের জন্য! কি বলিতেছেন! রাক্ষস কি একথা বলিতে এক মুহূর্ত্তের জন্য ও সাহস করে যে, আমার স্ত্রী স্বইচ্ছায় তথায় গিয়াছিল?

উই। তোমায় তৃতীয় বার সাবধান করিলাম। তুমি রূঢ় ভাবে কথা কহিওনা। এখনই তোমায় বন্দী করিয়া তোমার কথা বন্ধ করিব, সাবধান।

ফ্রেড্রিকের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইল।

উই। ফ্রেড্রিক্, কাপ্তেন রেড্বরণ্ এখনই বলিবেন যে তোমার স্ত্রী স্বেচ্ছাক্রমে সেখানে গিয়াছিল। আর যে স্ত্রীলোক তাহাকে লইয়া গিয়াছিল, সেও ঐরূপ বলিবে। সুতরাং এ বিষয়ে কোন অনুসন্ধান হইলে, লোকে সেই কথাই বিশ্বাস করিবে।

এই কথা বলিয়া কর্ণেল একখণ্ড কাগজ প্রজ্জ্বলিত করিয়া, আর একটী চুরট জ্বালিলেন। ফ্রেড্রিক্ সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া, বজ্রাহত প্রায় হইয়া রহিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন কাপ্তেন রেড্বরণ্, তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে কর্ণেলকে সমস্ত বলিয়া, কক্ষান্তরে প্রবেশ করিয়াছেন; এবং মনে করিলেন যে নরপিশাচ ফেরাগু লুসির অপবাদ ঘোষণা করিতে পারেন। কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্য ও প্রিয় পত্নীর পবিত্র নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের প্রতি সন্দেহ করেন নাই।

অনন্তর ফ্রেড্রিক্ হতাশ হইয়া বলিলেন "আচ্ছা, কর্ণেল,

আমি বুঝিলাম আপনার নিকট কোন আশা নাই। পত্র খানি প্রত্যার্পণ করুন—আমি লেখককে অন্বেষণ করি——তিনি বোধ হয় আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারেন।

উই। হাঁ—তা চিঠী লও। একি! ওঃ মনে হইয়াছে—আমি তবে সে চিঠীতে চুরট ধরাইয়াছি!

ফ্রেড্। ওঃ!

ফ্রেড্রিক্ বুঝিতে পারিলেন যে, কর্ণেলও জেরাল্ডের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন।

উই। আমি অতিশয় দুঃখিত হইলাম, কিন্তু কি করিব, অসাবধানে হইয়া গিয়াছে। ফ্রেড্রিক্, আমি তোমায় নিষ্কৃতি দিলাম, তুমি তোমার কক্ষে যাও। আর তুমি যদি ভাল মানুষ হও, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তোমার কোন ভয় নাই।

অৰ্দ্ধোন্মত্ত ফ্রেড্রিক্ পুত্তলিকা প্রায় নিশ্চল হইয়া কিয়ৎকাল কর্ণেলের দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক সহসা দ্রুতপদে কক্ষ হইতে প্রস্থান করিলেন।

প্রস্থান কালে ফ্রেড্রিক্ প্রতিহারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার আসিবার সময় কাপ্তেন রেড্বরণ্ কি তোমার প্রভুর নিকট ছিল।"

প্রতিহারী মৃদুস্বরে বলিল "হাঁ ছিল, কিন্তু বলিওনা যে আমি একথা বলিয়াছি। কিছু হইয়াছে না কি?"

"কিছু না, কিছু না," বলিয়া ফ্রেড্রিক্ নিজকক্ষে আগমন করিলেন।

ফ্রেড্রিক্ বহির্গত হইবামাত্রই, জেরাল্ড সেই দ্বারটি খুলিয়া কর্ণেলের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহার বুদ্ধির

প্রশংসা করিয়া অঙ্গীকার মত কর্ণেলকে পাঁচ শত গিনির এক-খানি হুণ্ডি দিলেন এবং পিতার নিকট হইতে কোন কৌশলে আর পাঁচশত গিনি আনিয়া দিতে সম্মত হইলেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অমিতাচার, কপটতা ও প্রতারণা।

—-:০-:—

সমস্ত রাত্রি ফেড্রিকের নিদ্রা হইলনা—বিষম অন্তর্যাতনায় হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। পরদিন প্রাতঃকালে তিনি বাসায় আসিয়া লুসির নিকট কর্ণেল উইঙ্গহামের বিষয় আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন। পতিপ্রাণা লুসি বুঝিলেন, ইহ জগতে তাঁহাদের অত্যাচারের বিচার নাই।

কয়েক সপ্তাহ গত হইল, কিন্তু রেড্বরণের হস্তে ফেড্রিক্‌কে কোন অত্যাচার সহ্য করিতে হইল না। ইতিমধ্যে ফেড্রিক্ স্বীয় বাসস্থান অপেক্ষা সুরাপানালয়ে অধিক কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। শত্রুর অত্যাচারের কোন প্রতিশোধ দিতে না পারায় ফেড্রিক্ মধ্যে মধ্যে দারুণ দুঃখ-ভোগ করিতেন, এবং সেই ক্লেশ নিবারণার্থ মধ্যে মধ্যে সুরাপান করিতেন। প্রথমে তিনি পরিমিত পান আরম্ভ করেন, সে বিষয় স্ত্রীর নিকট গোপন করিবার সাধ্যমত চেষ্টা

করিতেন। প্রথমে একরূপ বীজ চর্ব্বণ করিয়া ফ্রেডরিক্ সুরার দুর্গন্ধ নিবারণ করিতেন। পরিশেষে সুরাগন্ধ দূরীকরণার্থ ধূমপান আরম্ভ করিলেন। লুসিকে বলিলেন "কশাঘাতে সাস্থ্য ভঙ্গ হওয়াতে চিকিৎসক তাঁহার ধূমপান ব্যবস্থা করিয়াছেন।" ধূমপান ও সুরাপানের সঙ্গে সঙ্গে অর্থাভাব বৃদ্ধি হইল, তখন ফ্রেডরিক্ নানা ছলে লুসির সঞ্চিত অর্থের অপব্যয় আরম্ভ করিলেন। অল্পদিন মধ্যেই লুসি বুঝিতে পারিলেন, সুরারাক্ষসী ফ্রেডরিক্কে ক্রমে ক্রমে গ্রাস করিতেছে। তিনি স্বামীকে তিরস্কার না করিয়া, মনস্তুষ্টির সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সঞ্চিত অর্থ যত হ্রাস হইতে লাগিল, তিনি ততই পরিশ্রম করিতে লাগিলেন।

মধ্যে মধ্যে ফ্রেডরিকের হৃদয় ঘোর অনুতাপে দগ্ধ হইত। তাঁহার পতনে পতিপ্রাণা লুসির কি কষ্ট হইতেছে তাহা বুঝিতে পারিয়া, তিনি স্বভাব সংশোধণার্থ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইতেন, এবং অনুতপ্ত ও ব্যাকুল হৃদয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন; কিন্তু পরক্ষণেই প্রলোভন-রাক্ষসীর মোহিনী মূর্ত্তি দর্শনে সমস্ত বিস্মৃত হইতেন।

আহা! হতভাগিনী লুসি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন, তাঁহার সুখ-প্রদীপ ক্রমে ক্রমে নির্ব্বানোন্মুখ হইতেছে। ফ্রেডরিকের অনুপস্থিত কালে লুসির অবিরল অশ্রুধারা পতিত হইত; মাতার রোদনে বালক ফ্রেডিও রোদন করিত। লুসি অশ্রু সম্বরণ করিয়া, সন্তানকে সান্ত্বনা করিতেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ফ্রেডরিক্ মধ্যে মধ্যে হৃৎপিণ্ডে

বেদনা অনুভব করিতেন। একদিন তাঁহার মুখ দিয়া কিঞ্চিৎ রক্ত বহির্গত হইল। ফ্রেড্‌রিক্ সভয়ে সৈন্যচিকিৎসকের নিকট গমন করিলেন। চিকিৎসক, ফ্রেড্‌রিক্‌কে একটু ঔষধ দান করিয়া বলিলেন "এই রক্তোদ্গীরণ কশাঘাতের ফল।" ফ্রেড্‌রিক্, লুসির নিকট এবিষয় ব্যক্ত করিলেন না; কিন্তু তাঁহার দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হইল, এবং তাহা নিবারণার্থ তিনি তীব্র মদ্য পান করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ে ওকুলে পল্লীর অনতিদূরে মিড্‌ল্‌টন নগরে শ্রমজীবীগণের বিদ্রোহ লক্ষণ দৃষ্ট হয়। তন্নিবারণার্থ ফ্রেড্‌রিক্ ও তাঁহার সহচর বর্গ মিড্‌ল্‌টন যাত্রার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। ফ্রেড্‌রিক্, লুসির নিকট এই কথা বলাতে লুসি, জন্মভূমির বিষয় স্মরণ করিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

ফ্রেড্‌রিক্ বলিলেন "প্রিয়লুসি, তিন দিন মধ্যেই সৈন্যদল যাত্রা করিবে। অতএব তুমি বালক ফ্রেডিকে লইয়া, কল্য কি পরশ্ব মিড্‌ল্‌টনে গমন করিয়া সুখময় বাসস্থান স্থির করিও।"

লুসি তাহাতেই সম্মত হইলেন। ফ্রেড্‌রিক্ জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রিয়লুসি, আমাদের এখন কত মজুত আছে?"

লুসি হিসাব করিয়া বলিলেন "সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় সাত পাউণ্ড।"

ফ্রেড্। সাত পাউণ্ড! কেন, ক্যাম্প পরিত্যাগ করিবার সময় আমাদের যে ষাট পাউণ্ড ছিল।

লুসি। তাহা হউক, আমাদের উহাতেই চলিয়া যাইবে।

আমাদের কেবল এক সপ্তাহের ঘর ভাড়া বাকি আছে, আর আমি ও ফ্রেডি গাড়ীর বাহিরে যাইব। তাহা হইলে মিড্‌ল্‌-টনে কার্য্য সংগ্রহ করিবার পূর্ব্বেও আমার প্রচুর অর্থ থাকিবে।

লুসি হিসাব দেখাইলেন——তাহাতে ফ্রেড্‌রিকের নিজ খরচই অধিক। ফ্রেড্‌রিক্‌ বিরক্ত হইয়া লুসিকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। বালক ফ্রেডি বলিল "বাবা, মাকে বকিও না।" ফ্রেড্‌রিক্‌ তাহাকেও ভৎসনা করিলেন। লুসির চক্ষে জল আসিল—তখন ফ্রেড্‌রিকের হৃদয় আর্দ্র হইল। অনন্তর ফ্রেড্‌রিক্‌ একটী স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করিয়া লুসি ও ফ্রেডির নিকট বিদায় লইয়া, সেনানিবেশে আগমন করিলেন। বলা বাহুল্য সহচর বৃন্দের সহিত আমোদ প্রমোদে সমস্ত সময় অতিবাহিত করিবার নিমিত্তই ফ্রেড্‌রিক্‌, এত শীঘ্র লুসিকে মিড্‌ল্‌টনে প্রেরণ করিলেন। লুসি ও তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া ছিলেন, কিন্তু পাছে ফ্রেড্‌রিক রুষ্ট হন, এই ভয়ে কোন কথা বলিতে পারেন নাই।

ষড়ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মিড্‌ল্‌টন।

—:※:—

ফ্রেড্‌রিকের প্রস্থানের পরই লুসি, সমস্ত আয়োজন করিলেন। বালক ফ্রেডিকে বক্ষে করিয়া ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে করিতে লুসি রজনী যাপন করিলেন, এবং প্রত্যূষে মিড্‌ল্‌টনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে সমস্ত দিন ও রাত্রি অতি কষ্টে অতিবাহিত হইল। প্রাতঃকালে, লুসি মিড্‌ল্‌টনে পৌঁছিলেন এবং একটী বাসস্থান স্থির করিলেন। লুসি, আট বৎসরের পর আজ মিড্‌ল্‌টনে আসিলেন। সেই দৃশ্য দেখিয়া, তাঁহার মনে কত ভাবের উদয় হইল, তাহা কে বলিতে পারে। নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান হইতে প্রত্যাগমন করিবার সময় দৈবযোগে তিনি ডেভিস্‌কে দেখিতে পাইলেন, এবং সবেগে নিকটে গিয়া, তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক সজল লোচনে বলিলেন "বাবা, আমাকে কি ক্ষমা করিবেন না?"

ডেভিস্ বল পূর্ব্বক স্বীয় হস্ত ছাড়াইয়া লইয়া বলিলেন "লুসি, ক্ষমা কথাটী আর আমার মুখ হইতে বাহির হইবেনা। তুমি এই মুহূর্ত্তে কত সুখে থাকিতে? এখন তুমি কি হইয়াছ? তোমার মুখ মলিন ও নানাকষ্টে তোমার দেহ শীর্ণ হইয়াছে। এখন কি তোমার জ্ঞান হইয়াছে? তুমি কি বলিতেপার যে, তুমি স্বামী সহবাসে সুখে আছ?"

লুসি কোন উত্তর দিতে পারিলেন না—তাঁহার গণ্ডদেশ প্লাবিত করিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইল। ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পতিত হইল—তিনি বালক ফ্রেডির হস্তধারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিলেন।

ডেভিস্ পুনর্ব্বার বলিলেন "আমি শুনিলাম শীঘ্রই তোমার স্বামীর সৈন্যদল এখানে আসিবে। তাহাকে আমার সম্ভাষণ করিতে নিষেধ করিও—আমি তাহাকে কুকুরের ন্যায় ঘৃণা করি। আর ঘটনা ক্রমে সাক্ষাৎ হইলে, তুমি ও আমার সহিত আলাপ করিওনা।" এই কথা বলিয়া ডেভিস্ প্রস্থান করিলেন।

হতভাগিনী লুসি পিতার ঐশ্বর্য্যের বাসনা করেন নাই—পিতার সহিত পুনর্ম্মিলনই তাঁহার একান্ত বাসনা ছিল——কিন্তু তাহাতেও তিনি বঞ্চিত হইলেন। ক্ষণকাল পরে বহুকষ্টে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া লুসি দোকানে কয়েকটী দ্রব্য ক্রয় করিতে আসিলেন; তথায় শুনিলেন, ডেভিস, রেড্‌বরণের নামে যে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, শীঘ্রই তাহার বিচার হইবে; কিন্তু যখন ডেভিসের পানদোষের কথা উত্থাপিত হইল, তখন তিনি বিমর্ষ অন্তঃকরণে বাসস্থানে আগমন করিলেন। হা অদৃষ্ট! পিতা ও পতি উভয়েই সুরাসক্ত! এতদপেক্ষা সাধ্বী রমণীর দুঃখের বিষয় আর কি আছে? অনন্তর বাসগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক লুসি গৃহটী সুসজ্জিত করিলেন; এবং ফ্রেড্‌রিকের সুবিধার্থ মিড্‌ল্‌টন সেনানিবেশে তাঁহার ঠিকানা পাঠাইলেন।

মিড্‌ল্‌টন, লুসির অপরিচিত স্থান নহে; সুতরাং তিনি

অল্পায়াসে সূচীকার্য্য সংগ্রহ করিলেন। লুসি এখন কিয়ৎ-পরিমাণে নিশ্চিন্ত হইলেন।

কয়েকদিন পরে সৈন্যদল মিড্‌ল্‌টনে উপস্থিত হইল। ফ্রেড্‌রিক্‌, সেইদিন অপরাহ্ণে লুসিনির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন। লুসি ও বালক ফ্রেডির আনন্দের সীমা রহিলনা। পরক্ষণেই লুসি দেখিলেন, ফ্রেড্‌রিক্‌ সুরাপান করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার চক্ষে জল আসিল, কিন্তু তিনি গোপনে তাহা মুছিয়া ফেলিলেন। লুসি, ফ্রেড্‌রিক্‌কে কার্য্য সংগ্রহের কথা বলিলেন, কিন্তু পথ কষ্টের কথা বলিলেন না। বালক ফ্রেডি সে কথা বলিয়া ফেলিল। তচ্ছ্রবণে ফ্রেড্‌রিকের আন্তরিক কষ্ট হইল বটে, কিন্ত সে কষ্ট ক্ষণিক! তিনি ছলক্রমে লুসির নিকট হইতে কয়েকটী শিলিং লইয়া অন্তর্হিত হইলেন।

কতিপয় দিবসপরে মিড্‌ল্‌টন নগরের দায়রায় ডেভিস্‌ বনাম জেরাল্ড রেড্‌বরণ্‌ মোকদ্দামা উপস্থিত হইল। এই সময়ে জেরাল্ড ও মিড্‌ল্‌টনে সৈন্যদলের সহিত আগমন করিয়া ছিলেন। বলা বাহুল্য, জেরাল্ড এই মোকদ্দামায় ডেভিসের স্ত্রী হরণ অপরাধে অভিযুক্ত। উভয় পক্ষেই সুযোগ্য বারিষ্টার নিযুক্ত হইল। জেরাল্ড দোষী প্রমাণ হইলেন। তিনি ডেভিস্‌কে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ১৫০০পাউণ্ড প্রদান করিতে আদিষ্ট হইলেন।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রাজনৈতিক সমিতি।

—:-০-:—

১৮৩৬ খৃঃ অব্দের জুলাইমাসের শেষ ভাগে মিড্‌ল্‌টনে এক বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইল যে, সোমবার প্রাতঃকালে নিকটস্থ কোন স্থানে শ্রমিজীবীবর্গের এক সভা হইবে। গবর্ণমেণ্টের নিকট শ্রমজীবীগণের অসীম দুঃখ গোচর করাই এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল। ইতিপূর্ব্বে কয়েকমাস এইরূপ সভা আহূত হইয়া আসিতেছিল, এবং বক্তাগণ দিন দিন অধিকতর উৎসাহের সহিত শ্রমজীবীগণের দুঃখের কথা ঘোষণা করিতেছিল। এই সকল সভার গতিরোধার্থই কর্ণেল উইগুহামের সৈন্যদল মিড্‌ল্‌টনে আনীত হয়। সৈন্যদলের উপস্থিতিতে ভীত না হইয়া, শ্রমজীবীগণ মিলিত হইতে লাগিল। স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট ও কর্ণেল উইগুহামের লেখালেখি চলিতে লাগিল।

বর্ত্তমান সভা আহূত হইবার পূর্ব্বদিন উইগুহাম স্বীয় সৈন্যদিগকে আক্রমণার্থ প্রস্তুত করিলেন।

সোমবার প্রাতঃকালে প্রায় দশ সহস্র শ্রমজীবী, দলে দলে নগর বহির্দেশস্থ প্রান্তরে নিরূপিত সময়ে একত্রিত

হইল। সকলেই নিরস্ত্র, কারণ কাহারও বলপ্রয়োগ বা ভীতিপ্রদর্শনের ইচ্ছা ছিল না।

শ্রমজীবীদিগের মুখাবলোকন করিলেই, তাহারা যে কত দুঃখ ভোগ করিয়াছে ও করিতেছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইত। জনতার প্রান্তদেশে কতকগুলি স্ত্রীলোক দণ্ডায়মান; কাহারও কাহারও ক্রোড়ে সন্তান। হতভাগিনী দিগের মুখমণ্ডলে দুঃখ ও অনাহারের চিহ্ন দেদীপ্যমান।

যথাসময়ে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া, সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। ইতিমধ্যে নগরপতি আসিয়া সভা ভঙ্গের আদেশ দিলেন। সভাপতি অস্বীকার করিলেন। নগরপাল বিদ্রোহ আইন পাঠ করিয়া চলিয়া গেলেন; প্রস্থানকালে তাঁহার অশ্বের পদাঘাতে একটী শ্রমজীবী রমণী সন্তান ক্রোড়ে করিয়া পতিত হইল— শিশু হতহইল, মাতা আহত হইল। এই সংবাদ দাবানলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইল। এমন সময় "আক্রমণ কর" এই শব্দ শ্রুত হইল, ক্ষণমধ্যেই উইগুহামের সৈন্যদল, শ্রমজীবী দিগকে আক্রমণ করিল। শ্রমজীবীদল ছত্রভঙ্গ হইয়াগেল হতাহতে প্রায় ত্রিশজন লোক পতিত রহিল। কিন্তু এইকার্য্য অনেক সৈন্যের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। সামান্য সৈন্যগণ এই রক্তপাতের দায়ী হইতে পারেনা, কারণ তাহারা উচ্চকর্ম্মচারীদিগের আদেশানুসারে যন্ত্রবৎ কার্য্য করিয়াছিল।

ফ্রেডরিক্ এরূপ সভার পক্ষপাতী ছিলেন; সুতরাং তাঁহার হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিল। তিনি মদ্যপান করিয়া সে দুঃখ বিস্মৃত হইতে ইচ্ছুক হইলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে ফ্রেড্রিক্ বাসায় আসিয়া লুসিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার কাছে টাকা আছে কি?"

লুসি। টাকা, প্রিয় ফ্রেডরিক্, কোন বিপদ হইয়াছে না কি?

ফ্রেড। লুসি, আমি পাগলের প্রায় হইয়াছি। কল্য কি হইয়াছে, তাহা বোধ হয় তুমি জান। লুসি, আমিও খুনীদিগের মধ্যে এক জন।

এই কথা শুনিয়া লুসি মূর্চ্ছিতা হইলেন। ফ্রেড্রিকের যত্নে তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। তখন ফ্রেড্রিক্ লুসির হস্ত হইতে মুদ্রা লইয়া প্রস্থান করিলেন। পরদিন লুসিকে অলঙ্কার বন্ধক দিয়া, নিজের ও বালকের খাদ্যের আয়োজন করিতে হইল।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অধোগতি।

-০ঃ✻ঃ০-

কাল গত হইতেছে—সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস চলিয়া গেল। ১৮৩৬ খৃঃ অব্দ ও প্রায় শেষ হইয়া আসিল ফ্রেড্রিক্ সুরাপানে আরও মত্ত হইলেন——পাপপথের নিয়মিত পথিক হইলেন। অর্থের প্রয়োজন না হইলে, ফ্রেড্রিক্‌কে আর বাসস্থানে দেখা যায় না। এদিকে সূচীকার্য্যের মূল্যও হ্রাস হইয়া আসিতেছিল, এবং সূচীকার্য্য প্রাপ্ত হওয়াও কঠিন হইয়াছিল; সুতরাং স্বামীর অপব্যয় ভার বহন করাও হতভাগিনী লুসির দুঃসাধ্য হইল। একে একে তাঁহার অলঙ্কার গুলি বন্ধক দেওয়া হইয়াছে, এবং উদ্বর্ত্ত অর্থে ফ্রেড্রিকের সুরাপান চলিয়াছে। ফ্রেড্রিক্ এখন সামান্যতর শাস্তিও প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন এবং পরিশেষে অসংশোধনীয় রূপে পরিগণিত হইলেন।

লুসির পরিশ্রমের বিরাম নাই—যখনই কার্য্য পাইতেছেন, তখনই তাহা সম্পন্ন করিতেছেন। কিন্তু দারিদ্র-রাক্ষসী এই ক্ষুদ্র সংসারে অলক্ষিত ভাবে প্রবেশ করিতেছে—কারণ দারিদ্র কখনও সহসা আক্রমণ করেনা। এখন লুসির কষ্টের

আর সীমা রহিল না, কিন্তু তিনি সে কষ্ট আর কাহাকেও ভোগ করিতে দিলেন না। বালক ফ্রেডি যাহাতে কোন কষ্ট না পায়, প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু পতনোন্মুখ ফ্রেড্রিকের কোন জ্ঞান নাই; তিনি লুসির নিকট যে কিছু অর্থ প্রাপ্ত হইতেন, তাহা সুরাপানে ব্যয় করিতেন; লুসি বালক ফ্রেডির খাদ্য ক্রয়ার্থ যে অর্থ সঞ্চয় করিতেন, ফ্রেড্রিক্ তাহা লইতে ও সঙ্কুচিত হইতেন না। লুসিকে ঋণ করিয়া, কিম্বা পরিচ্ছদ বন্ধক দিয়া, সেই অভাব পূরণ করিতে হইত।

কিন্তু এখন ও লুসির দুঃখের শেষ হয় নাই। এমন সময় আসিল, যখন তিনি স্বামীকে "আর অর্থ নাই" বলিতে বাধ্য হইলেন। ফ্রেড্রিক্ অর্থ চাহিলেন—অর্থ কোথায়? তিনি তখন লুসিকে, নানা ভর্ৎসনা করিলেন, এবং তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া, পতিপ্রাণা লুসিকে প্রহার করিলেন। হায়! যে স্বামীর জন্য লুসি এত কষ্ট ভোগ করিতেছেন, যে স্বামীকে তিনি প্রাণসম ভাল বাসেন, তিনি আজ তাঁহাকে প্রহার করিলেন।

মধ্যে মধ্যে ফ্রেড্রিক্ আসিয়া এরূপ অত্যাচার করিতে লাগিলেন। পরিশেষে গৃহস্বামী লুসিকে বলিল "আমরা এই সুরাসক্ত, পশুতুল্য সৈনিকের উপদ্রব সহ্য করিব না।" পতিনিন্দা অপেক্ষা পতিপ্রাণার দুঃখের বিষয় আর কি আছে? এই কথা শুনিয়া, লুসির আপাদ মস্তক শিহরিয়া উঠিল। কার্লাইল ও ক্যালে নগরের সুখের কথা মনে উদিত হইল। অতীত সুখ তাঁহার নিকট স্বপ্নতুল্য প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

লুসি এখন স্থানান্তরিত হইতে বাধ্য হইলেন। তিনি আরো অল্প ভাড়ার একটী সামান্য কক্ষ গ্রহণ করিলেন। এগৃহে প্রবেশ করিয়া, ফ্রেড্‌রিক্‌ বুঝিতে পারিলেন যে, এ সমস্ত তাঁহারই কার্য্যের ফল। প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ দুঃখ হইল, কিন্তু সে দুঃখ ক্ষণিক! সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শরীরেরও বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। এখন তাঁহার মুখ দিয়া, অধিক পরিমাণে রক্ত উঠিতে লাগিল। বক্ষঃস্থলের যন্ত্রণাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বলা বাহুল্য ফ্রেড্‌রিক্‌ স্বীয় দোষেই শরীর ও মন নষ্ট করিতে ছিলেন।

ক্রমে ক্রমে বড়দিন নিকটবর্ত্তী হইল। লুসি একদিন দোকানে কোন দ্রব্য ক্রয় করিতে গিয়া, শুনিলেন দুইজন লোক, তাঁহার পিতার সম্বন্ধে কথা কহিতেছে। এই দুইজনই লুসিকে চিনিত না। তাহাদের কথোপকথনে লুসি, বুঝিতে পারিলেন যে, মোকদ্দামার পরই তাঁহার পিতা ডেভিস্‌, কভেন্ট্রীতে গিয়া বাস করিতেছেন, সারা বডকিন্‌ তাঁহার গৃহস্বামিনী হইয়াছেন, ও স্বয়ং সুরাপানে মগ্ন হইয়াছেন। শ্রবণ মাত্র লুসির হৃদয়ে নূতন শেল বিদ্ধ হইল। গৃহে আসিয়া তিনি, পুনর্মিলনার্থ পিতাকে পত্র লিখিলেন, কিন্তু উত্তর আসিলনা।

বড় দিনের পূর্ব্বদিন লুসি, ফ্রেড্‌রিকের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বড় সাধ, বড়দিনে স্বামীকে নানাবিধ সুখাদ্যে সন্তুষ্ট করেন। সমস্ত দিন গেল, ফ্রেড্‌রিক্‌ আসিলেন না! তখন লুসি পাঁচটী শিলিং লইয়া খাদ্য ক্রয়ার্থ বাহির হইতে প্রস্তুত হইলেন। এমন সময় ফ্রেড্‌রি-কের পদ শব্দ শ্রুত হইল। তিনি অল্প পরিমাণে সুরাপান

করিয়া আসিয়াছেন। গৃহে প্রবেশ করিয়াই লুসিকে বলিলেন "কিছু অর্থ আছে?" লুসি, স্বামীর নিকট কখন মিথ্যা কথা কহিতেন না; তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন "এই পাঁচটী শিলিং আছে ইহা লইয়া, আমি তোমার জন্য বড় দিনের খাদ্য আনয়ন করিতে যাইতেছি।" ফ্রেড্রিক্ বলিলেন "এত অন্ধকারে তোমার যাইবার প্রয়োজন নাই, আমি যাই-তেছি।" অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে প্রত্যাগমন করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়া, ফ্রেড্রিক্ অর্থ লইয়া প্রস্থান করিলেন।

ফ্রেড্রিক্, প্রত্যাগমন করিলেন না। লুসির নিকট আর কিছুই নাই। বালক ফ্রেডিকে বড়দিনে কিছু সুখাদ্য দিতে পারি-লেন না,এই দুঃখে তিনি দিবস অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

এদিকে দুরন্ত শীত! চতুর্দ্দিকে তুষার বৃষ্টি হইতেছে। অর্থ নাই যে লুসি, অগ্নি রক্ষার্থে কয়লা ক্রয় করেন। সুতরাং শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে, সন্তানকে বক্ষে করিয়া, লুসি শীত অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। রুটী ও জল তাঁহাদের খাদ্য হইল, কিন্তু লুসি যে রুটী ভোজন করিতেন, তাহা নেত্রজলে আর্দ্র।

এক সপ্তাহের পর ফ্রেড্রিক্ প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি এখন অর্থ চাহিলেন——আহা! হতভাগিনী, অর্থ আর কোথায় পাইবে? ফ্রেড্রিক্ তাঁহার গণ্ডদেশে আঘাত করি-লেন—লুসি সজ্ঞাহীন হইয়া পতিতা হইলেন।

ক্ষণকাল পরে লুসি, চৈতন্য লাভ করিলে, বালক ফ্রেডি রোদন করিতে করিতে বলিল "বাবা সব লইয়া গিয়াছে।" লুসি জিজ্ঞাসা করিলেন "কি লইয়া গিয়াছেন?" ফ্রেডি উত্তর

করিল "তোমার কায।" লুসি বুঝিতে পারিলেন; তিনি সত্বর দোকানে গিয়া শুনিলেন, ফ্রেডরিক্, লুসিকৃত সূচীকার্য্য প্রত্যর্পন করিয়া, স্ত্রীর নামে জাল করিয়া, দোকান হইতে জমা টাকা লইয়া গিয়াছেন। শ্রবণ মাত্র লুসি বজ্রাহত প্রায় হইলেন। গৃহ প্রত্যাগমনের সময় তাঁহার মস্তক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল।

উনচত্বারিংশ-পরিচ্ছেদ।

অধঃপতন।

—ঃ০※০ঃ—

পর সপ্তাহে লুসি সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত কার্য্যান্বেষণে দোকানে দোকানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার জমা দিবার টাকা নাই, সুতরাং কেহই তাঁহাকে বিশ্বাস করিল না। অগত্যা তিনি পরিচ্ছদ বন্ধক দিয়া অতি ক্লেশে বালক ফ্রেডির ও নিজের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন দারিদ্র রাক্ষসী ভীমবেগে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। কখনও কখনও তাঁহার মনোমধ্যে আত্মহত্যা চিন্তা উপস্থিত হইত কখন বা তিনি ক্ষিপ্তপ্রায় হইতেন। এইরূপে এক সপ্তাহ গত হইলে, এক দিন ফ্রেডরিক্ আসিয়া উপস্থিত

হইলেন। লুসি তাঁহার অসীম দুঃখের কথা বলিতে বলিতে স্বামীসকাশে রোদন করিতে লাগিলেন। ফ্রেড্‌রিকের কষ্ট হইল বটে কিন্তু সে কষ্ট ক্ষণিক! তখন তিনি লুসিকে বলিলেন তুমি কণ্ট্রেীতে তোমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পার। লুসি, অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিলেন "আমি তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলাম, কিন্তু পত্রের কোন উত্তর পাই নাই।"

ফ্রেড্‌রিক্ কর্কশস্বরে বলিলেন "কেন তুমি কাঁদিতেছ?"

লুসি। হা পরমেশ্বর, আমি রোদন না করিয়া কিরূপে থাকিব। তুমি যখন টাকা লইয়া গেলে, তখন তুমি যে বাছার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইলে, তাহা কি জাননা?

ফ্রেড্‌। তুমি এরূপ তিরস্কার করিলে আমি এখানে থাকিব না।

এই বলিয়া নিষ্ঠুর ফ্রেড্‌রিক্ গমনোদ্যত হইলেন।

লুসি। ঈশ্বরের দোহাই। ফ্রেড্‌রিক্, আমায় এ অবস্থায় পরিত্যাগ করিওনা। আমি তোমার সমস্ত দোষ ক্ষমা করিলাম। এখন আমি কি করি, তাই বল।—

ফ্রেড্‌। কি, আমায় ক্ষমা করিবে! পুনশ্চ এরূপ কথা বলিলে সমুচিত শিক্ষা দিব।

এই কথা বলিয়া ফ্রেড্‌রিক্, লুসিকে মুষ্ট্যাঘাত করিতে উদ্যত হইলেন।

বালক ফ্রেড্‌রিক্, তাঁহাদের মধ্যস্থলে দৌড়িয়া গিয়া বলিল "বাবা, বাবা মাকে মেরোনা! মাকে মেরো না!"

"দুর্ব্বৃত্ত দূর হও।" বলিয়া ফ্রেড্‌রিক্ বালককে পদাঘাত পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

লুসি তৎক্ষণাৎ বালক ফ্রেডিকে বক্ষে করিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। আহা! হতভাগিনী আর কত সহ্য করিবে?

এই ঘটনার পর ফ্রেড্‌রিক্‌ উদ্বিগ্ন মনে সেনানিবেশাভিমুখে আগমন করিতে, একটী মোড় ফিরিবার সময় সার্জ্জেণ্ট মেজর ল্যাংলের উপর পতিত হইলেন।

ল্যাংলে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "কি! পথ দেখিতে পাও নাই! দুরাচার, তুমি ইচ্ছা করিয়াই আমার উপর পতিত হইয়াছ।"

ফ্রেড্‌রিক্‌ কর্কশ স্বরে বলিলেন "আমি ইচ্ছা করিয়া আপনার উপর পড়িব কেন? কারণ পরস্পরের প্রতিঘাত লাগিবার পূর্ব্বে আমি আপনাকে দেখিতে পাই নাই। আপনি ইষ্টক প্রাচীরের মধ্য দিয়া দেখিতে পারেন, আমি পারি না! আমিও বলিতে পারি, আপনি ইচ্ছা করিয়া আমার উপর পতিত হইয়াছেন।

ক্রোধে লোহিত বর্ণ হইয়া ল্যাংলে বলিলেন "কি! এত বড় স্পর্দ্ধা! আমার বোধ হয় তুমি এখন মাতাল হইয়াছ।"

ফ্রেড্‌। না, মিঃ ল্যাংলে—আমি সমস্ত দিন একবিন্দু মদ পাই নাই।

ল্যাংলে। আমি জানি তুমি এখন সর্ব্বাপেক্ষা মাতাল ও বদমায়েস হইয়াছ।

ফ্রেড্‌। আপনার একথা বলা ভাল নয়, কারণ যখন আমিই এক রাত্রি আপনাকে মাতালাবস্থায় পতিত দেখিয়া উত্তোলন করিয়াছি।

ল্যাংলে। চুপ, বদমায়েস্!

ফ্রেড্। তুমি নিজে বদমায়েস্!

ল্যাংলে ও ফ্রেড্রিকের এইরূপে কলহ হইতেছে এমন সময়ে কাপ্তেন জেরাল্ড রেড্বরণ্ তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন "কি হইয়াছে? ল্যাংলে এই ভিক্ষুক তোমার অপমান করিতেছে?"

ফ্রেড্রিক্ তখন উন্মত্ত প্রায় হইয়া বলিলেন "কি ভিক্ষুক!" এবং ক্রোধোন্মত্ত হইয়া জেরাল্ডকে এক মুষ্ট্যাঘাত করিলেন।

জেরাল্ড চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ল্যাংলে, ফ্রেড্রিক্ আমায় মারিয়াছে। ইহাকে বন্দী কর।"

ফ্রেড্রিক্ ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া বলিলেন "তোমাদের মত ছয়জন ও আমায় বন্দী—করিতে পারে না।" এবং স্বীয় অস্ত্র উন্মুক্ত করিলেন; তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য ধাবিত হওয়ায় ল্যাংলের বাহুদেশে অস্ত্রাঘাত লাগিল।

ক্ষণ মধ্যে তথায় বহুতর লোক উপস্থিত হইল এবং সেই সঙ্গে কয়েকজন সৈনিক পুরুষকেও দেখাগেল; তাহারা ল্যাংলের আদেশ ক্রমে ফ্রেড্রিক্কে ধৃত করিল। তখন হতভাগ্য ফ্রেড্রিকের চৈতন্য হইল—তিনি অস্ত্র ত্যাগ করিলেন—তাঁহার হৃদয় মধ্যে পতিপ্রাণা লুসিও বালক ফ্রেডির প্রতিমূর্ত্তি উদিত হইল——তখন ফ্রেড্রিক্ কপালে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, "হা পরমেশ্বর, আমি কি করিলাম।"

অনন্তর ফ্রেড্রিক্ বন্দীভাবে সেনানিবেশে নীত হইলেন।

এদিকে সন্ধ্যাকালে লুসি কার্য্যান্বেষণে বহির্গত হইলেন। কিন্তু তাঁহার জামীন দিবার অর্থ না থাকায় কেহই তাঁহাকে কার্য্য দিল না। সুতরাং হতাশ হইয়া লুসি গৃহাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে তাঁহার পিতার পূর্ব্ব পরিচারিকা মার্থা আসিয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ করিল। মার্থা এখন সিলউইন নামক এক সম্ভ্রান্ত যুবককে বিবাহ করিয়া সুখে সচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছে শুনিয়া লুসি সাতিশয় প্রীত হইলেন। লুসির দুঃখের কথা শুনিয়া মার্থা সহানুভূতি প্রকাশ করিল এবং তাহার হস্তে পাঁচটী স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়া নিমেষ মধ্যে প্রস্থান করিল। মার্থার আচরণে লুসি বিস্মিতা ও স্তম্ভিতা হইয়া রহিলেন এবং ম্লান মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান ও মার্থার মঙ্গল কামনা করিয়া বালক ফ্রেডির নিমিত্ত রুটি ক্রয় করিতে গেলেন, তথায় ফ্রেডরিকের বন্দীদশার বিষয় হতভাগিনীর শ্রুতিগোচর হইল। শ্রবণ মাত্র লুসি বজ্রাহত প্রায় হইলেন এবং ক্ষণকাল পরে কিয়ৎপরিমাণে প্রকৃতিস্থ হইয়া সেনানিবেশে গমন করিলেন। কিন্তু দ্বাররক্ষক তাঁহাকে রাত্রিতে সেনানিবেশে প্রবেশ করিতে দিল না। সুতরাং লুসি ভগ্নহৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

রেড্‌বরণ্‌ প্রাসাদের

একটী দৃশ্য।

-০ঃ※ঃ০-

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার দশ দিন পরে জেরাল্ড রেড্‌বরণ্‌ প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে সার আর্চিবাল্ড, রেড্‌বরণ্‌-পত্নী ও জেনপিসী বৈঠকখানায় উপবিষ্ট ছিলেন। জেরাল্ড গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলে পর, জেরাল্ড-জননী নানা কথোপকথনের পর জিজ্ঞাসা করিলেন—" সৈনিক বিচারালয় ও ফ্রেড্‌রিকের সংবাদ কি ?"

জেরা। কল্য সৈনিক বিচারালয়ে দুর্ব্বৃত্ত ফ্রেড্‌রিকের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়া গিয়াছে। আরও দেখুন তাহার স্বপক্ষে বলিবার কিছুই ছিলনা।

রেড্‌-পত্নী। দুষ্ট আমার জেরাল্ডের পরম শত্রু ছিল। হাঁ জেরাল্ড, তাহার পক্ষে বলিবার কিছুই ছিলনা ?

জেরা। সে অনেক কথা বলিতে ও আমার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আনিতে, চেষ্টা করিয়াছিল এবং তাহার প্রতি অত্যাচার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু উপস্থিত মোকদ্দামার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। বাস্তবিক, অভিযোগ সম্বন্ধে তাহার কোন উত্তরই ছিল না। অধিকন্তু ল্যাংলে সাক্ষ্য দিলেন যে তিনি পথ

ভ্রমণ করিতেছেন এমন সময়ে ফ্রেডরিক্ তাঁহার উপর ইচ্ছাপূর্ব্বক পতিত হইল; এবং তিনি তাহার আচরণ সম্বন্ধে ধীরভাবে প্রতিবাদ করায় ফ্রেডরিক্ গালাগালি দিতে লাগিল। তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন যে, ফ্রেডরিক্ মাতাল না হইলে কদাচ এরূপ ব্যবহার করিত না। তজ্জন্য ল্যাংলে নম্রতা—সহকারে বলিলেন, "ফ্রেডরিক্, আমি তোমায় কোন বিপদে ফেলিতে চাহিনা; তুমি এখন মাতাল হইয়াছ, অতএব সেনানিবেশে গিয়া স্থির হইয়া থাক"—ইহা কি ল্যাংলের সদ্ব্যবহার হয় নাই?

জেনপিসী বলিলেন "হাঁ——সার্জ্জেন্ট ল্যাংলে শপথ করিয়া বলিলে বিশ্বাস করা যায়।" এবং এই সময়ে জেনপিসীর মুখমণ্ডল অত্যন্ত বিবর্ণ হইল।

জেরা। কেন বিশ্বাস করা যাইবে না? আমি তথায় গিয়া শুনিলাম ফ্রেডরিক্, ল্যাংলেকে "জুয়াচোর, বদমায়েস্ প্রভৃতি বলিয়া গালি দিতেছে।

জেন। বোধ হয় অন্যত্র ঐ শব্দ প্রয়োগ করিলে ফ্রেডরিকের দোষ হইত না।

এই কথা বলিয়া জেনপিসী আরক্ত লোচন জেরাল্ডের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

জেরা। জেনপিসী, তোমার আর নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতে হইবে না।

রেডবরণ পত্নী, জেনপিসীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"তুমি জেরাল্ডের দিকে অমন করিয়া চাহিওনা। তোমার দৃষ্টি দেখিয়া আমার ভয় হয়। সার আর্চ্চিবাল্ড—সার আর্চ্চিবাল্ড—"

সার আর্চ্চিবাল্ড বলিলেন, "তুমি জেনের কথা শুনিওনা। জেরাল্ড, তোমার কথা বলিয়া যাও। হাঁ, ফেড্রিক্ যখন ল্যাংলেকে গালি দিতে ছিল, তুমি তখন উপস্থিত হইলে"—

জেরা। হাঁ, ফেড্রিকের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া আমি তাহাকে গালাগালি দিলাম—আর কর্ম্মচারীরা সামান্য সেনাকে স্বচ্ছন্দে গালি দিতে পারে। তখন ফেড্রিক্ আমায় মুষ্ট্যাঘাত করিল ও ল্যাংলের দিকে ধাবিত হইয়া তাহাকে অস্ত্রাঘাত করিল। তখন কয়েকজন সৈনিক পুরুষ না আসিলে তথায় খুন হইতে পারিত। ইহাতেও কি দুর্ব্বৃত্ত কঠিন শাস্তি পাইতে পারেনা? আমি তাহাই জানিতে চাই।

জেনপিসী। হাঁ, তাহাকে খুন করিবার জন্য তুমি সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছ।

জেরা। তাহাকে খুন করিলাম। ওকথার অর্থ কি?

জেন পিসী। আমি যাহা বলিলাম তাহাই।

এই কথা বলিতে বলিতে জেন পিসীর মুখমণ্ডল অধিকতর বিবর্ণ হইল এবং চক্ষুদ্বয় ভীষণ আকৃতি ধারণ করিল।

জেরা। আমি সমস্ত দিনে তোমার অর্থ বুঝিতে পারিব না।

রেড্। জেনের কথা শুনিওনা। ভাল, ল্যাংলের আঘাত কি ভয়ানক!

জেরা। না, বড় বেশী নয়। অস্ত্র ল্যালের বাহুর মাংস পেসী ভেদ করিয়াছে মাত্র।

জেন-পি। দুঃখের বিষয় যে তাহার হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করে নাই—কেবল তাহার কেন, আর একজনের ——

রেড্। প্রিয় ভগ্নি—আর তোমার কথা সহ্য হয় না।

জেন-পি। [redacted]

জেরাল্ড। [redacted] বলিলেন “জেনপিসী পাগল হইয়াছে।”

রেড্। ভগ্নি—তোমায় অবস্থা আজ ভাল নয়. তুমি তোমার ঘরে যাও।

জেন পিসী অধিকতর ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন “ভাল! আমায় কিসে অসুস্থ করিতেছে? তুমি জান? না—তুমি জান না— আর এখানকার কেহই জানে না। কিন্তু আমি জানি—হাঁ, আর একজন জানেন। যাক্, সে কথায় কাজ নাই— কাজ নাই।”

এখন জেনপিসীকে সম্পূর্ণ ক্ষিপ্ত বোধ হইল—তাঁহার আকৃতি দর্শনে সকলের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল।

এই সময়ে পাদরী আর্ডেন বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন জেনপিসীর দিকে চাহিয়াই তাঁহার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি ক্ষণ মধ্যে প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন “আমি বোধ হয়, আপনাদের কার্য্যের বাধা দিতেছি।

রেড্। না, না, আপনি কেন এরূপ মনে করিতেছেন।

জেরা। বোধ হয় জেনপিসী উঁহাকে অপসৃত হইতে ইঙ্গিত করিতেছেন।

জেনপিসী চীৎকার করিয়া বলিলেন “কুকুর, এত বড় স্পর্দ্ধা, আমার অপমান!”

অনন্তর যাজক আর্ডেনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন “আমরা এই মাত্র আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে ছিলাম। আমি ইঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম ইঁহার ভাল কিম্বা মন্দ

হওয়া সম্বন্ধে কি জানেন ? কিন্তু মিঃ আর্ডেন, আপনি আমার গোপনীয় সমস্ত জানেন—জানেন না কি ? হাঁ ; আপনিই আমার আত্মার শান্তি দাতা ছিলেন।” এই বলিয়া জেনপিসী বিকট হাস্যে গৃহ প্রতিধ্বনিত করিলেন।

রেড্‌বরণ্‌ মৃদুস্বরে তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, “জেরাল্ড ঠিক বলিয়াছে। জেন নিশ্চয়ই পাগল হইয়াছে। দেখ, জেন কিরূপে চাহিতেছে দেখ।”

জেন পি। আমার কথা বলিতেছ ? আর্চিবাল্ড, আমার কথা বলিতেছ ? তাই যদি হয়, উচ্চৈঃস্বরে বল—সাহস পূর্ব্বক বল—মিঃ আর্ডেন শুনুন। কিন্তু যাহাই কর, তোমার এই পুত্রকে—কারণ আমি উহাকে ভ্রাতুষ্পুত্র বলিব না—আমায় অপমান করিতে বারণ কর। নতুবা আমি সমুচিত শিক্ষা দিব। কুকুর আমি তোমার প্রাণসংহার করিতে পারি।

জেরাল্ডকে এই কথা বলিবার সময় জেনের আকার ভীষণ হইয়া উঠিল।

জেরাল্ড ভীত হইয়া পিতাকে বলিলেন “আমি আর সহ্য করিতে পারি না। আপনি জেন পিসীকে গৃহে বদ্ধ করিয়া রাখুন, নতুবা কোন মহৎ অনিষ্ট করিবে।”

রেড্‌বরণ-পত্নী জেরাল্ডকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন “আমার বোধ হয় সেই দুরাত্মার কথা শেষ হয় নাই। তাহার নাম কি ?

জেরা। ফ্রেড্‌রিক্‌ লন্‌স্‌ডেলের কথা বলিতেছেন ? মিঃ আর্ডেন, আপনি সে সংবাদ শুনিয়াছেন কি ?

আর্ডে। হাঁ। আ—আমি শুনিয়াছি—যে—যে—সেই—হতভাগ্য—

জেরা। হাঁ—তাহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে।

এই বাক্য উচ্চারিত হইবা মাত্র জেনপিসী বিকট চীৎকার করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং জেরাল্ডের দিকে তিন চারিপদ অগ্রসর হইয়া অচৈতন্যাবস্থায় পতিতা হইলেন। আর্চ্চিবাল্ড রেড্‌বরণ্, তাঁহাকে উত্তোলন করিলেন এবং রেড্‌বরণ্-পত্নী ভৃত্য দিগকে ডাকিতে লাগিলেন।

আর্চ্চিবাল্ড ভগ্নীকে নিকটস্থ শয্যায় লইয়া যাইতে বলিলেন "জেন মরিয়াছে কিম্বা তাহার মৃত্যু সন্নিকট—জ্ঞান নাই। প্রিয়পত্নী, আসিয়া ভগ্নীর শুশ্রূষা কর—জেরাল্ড একটু জল আন—আর্ডেন ঔষধের শিশি দাও—শীঘ্র, শীঘ্র!"

ধর্ম্মযাজক আর্ডেন আসন পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহার মুখশ্রী বিবর্ণ হইল—তিনি ভয় বিহ্বল চিত্তে অনিমেষ নয়নে জেনের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণ মধ্যে দাস দাসীরা তথায় উপস্থিত হইল। আর্চ্চিবাল্ডের আজ্ঞাক্রমে জনৈক ভৃত্য ডাক্তার কলিসিঙ্গকে আনিতে গেল। কয়কটী দাসী জেন পিসীকে তাহার শয়ন কক্ষে লইয়া গেল। আর্চ্চিবাল্ড, আর্ডেনের বিকৃতভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার কি অসুখ বোধ হইতেছে?"—

রেড্-পত্নী। এদৃশ্যে কাহার না অসুখ বোধ হয়?

এই সময়ে বৃদ্ধ কলিসিঙ্গের সহিত সাক্ষাৎ হইবার আশঙ্কায় জেরাল্ড, গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কারণ যে ডেভিস্-পত্নী সম্বন্ধে সম্প্রতি মোকদ্দামা হইয়া গেল তিনি ডাক্তার কলিসিঙ্গের কন্যা। এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে উপ-

স্থিত বিপদ নিবারণার্থই আর্চ্চিবাল্ড কলিসিম্বকে আনিবার আজ্ঞা দেন এবং কলিসিম্বও আর্চ্চিবাল্ডের আদেশ অবহেলা- করিতে সাহস করেন নাই।

অনতিবিলম্বে ডাক্তার কলিসিম্ব রেড্বরণ্ প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন এবং রেড্বরণ্-পত্নী তাঁহাকে জেনপিসীর শয়ন কক্ষে লইয়া গেলেন।

জেন পিসীর শয়নাগার প্রাসাদের একপ্রান্তে অবস্থিত। ইহার গবাক্ষদ্বারা অট্টালিকার পশ্চাদ্ভাগস্থ উদ্যান নয়ন পথে পতিত হয়। কক্ষপার্শ্বস্থ সোপানশ্রেণীদ্বারা যে প্রাঙ্গনে উপস্থিত হওয়া যায় তাহার এক দিকে ভৃত্যগণ বাস করে এবং অন্য দিকে একটী দ্বার আছে; তদ্বারা উদ্যানে প্রবেশ করা যায়। এই বিষয়টী পাঠক মহাশয়ের স্মরণ রাখা আবশ্যক।

কলিসিম্ব কক্ষ মধ্যে প্রবেশ মাত্রই চমকিত হইলেন এবং নিমেষ মধ্যে শয়নাগারের চতুর্দ্দিক দেখিয়া লইলেন। এই সময় জেনের মূর্চ্ছাভঙ্গ হইয়াছিল বটে কিন্তু সম্পূর্ণ জ্ঞান হয় নাই। কলিসিম্ব দাসীকে জেনের মূর্চ্ছার কারণ ও আনুসঙ্গিক কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। দাসীর উত্তর প্রদান কালে কলিসিম্ব কক্ষের চতুর্দ্দিক তিন চারিবার তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন। কিয়ৎক্ষণপরে জেনের নাড়ী দেখিয়া ডাক্তার বলিলেন, "কোন ভয় নাই। বোধ হয় কুমারী রেড্বরণের (জেনপিসীর) কোন আন্তরিক আঘাত লাগিয়াছে"

রেড-পত্নী। কিরূপে আঘাত লাগিবে তাহাত বুঝিতে- পারিতেছি না। আমার পুত্র জেরাল্ড তাঁহার সৈন্যদলস্থ একজন সৈনিকের বিচারের কথা বলিতেছিল—

দাসী। মিঃ কলিসিন্থ, অপনার বোধ হয় ফেড্রিকের নাম স্মরণ আছে। সে সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে 'ওকূলে' পল্লীতে বাস করিত।

ডাক্তার কোন উত্তর করিলেন না; তিনি কেবল রোগীর মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। অনন্তর সহসা আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন "আমি শীঘ্রই একটী ঔষধ প্রেরণ করিতেছি; এবং পুনর্ব্বার রোগীর দিকে ও শয়ন কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তথা হইতে বহির্গত হইলেন। কিন্তু রেড্বরণ্-পত্নীর সহিত যে পথে আসিয়া ছিলেন সে পথে না গিয়া, পার্শ্বস্থ সোপান শ্রেণী দিয়া অবতরণ করিতে লাগিলেন। রেড্বরণ্-পত্নী ক্রুদ্ধ হইয়া "মিঃ কলিসিন্থ" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন; কিন্তু মিঃ কলিসিন্থ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া "এক—দুই—তিন—শব্দে সোপান গণনা করিতে করিতে নিম্নস্থ প্রাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রেড্বরণ্-পত্নী সক্রোধে বৈঠক-খানায় আসিয়া স্বামীকে সমস্ত কথা বলিয়া দিলেন। আর্চ্চিবাল্ড ও ডাক্তারের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইলেন।

ডাক্তার এক দুই করিয়া বাষট্টীটি সিঁড়ি গণনা করিয়া ছিলেন। এক্ষণে তিনি উদ্যানের দ্বার ও উদ্যানটী সুচারুরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। ইতিমধ্যে জেরাল্ড তথায় উপস্থিত হইলেন এবং ডাক্তার কলিসিন্থকে সঙ্গে করিয়া বৈটকখানায় আগমন করিলেন।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

রহস্য ভেদ।

—-ঃ০-ঃ—

ডাক্তার কলিসিন্থ বৈঠকখানায় প্রবেশ করিবা মাত্র আর্চ্চিবাল্ড রেড্‌বরণ্‌, সদর্পে বলিলেন "মিঃ কলিসিন্থ, তোমার ব্যবহারে আমি অতিশয় বিস্মিত হইয়াছি—"

ডাক্তার বলিলেন "সার আর্চ্চিবাল্ড, বাক্‌বিতণ্ডায় প্রয়োজন নাই। আমার একটী কার্য্য আছে, আমি সেই কার্য্য সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করি।"

গ্রাম্য ডাক্তারের দাম্ভিকতাপূর্ণবাক্যে সার আর্চ্চিবাল্ড ও রেড্‌বরণ্‌-পত্নী স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন; কিন্তু যাজক আর্ডেন, সহসা কলিসিন্থের নিকটে গিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন "পরমেশ্বরের দোহাই, দয়া কর।" অনন্তর তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার উপক্রম করিলেন। তখন ডাক্তার তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন "না, আমি যে কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছি, তোমায় তাহার প্রমাণ দিতে হইবে।" যাজক আর্ডেন, অগত্যা নিরস্ত হইয়া চেয়ারের উপর উপবিষ্ট হইলেন এবং হস্তদ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

এই দৃশ্য দর্শনে সকলে বিস্মিত ও চমকিত হইয়া রহিলেন।

ডাক্তার কলিসিম্থ বলিলেন "আমি যে কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছি তাহার সবিশেষ ভূমিকার প্রয়োজন নাই; কিন্তু আমার কথায় সার আর্চিবাল্ড, রেড্‌বরণ্-পত্নী ও জেরাল্ড রেড্‌বরণ্ আপনারা সকলেই অতিশয় বিস্মিত হইবেন।"

তিনি কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন, রেড্‌বরণ্ পরিবার অধিকতর চমকিত হইলেন। যাজক আর্ডেন পূর্ব্বের ন্যায় হস্তদ্বারা মুখ আবৃত করিয়া রহিলেন। কলিসিম্থ পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন। "আমি যে ঘটনা বর্ণনা করিতে উদ্যত হইয়াছি, তাহা একত্রিশ বৎসর পুর্ব্বে ঘটিয়াছিল। তাহার কয়েক মাস পূর্ব্বে আমি "ওকূলে" পল্লীতে আসিয়াছি। তখন তথায় একজন প্রাচীন চিকিৎসক থাকায় আমি অত্যন্ত কষ্টে পতিত হইয়া ছিলাম। একদিন রাত্রি প্রায় এগরটার সময় আমি শয়নের উপক্রম করিতেছি, এমন সময় জনৈক ভদ্রলোক শশব্যস্ত হইয়া আমার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন "কোন সদ্বংশ জাতা অবিবাহিতা যুবতীর প্রসব বেদনা উপস্থিত আপনার সাহায্য আবশ্যক।" আমি তাঁহার সহিত যাইতে প্রস্তুত হইলাম। তিনি বলিলেন আপনি, চক্ষু বন্ধ করিয়া তাথায় গমন করিতে অঙ্গীকার করিলে, পুরষ্কার স্বরূপ একশত গিনি প্রাপ্ত হইবেন। আমি তাহাতেই স্বীকৃত হইলাম। তিনি আমাকে অগ্রিম পঞ্চাশ গিনি প্রদান করিলেন। আমি কয়েকটী ঔষধ লইয়া উপরোক্ত ভদ্রলোকের সহিত প্রস্থান করিলাম। কিয়ৎদূরে

একখানি ক্ষুদ্র শকট প্রস্তুত ছিল। আমারা তাহাতেই আরোহণ করিলাম। রাত্রি ঘোর অন্ধকারময় সেই সংকীর্ণ পথে আলোকের চিহ্ন মাত্র ছিলনা! তথাপি তিনি বস্ত্রখণ্ড দ্বারা আমার চক্ষু বন্ধ করিলেন! এবং অনেক পথ বেষ্টন করিয়া প্রায় অর্দ্ধঘণ্টার পর একটী প্রাসাদের নিকট আমার সহিত অবতীর্ণ হইলেন। তিনি আমার হস্তধারণ পূর্ব্বক অগ্রসর হইলেন। কৌতূহলবশতঃ আমি কিরূপ ভুমির উপর দিয়া গমন করিতেছি, কোন দিকে যাইতেছি, কোনদিকে ফিরিতেছি ও কয়টী সোপান দিয়া উঠিতেছি সমস্ত স্মরণ করিয়া রাখিলাম। অবশেষে আমি একটী কক্ষে নীত হইলাম—সেই কক্ষেই আমার সাহায্যের আবশ্যক। তৎকালে সেই ভদ্রলোকটী কক্ষস্থিত কোন স্ত্রীলোককে মৃদুস্বরে কয়েকটী কথা বলিয়া প্রস্থান করিলেন—দ্বাররুদ্ধ হইল। তখন সেই স্ত্রীলোকটী জিজ্ঞাসা করিল চক্ষুবদ্ধ থাকিলে চলিবে কি না? আমি বলিলাম কোন মতেই তাহা হইতে পারেনা। ঐ স্ত্রীলোক অনেক আপত্তি করিল, কিন্তু আমি স্বীকৃত হইলাম না। অগত্যা স্ত্রীলোকটী আমায় একখানি চেয়ারে উপবেশন করাইয়া, আমার চক্ষু খুলিতে অনুমতি দিল। চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলাম আমি একটী সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে উপস্থিত——সে কক্ষের কোন বিষয় আমি এ পর্য্যন্ত ভুলি নাই। কক্ষ মধ্যে এক রমণী কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া শয়ন করিয়াছিলেন এবং যে স্ত্রীলোকটী আমার সহিত কথোপকথন করিতেছিল তাহার ও সেইরূপ বেশ। শয়িতা-রমণী অনতিবিলম্বে একটী মনোরম পুত্র প্রসব করিলেন।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে, যে স্ত্রীলোকটী আমার সহিত কথা কহিতেছিল তাহার বয়স অধিক ও বোধ হইল যেন উপস্থিত কার্য্যের জন্যই সে আনীত হইয়াছিল। আমার কার্য্য সম্পন্ন হইলে সে দ্বার খুলিয়া দিয়া আমার চক্ষু বন্ধন করিল। পুনর্ব্বার সেই ভদ্রলোকটী আমায় লইয়া চলিলেন। পুনর্ব্বার আমি সোপান কয়েকটী গণনা করিলাম। তিনি আমায় হস্ত ধারণ করিয়া পূর্ব্বের পথ দিয়া গমন পূর্ব্বক আমার সহিত গাড়ীতে আরোহণ করিলেন। প্রথমে আমরা যেস্থান হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম, অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে গাড়ীখানি সেই স্থানে উপস্থিত হইল—আমার চক্ষুর বন্ধনমুক্ত হইল। তিনি আমায় অবশিষ্ট পঞ্চাশ গিনি প্রদান করিলেন ও আমার কার্য্যসম্বন্ধে গোপনে সাধ্যমত সাহায্য করিবেন প্রতিশ্রুত হইলেন। আমারা পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম——আমি বাটী আসিলাম। সেই দিন হইতে প্রায় একত্রিংশ বর্ষগত হইয়াছে—এবং অদ্যই সেই রহস্য প্রকাশিত হইল।" অনন্তর উচ্চতরস্বরে কলিসিম্থ বলিয়া উঠিলেন "এই প্রাসাদেই আমি আনীত হইয়া ছিলাম, কুমারী রেড্‌বরণের (জেনপিসী) কর্ম্মেই আমি আনীত হইয়াছিলাম, এবং সেই স্মরণীয় দিবসে যিনি আমায় লইয়া আসিয়া ছিলেন, তিনি ঐ উপবিষ্ট রহিয়াছেন।"

এই কথা বলিতে বলিতে কলিসিম্থ আর্ডেনকে দেখাইয়া দিলেন। রেড্‌বরণ্‌ পরিবার ভয়ে, বিস্ময়ে বজ্রাহত প্রায় হইলেন।

মিঃ কলিসিম্থ আরও বলিতে লাগিলেন "আমি স্বয়ং

সেই কক্ষ, সোপানশ্রেণী, উদ্যানের দ্বার ও পথ প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া এবিষয়ে কৃত নিশ্চয় হইয়াছি। সাহস হয়, মিঃ আর্ডেন অস্বীকার করুন। মিঃ আর্ডেন, এইমাত্র আপনি আমার দয়ার কথা বলিয়াছিলেন। ভণ্ড তুমি ধার্ম্মিকের বেশে আমার ও আমার পরিবার বর্গের নিন্দা কর—তোমার পূর্ব্বের কথা স্মরণ নাই। সার অর্চ্চিবাল্ড, রেডবরণ্-পত্নী—আপনারা আমার প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা প্রদর্শন করেন। জেরাল্ড রেড্-বরণ্—তুমিই আমার স্নেহাস্পদ কন্যার অপযশের কারণ—ধনীরা তাঁহাদের কন্যাকে যতদূর ভাল বাসেন, আমার কন্যাকে আমি তদপেক্ষা অল্প ভাল বাসিনা। আজ তোমাদের অহঙ্কার কোথায় রহিল? আর একটী কথা। আমি নিশ্চয় জানিনা—তবে অতিশয় সম্ভব যে কুমারী রেড্বরণের হতভাগ্য সন্তান—মিঃ আর্ডেন তোমার ও সন্তান—সেই ফ্রেড্-রিক্ লন্স্ডেল যাহার উপর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে!"

মিঃ আর্ডেন বিকৃতস্বরে বলিয়া উঠিলেন "সেই—সেই! মিঃ কলিসিন্থ সমস্তই সত্য বলিয়াছেন।"

রেড্বরণ্ পরিবার তচ্ছ্রবণে লজ্জায় অভিভূত হইলেন। অনন্তর সার অর্চ্চিবাল্ডের আদেশে মিঃ আর্ডেন সমস্ত বিষয় সবিস্তর বর্ণিত করিলেন। তাহাতে জ্ঞাত হওয়া গেল যে বৃদ্ধা গ্রাণ্ট সেই রাত্রির পরিচারিকা। সেই রজনীতে ডাক্তার কলিসিন্থ ও মিঃ আর্ডেনের প্রস্থানের পর, সে নবজাত শিশুকে আনিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিল। কুমারী রেড্বরণ্ গোপনে তাহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। তখন হইতেই ঘোর চিন্তাজ্বরে কুমারী রেড্বরণ্ শীর্ণকায় ও

খিন্নপ্রকৃতি হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই তাঁহার প্রথম ও শেষ পাপ!

আর্চ্চিবাল্ড সহসা তাঁহার পত্নীকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন "তুমি জেনকে গিয়া বল যে আমি ফ্রেড্রিকের প্রাণরক্ষার্থ সাধ্যমত চেষ্টা করিব। অথচ ফ্রেড্রিক্ পর্য্যন্ত ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিবে না।"

অনন্তর সমস্ত বিষয় গোপনে রাখিবার জন্য আর্চ্চিবাল্ড কলিসিস্থকে পাঁচসহস্র পাউণ্ড প্রদান করিলেন এবং জেনের চিকিৎসার্থ ঔষধ আনয়ন করিতে বলিলেন।

কলিসিম্বের প্রস্থানের পর আর্চ্চিবাল্ড আর্ডেনকে বলিলেন মিঃ আর্ডেন, আমাদের বন্ধুত্ব এই শেষ হইল। আর কখনও আমাদের বাটী আসিও না ওসমস্ত গোপন রাখিও। দুর হও।"

আর্ডেন ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

তদনন্তর আর্চ্চিবাল্ড জেরাল্ডের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিলেন যে সৈনিকবিচারালয়ের কাগজপত্র লণ্ডন "হর্সগার্ডের' নিকট অনুমোদনার্থ প্রেরিত হইয়াছে। সে দিন মঙ্গলবার—শুক্রবার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা অনুমোদিত হইয়া আসা সম্ভব। তাহা হইলে শনিবার ফ্রেড্রিকের প্রাণদণ্ড হইবে। শ্রবণমাত্র তিনি জেরাল্ডকে বলিলেন "তুমি মিড্ল্টন গমন পূর্ব্বক কর্ণেল উইণ্ডহামের নিকট হইতে ক্ষমানুরোধপত্র গ্রহণ কর। ইহাতে অর্থের প্রয়োজন স্বীকার করিও। সেই পত্র অবিলম্বে অশ্বারোহী দূত দ্বারা লণ্ডনে পাঠাইয়া দিও। আমি লণ্ডন 'হর্সগার্ডের' নিকট চলিলাম। তুমি শুক্রবারে বাটীতে আমার জন্য অপেক্ষা করিবে। আমি সৌভাগ্যক্রমে ফ্রেড্রিকের ক্ষমাজ্ঞা প্রাপ্ত

হইলে তুমি তাহা লইয়াগিয়া স্বহস্তে কর্ণেল উইণ্ডহামকে প্রদান করিবে। এখনই যাও—এখনই মিড্‌ল্‌টনে যাও।”

তৎক্ষণাৎ জেরাল্ড মিড্‌ল্‌টনাভিমুখে ও আর্চ্চিবাল্ড লণ্ডনাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত সৈনিক।

—ঃ※ঃ—

অদ্য বুধবার। মিড্‌ল্‌টন সেনানিবেশের কারাগৃহে ফ্রেড্‌রিক্ লন্‌স্‌ডেল আবদ্ধ রহিয়াছেন বহির্ভাগে জনৈক সশস্ত্র সৈনিক পুরুষ রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত। পতিব্রতা পত্নী ও স্নেহময় পুত্রের প্রতি ইতিপূর্ব্বে যে নিষ্ঠুরআচরণ করিয়া ছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া ফ্রেড্‌রিকের হৃদয় অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছে! এমত সময়ে কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত হইল—লুসি ও বালক ফ্রেডি প্রবেশ করিলেন—দ্বার পুনর্ব্বার রুদ্ধ হইল। লুসির শীর্ণ কলেবর শীর্ণতর হইয়াছে। এখন তাঁহাকে চিনিতে পারা কঠিন। ফ্রেড্‌রিক্ উভয়কে আলিঙ্গন করিলেন। নেত্রজলে তিনজনে ভাসমান! ফ্রেড্‌রিক্ লুসির নিকটে পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু লুসিত কখনই ফ্রেড্-

রিকের প্রতি ক্রুদ্ধ হন নাই! তবে লুসি কাহাকে ক্ষমা করিবেন? এ হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখিলে পাষাণহৃদয়ও বিদীর্ণ হয়। যথাসময়ে লুসিও ফ্রেডি বহির্গত হইলেন। কারাগৃহ বন্ধ হইল। পরদিন ও লুসিও ফ্রেডি কারাগৃহে আসিয়া ছিলেন। দুইবৎসরে লুসির আকৃতির যে পরিবর্ত্তন হয় নাই, এখন এক দিনে তাহাই হইয়াছিল। লেখনী ফ্রেড্রিক্ ও লুসির শুক্রবারের মিলন ও বিয়োজন বর্ণিত করিতে অক্ষম!

কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই ফ্রেড্রিক্ শুনিয়াছেন যে হর্সগার্ড তাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা অনুমোদন করিয়াছেন।

ত্রয়োচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

ক্লাইব প্রাসাদ।

—:※:—

কাউণ্টেস অফ্ বর্টন ও লেডী আডিলা রেড্বরণ্ প্রাসাদ হইতে আগমনের পর প্রায় দেড়বৎসর গত হইয়াছে। লেডী আডিলা বয়োপ্রাপ্তা হইয়া পঞ্চবিংশতি পাউণ্ডের অধিকারিণী হইয়াছেন। এদিকে রেজিনাল্ড হার্ব্বার্ট ও পিতৃব্য সম্পত্তির

উত্তরাধিকারী স্থিরীকৃত হইয়াছেন। সুতরাং কাউণ্টেস্ অফ বর্টন, হার্ব্বার্টের সহিত কন্যার বিবাহ দানে অসম্মতা নহেন।

আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যে শুক্রবারের উল্লেখ করিয়াছি, সেইদিন মিঃ হার্ব্বার্ট ক্লাইভ প্রাসাদে আগমন করেন। কাউণ্টেস বর্টন, তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দিবেন স্থির করিলেন। ক্লাইভ প্রাসাদে আনন্দের সীমা রহিল না। রাত্রি এগারটার সময় হার্ব্বার্ট, বর্টন ও আডিলার নিকট হইতে বিদায়গ্রহণ কালে পরদিন ক্লাইভ প্রাসাদে প্রাতর্ভোজনার্থ নিমন্ত্রিত হইলেন।

মিঃ হার্ব্বার্ট অশ্বারোহণে কিয়দ্দূর গমন করিলে পর দেখিলেন, একটী লোক পথপ্রান্তে উপবিষ্ট রহিয়াছে। হার্ব্বার্টকে দেখিবামাত্র লোকটী তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল—মিঃ হার্ব্বার্ট দেখিলেন লোকটী ছিন্নবস্ত্র পরিহিত, তাহার মুখমণ্ডল ভীষণ——পাঠক ইতিপূর্ব্বেই এ মুখের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। দয়ালু হার্ব্বার্ট তাহাকে কয়েকটী রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন।

পরদিন নয়টার সময় মিঃ হার্ব্বার্ট ক্লাইভ প্রাসাদে পুনরায় আগমন করিলেন। বর্টন ও আডিলা তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া প্রাতর্ভোজনাগারে লইয়া গেলেন। ক্ষণমধ্যে জনৈক ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, যে একটী অপরিচিত বিকটাকার লোক বাটীর বহির্ভাগে মুমূর্ষুভাবে পতিত রহিয়াছে, তাহার সর্ব্বশরীরে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন।

আডিলা বলিলেন "এখনই তাহাকে বাটীর মধ্যে আনিয়া সেবা কর ও একজন ডাক্তার আনিতে যাও।"

কাউণ্টেস বর্টন বলিলেন "বিলম্ব না হয়।" অনতি বিলম্বে মুমূর্ষু ব্যক্তি বাটীর মধ্যে নীত হইল। মিঃ হার্ব্বার্ট— তখন উপস্থিত হইলেন। মুমূর্ষু ব্যক্তিকে অল্প পরিমাণে ব্রাণ্ডি পান করাইয়া দেওয়া গেল—সে ক্রমে ক্রমে সুস্থ হইতে লাগিল; কিন্তু তখনও সে অজ্ঞান। ইতিমধ্যে তাহার ছিন্নবস্ত্র হইতে সুবর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা পূর্ণ একটী ব্যাগ, কয়েকটী রৌপ্যমুদ্রা ও একখানি চিঠী প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। এই সমস্ত ঘটনায় উপস্থিত ব্যক্তিমাত্রেরই দয়ার উদ্রেক হইল। চিঠী খানির উপরে "অন হিজ্ মাজেষ্টিজ্ সার্ভিস্" ও শিরোনামায় লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল উইওহাম—পদাতিক সৈন্যদল, মিড্‌ল্‌টন" লেখা আছে। আগন্তুকের বিষয় জানিবার নিমিত্ত মিঃ হার্ব্বার্ট পত্র পাঠ করিলেন।

ইহা ফেড্রিক্ লন্‌সডেলের ক্ষমা পত্রিকা।

পত্রপাঠমাত্র মিঃ হার্ব্বার্ট বলিলেন "অশ্ব প্রস্তুত কর। শীঘ্র! শীঘ্র! ইহার উপর একজন লোকের জীবন নির্ভর করিতেছে!"

কারণ অদ্য শনিবার—এবং মিঃ হার্ব্বার্ট শুনিয়াছিলেন যে এইদিন প্রাতেই একজন সৈনিকের প্রাণদণ্ড হইবে।

তিনি তৎক্ষণাৎ কাউণ্টেস্ ও আডিলাকে সংক্ষেপে সমস্ত কথা বলিয়া অশ্বপৃষ্ঠে মিড্‌ল্‌টনাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

এখন বেলা দশটা—মিড্‌ল্‌টনে উপস্থিত হইতে প্রায় একঘণ্টা সময় লাগিবে। তিনি কি যথাসময়ে উপস্থিত হইবেন না?

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

※ ※ ※

—:-০-:—

অদ্য শনিবার—বেলা প্রায় দশটা—অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে হতভাগ্য ফে্রডরিকের প্রাণ দণ্ড হইবে—এপর্য্যন্ত ক্ষমা পত্রিকা আসিল না। সুতরাং কর্ণেল উইণ্ডহাম প্রাণদণ্ডের আয়োজন করিতে আজ্ঞা দিলেন। সেনানিবেশ প্রাঙ্গনে সমস্ত সৈন্য একত্রিত হইল। চতুর্দ্দশজন সৈনিক পুরুষ বন্দুক দ্বারা ফে্রডরিকের প্রাণবধার্থ নির্ব্বাচিত হইল। ফে্রডরিক্ প্রাঙ্গনের মধ্যস্থলে আনীত হইলেন। তাঁহার সহচর বৃন্দ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল—বলা বাহুল্য তাহারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই পৈশাচিক কার্য্যে যোগদান করিয়াছে। প্রাণদণ্ডের পূর্ব্বে সকলেরই কিছু না কিছু বলিবার অধিকার আছে—ফে্রডরিক্‌ও এ অধিকার হইতে বঞ্চিত হন নাই। তিনি প্রশান্তভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন "বন্ধু ও সহচরবৃন্দ, কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার চক্ষু মুদিত ও শরীরে রক্ত প্রবাহ বন্ধ হইবে। অল্পকাল মধ্যেই আমি মহান্ বিচারপতি পরমেশ্বরের বিচারালয়ে উপস্থিত হইব, তবে আমি পার্থিব বিচারালয়ের দণ্ডে ভয় করি কেন? আমার এক দুঃখ এই যে, যে পতিব্রতা রমণী ও স্নেহাস্পদ শিশু আমার কোন

অনিষ্ট করেন নাই, আমি তাঁহাদের সমস্ত কষ্টই দিয়াছি কিন্তু তাঁহারা যখন আমায় ক্ষমা করিয়াছেন—তখন আর আমার ভয় কি? আর একটী কথা বলি যে, আমার পার্থিব বিচারে জেরাল্ড ও ল্যাংলে যে সাক্ষ্য দিয়াছেন তাহা অতি-রঞ্জিত। বন্ধুগণ, আর কিছুই বলিতে চাহিনা—আমি এখন বিদায় হই।"

পরক্ষণেই একজন সৈনিক পুরুষ আসিয়া তাঁহার চক্ষু বন্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন "ভাই ফ্রেড্রিক্, আমায় ক্ষমা কর, আমার কোন অপরাধ নাই।"

ফ্রেড্রিক্ বলিলেন "ঈশ্বর তোমায় সুখী করুন।"

অনন্তর ফ্রেড্রিক্ জানু পাতিয়া কর যোড়ে ঈশ্বরো-পাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। "হে পরমেশ্বর, আমার আত্মাকে উদ্ধার করিও — আমার স্ত্রী পুত্রকে রক্ষা করিও" এই তাহার শেষ প্রার্থনা। কর্ণেলের আজ্ঞামাত্র চতুর্দ্দশ বন্দুকের গুলি, হতভাগ্য ফ্রেড্রিকের মস্তিষ্ক মধ্যে প্রবেশ করিল—ফ্রেড্-রিক্ ভূমিতে পতিত হইলেন, কিন্তু তখনও প্রাণবায়ু বহির্গত হয় নাই—পুনর্ব্বার চারিজন সৈনিক পুরুষ তাঁহার মস্তকে বন্দুক প্রয়োগ করিয়া গুলি ছাড়িল—ফ্রেড্রিক্ ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

অকস্মাৎ অশ্বের পদশব্দ শ্রুত হইল—মিঃ হার্ব্বার্ট ক্ষমা পত্রিকা লইয়া উপস্থিত; কি হইবে? মনুষ্য জীবন বধ করিতে পারেন, জীবন দান করিতে পারেন'না!

মিঃ হার্ব্বার্ট উন্মত্ত প্রায় হইয়া পত্র খানি কর্ণেলের হস্তে দিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

আবার একি দৃশ্য! কয়কটী লোক আর একটী কর্দ্দমাক্ত মৃতদেহ লইয়া সেনানিবেশে প্রবেশ করিল—এ যে জেরাল্ড রেড্‌বরণের মৃতদেহ! বাহকগণ বলিল "আমরা মিড্‌ল্‌টনের প্রায় দুই মাইল দূরে ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে করিতে নিকটস্থ জলাশয়ে এই দেহ প্রাপ্ত হইয়াছি।"

তাহাদের কথা সমাপ্ত হইবা মাত্র কর্ণেল উইণ্ডহাম জিজ্ঞাসা করিলেন "মিঃ হার্ব্বার্ট, আপনি এ ক্ষমা পত্রিকা কোথায় পাইলেন।"

মিঃ হার্ব্বাট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণিত করিলেন। তখন সেই বিকটাকার লোকই যে জেরাল্ডের হত্যাকারী সে বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না।

ইতিমধ্যে সার আর্চ্চিবাল্ড অশ্বারোহণে দ্রুতবেগে সেনা—প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিলেন। প্রাতঃকালে জেরাল্ডের অশ্ব রেড্‌বরণ্‌ প্রাসাদের নিকট ভ্রমণ করিতেছে, দেখিয়া তাঁহার ঘোর সন্দেহ হইয়াছিল। তন্নিমিত্তই তিনি এখন সেনানিবেশে উপস্থিত। তিনি দেখিলেন প্রাঙ্গনের এক প্রান্তে তাঁহার পুত্র জেরাল্ডের ও অন্যপ্রান্তে ফ্রেড্‌রিকের মৃতদেহ বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে!

"হা পরমেশ্বর! হা, পরমেশ্বর! আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল।"

এই বলিয়া আর্চ্চিবাল্ড চীৎকার করিয়া উঠিলেন। নিকটস্থ সৈনিকগণ তাঁহাকে না ধরিলে তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চয়ই পতিত হইতেন।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

বিধবা ও অনাথ শিশু।

—০:-※-:০—

পূর্ব্বোল্লিখিত ঘটনা ঘটিবার কালে লুসি বালক ফ্রেডির সহিত তাঁহার সামান্য কুটীর মধ্যে ঈশ্বরোপাসনায় নিমগ্না; তাঁহার প্রার্থনা এই যে অন্তিমকালে যেন স্বামীর মানসিক বলের হ্রাস না হয়। ফ্রেডি না থাকিলে অদ্যই তিনি জীবন পরিত্যাগ করিতেন। ফ্রেডি ব্যতীত অদ্য সমস্ত জগৎ লুসির নিকট শূন্যময়— কি ভাবে পতিপ্রাণা লুসি, সেই কাল প্রাতঃকাল অতিবাহিত করিলেন লেখনী তাহা বর্ণনা করিতে অক্ষম।

লুসি জানিতেন বেলা এগারটার মধ্যে তাঁহার স্বামী ইহলোক পরিত্যাগ করিবেন। যথাসময়ে এগারটা বাজিল—লুসি বুঝিলেন তিনি বিধবা হইলেন, বালক পিতৃহীন হইল। তাঁহার উপাসনা শেষ হইল। শোকসূচক কৃষ্ণ পরিচ্ছদ লুসি ও ফ্রেডির শীর্ণ কলেবর আচ্ছাদিত করিল।

কিয়ৎকাল পরে আর্চ্চিবাল্ড ও মিঃ হার্ব্বার্ট, লুসির বাস-

স্থানে উপস্থিত হইলেন। উভয়েই লুসি ও বালককে আশ্রয় দানের প্রস্তাব করিলেন। লুসি বুঝিতে পারিলেন অনাথনাথ পরমেশ্বরই তাঁহাকে অসময়ে বিস্মৃত হন নাই। তিনি স্বামীর অশেষ কষ্টের মূল রেড্‌বরণ্‌ পরিবারের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া মিঃ হার্ব্বার্টের আশ্রয় গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। সোমবার লুসি বালক সমভিব্যাহারে ক্লাইভ প্রাসাদে গমন করিবেন স্থির হইল। আর্চ্চিবাল্ড ও মিঃ হার্ব্বার্ট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

মিঃ হার্ব্বার্ট ক্লাইভ প্রাসাদে গমন পূর্ব্বক প্রাতঃকালীন হৃদয়বিদারক ঘটনা আদ্যোপান্ত বর্ণিত করিলেন। অনন্তর নিম্নতলে গিয়া দেখিলেন সেই বিকৃতাকার লোকের চৈতন্য হইয়াছে।—পুলিস তাহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে—সে হত্যাপরাধ স্বীকার করিয়াছে। মিঃ হার্ব্বার্ট আরও শুনিলেন যে এই দুরাত্মা ওবাডিয়া বেট্‌স্‌!

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

ওবাডিয়া বেট্‌স্‌।

—ঃ*ঃ—

এই রাক্ষসাকার লোক পাঠকের পূর্ব্বপরিচিত ওক্‌লে পল্লী-বাসী ক্ষৌরকার বেট্‌স্‌!

জেরাল্ডের হত্যাপরাধে যথাসময়ে বেট্‌সের প্রাণদণ্ড হইল। সে তৎকালে ও তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে নিম্নলিখিত রূপ আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছিল ——

দ্বীপান্তর যাত্রাকালে পলায়নের পর বেট্‌স্‌ গন্ধকদ্রাবক দ্বারা স্বীয় মুখমণ্ডল এরূপ বিকৃত করিয়াছিল যে, কেহই তাহাকে চিনিতে পারিত না। সেই অবধি রেড্‌বরণ্‌ পরিবার ও ফ্রেড্‌রিকের প্রতি প্রতিহিংসা সাধনের জন্য, বেট্‌স্‌ সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিত। একদিন সে সংবাদ পত্রে পাঠ করিল যে ফ্রেড্‌রিকের প্রাণদণ্ড হইবে; তাহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। সে ফ্রেড্‌রিকের প্রাণদণ্ড দেখিবার নিমিত্ত মিড্‌ল্‌টনাভিমুখে আগমন কালে পথিমধ্যে জেরাল্ডকে দেখিতে পাইয়া আক্রমণ করিল এবং ক্ষণমধ্যে তাহার প্রাণসংহার করিল, কিন্তু জেরাল্ড মৃত্যুর পূর্ব্বে বেট্‌স্‌কেও গুরুতর আঘাত করিয়াছিল। অনন্তর বেট্‌স্‌, জেরাল্ডের নিকট যে স্বর্ণ ও

রৌপ্য মুদ্রা এবং পত্রিকাছিল তাহাও গ্রহণ করিল। পত্রখানি পাঠ করিয়া বেট্‌স্ অবগত হইল ইহা ফ্রেড রিকের ক্ষমাপত্রিকা; তখন একাঘাতে দুই পশু শীকার হইয়াছে ভাবিয়া সে অগ্রসর হইতেছে এমত সময়ে মিঃ হার্ব্বার্টের সহিত সাক্ষাৎ হয়।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

উপসংহার।

—:※:—

পাঠক মহাশয়গণের কৌতূহল নিবারণার্থ আমরা উপন্যাসোল্লিখিত প্রধান প্রধান লোকের অবশিষ্ট জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিলাম—

প্রথমে লুসির পিতা। ডেভিস্, ক্রমে ক্রমে ঘোরতর মাতাল হইয়াছিলেন। গৃহস্বামিনী সারা বড্‌কিন্ তাঁহার উপর প্রভুত্ব করিতেন। ফ্রেড্‌রিকের মৃত্যু সংবাদে তাঁহার মন অবিচলিত ছিল। কিয়ৎকাল পরে সারা বড্‌কিন্ ডেভিসের ধন সম্পত্তি লইয়া পলায়নের চেষ্টা করে কিন্তু ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হয়। কারাবাসকালে সারা স্বীকার করে যে জেরাল্ডের বিরুদ্ধে

মোকদ্দামায় সে ডেভিসের প্ররোচনায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া ডাক্তার কলিসিম্থ ডেভিসের নামে অভিযোগ আনিলেন। ডেভিসের কারাদণ্ড হইল। বলাবাহুল্য তাঁহার কারাগারে মৃত্যুকালে পিতৃভক্তা লুসি সাধ্যমত সেবা করিয়াছিলেন। তখন ডেভিসের অনুতাপ আসিল— তিনি কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

এদিকে সারা বড্‌কিন কারামুক্ত হইয়া পাপ পথের পথিক হইল।

ফ্রেড্‌রিকের মৃত্যুতে জেনপিসীর হৃদয়ে দারুণ শেল বিদ্ধ হইয়াছিল; ক্রমে ক্রমে তাঁহার গুপ্তপ্রণয়ের কথা প্রচারিত হইল। তিনি অবশিষ্ট জীবন লজ্জায় ও অনুতাপে নির্জ্জনে অতিবাহিত করিলেন।

ভণ্ড আর্ডেন পূর্ব্বের ন্যায় যাজকতা করিতে লাগিলেন।

রেজিনাল্ড হার্ব্বার্ট অল্পদিনের মধ্যে পিতৃব্য সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন এবং আডিলার পাণিগ্রহণ করিয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

আর্চ্চিবাল্ড ও তৎ-পত্নী পুত্রশোকে জর্জ্জরিত হইয়া অচিরে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

কর্ণেল উইণ্ডহাম শ্রমজীবিগণের বিপ্লব নিবারণ করিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রশংসা প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার জনৈক আত্মীয়ের মৃত্যুর পর লর্ড-হাউসের সভ্য হইলেন।

সার্জ্জেণ্ট ল্যাংলে কিছুদিন পরে কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া একটী দোকান খুলিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি কৃতকার্য্য হন নাই। অল্পদিন মধ্যে মদ্যপান করিয়া সহচরগণের সহিত

কলহ করিবার সময় এক সংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন।

ডেভিসের মৃত্যুর পর লুসি কভেন্ট্রীস্থ বাটী ও নগদ তিন সহস্র পাউণ্ড প্রাপ্ত হন, কিন্তু ফ্রেডরিকের প্রাণদণ্ডের তিন বৎসর পরে কঠোর কাল, হতভাগিনী লুসিকে সমস্ত যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিল। পতিব্রতা লুসির নশ্বর দেহ মিডল্টন সমাধিক্ষেত্রে পতিপার্শ্বে-সমাধিস্থ হইল!

দুই বৎসর পরে বালক ফ্রেডি কাশরোগে প্রাণত্যাগ করিল।

পুত্র, জনক জননীরপার্শ্বে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত রহিয়াছে!

সমাপ্ত